নীলদর্পণ

(নাটক)

দীনবন্ধু মিত্র

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

গোলক চন্দ্র বসু			
নবীনমাধব ও বিন্দুমাধব			গোলক চন্দ্র বসুর পুত্রদ্বয়
সাধুচরণ	...	...	প্রতিবেশী রাইয়ত
রাইচরণ	...	...	সাধুর ভ্রাতা
গোপীনাথ	...	...	দেওয়ান
আই, আই, উড পি, পি, রোগ			নীলকরদ্বয়

আমিন খালাসী, তাইদ্গীর, ম্যাজিষ্ট্রেট, আমলা, মোক্তার, ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর, পণ্ডিত, জেলদারোগা, ডাক্তার, গোপ, কবিরাজ, চারিজন শিশু, লাঠিয়াল, রাখাল।

মহিলা

সাবিত্রী	...	...	গোলকের স্ত্রী
সৈরিন্ধ্রী	...	...	নবীনের স্ত্রী
সরলতা	...	...	বিন্দুমাধবের স্ত্রী
রেবতী	...	...	সাধুচরণের স্ত্রী
ক্ষেত্রমণি	...	...	সাধুর কন্যা
আদুরী	...	...	গোলক বসুর বাড়ীর দাসী
পদী	...	...	ময়রাণী

নীলদর্পণ
প্রথম অঙ্ক
প্রথম গর্ভাঙ্ক

স্বরপুর—গোলক বসুর গোলা ঘরের রোয়াক।

গোলকচন্দ্র বসু এবং সাধুচরণ আসীন।

সাধু। আমি তখনি বলেছিলাম কর্ত্তা মহাশয়, আর এ দেশে থাকা নয়, তা আপনি শুনিলেন না। কাঙ্গালের কথা বাসি হলে খাটে।

গোলক। বাপু দেশ ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা? আমার এখানে সাত পুরুষ বাস। স্বর্গীয় কর্ত্তারা যে জমাজমি করে গিয়েছেন, তাতে কখনও পরের চাকরি স্বীকার কর্ত্তে হয়নি। যে ধান জন্মায় তাতে সম্বৎসরের খোরাক হয়, অতিথিসেবা চলে, আর পূজার খরচ কুলায়; যে সরিষা পাই, তাহাতে তেলের সংস্থান হইয়া ষাট সত্তর টাকার বিক্রী হয়। বল কি বাপু, আমার সোনার স্বরপুর, কিছুরই ক্লেশ নাই। ক্ষেতের চাল, ক্ষেতের ডাল ক্ষেতের তেল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাছ। এমন সুখের বাস ছাড়তে কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? আর কেই বা সহজে পারে?

সাধু। এখন তো আর সুখের বাস নাই। আপনার বাগান গিয়েছে, গাঁতিও যায় যায় হয়েছে। আহা! তিন বৎসর হয়নি সাহেব পত্তনি নিয়াছে, এর মধ্যে গাঁখান ছারখার করে তুলেছে। মোড়লদের বাড়ীর দিকে চাওয়া যায় না,—আহা! কি ছিল কি হয়েছে। তিন বৎসর আগে দু'বেলায় ষাটখান পাত পড়তো, দশখান লাঙ্গল ছিল, দামড়াও চল্লিশ পঞ্চাশটা হবে। কি উঠান ছিল, যেন ঘোড়দৌড়ের মাঠ—আহা! যখন আশধানের পালা সাজাতো, বোধ হতো যেন চন্দন বিলে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে।

গোয়ালখান ছিল যেন একটা পাহাড়। গেল সন গোয়াল সারাতে না পারায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে। ধানের ভুঁয়ে নীল করেনি বলে, মেজো, সেজো দুই ভাইকে ধরে সাহেব বেটা আর বৎসর কি মারটিই মেরেছিল। উহাদের খালাশ করে আনতে কত কষ্ট; হাল গরু বিক্রী হয়ে যায়। ঐ চোটেই দুই মোড়ল গাঁ-ছাড়া হয়।

গোলক। বড় মোড়ল না তার ভাইদের আনতে গিয়েছিল?

সাধু। তারা বলেছে, ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে করে খাবো, তবু গাঁয়ে আর বাস করবো না। বড় মোড়ল এখন একা পড়েছে। দুইখান লাঙ্গল রেখেছে তা নীলের জমিতেই জোড়া থাকে। এও পালাবার যোগাড়ে আছে—কর্ত্তা মহাশয় আপনিও দেশের মায়া ত্যাগ করুন। গতবারে আপনার ধান গিয়েছে এই বারে মান যাবে।

গোলক। মান যাওয়ার আর বাকি কি? পুষ্করিণীর চার পাড়ে চাষ দিয়েছে, তাহাতে এবার নীল করবে, তা হলেই মেয়েদের পুকুরে যাওয়া বন্ধ হলো! আর সাহেব বেটা বলেছে যদি পূর্ব মাঠের ধানি জমি করখানার নীল না বুনি, তবে নবীনমাধবকে সাত কুটির জল খাওয়াইবে।

সাধু। বড় বাবু না কুটি গিয়াছেন?

গোলক। সাধে গিয়েছেন, প্যায়দায় ধরে গিয়েছে।

সাধু। বড় বাবুর কিন্তু ভ্যালা সাহস। সেদিন সাহেব বললে, 'যদি তুমি আমিন খালাসীর কথা না শোন, আর চিহ্নিত জমিতে নীল না কর, তবে তোমার বাড়ী উঠাইয়ে বেত্রাবতীর জলে ফেলাইয়া দিব, এবং তোমারে কুটির গুদামে ধান খাওয়াইব।' তাহাতে বড় বাবু কহিলেন, 'আমার গত সনের পঞ্চাশ বিঘা নীলের দাম চুকিয়ে না দিলে এ বৎসর এক বিঘাও নীল করিব না, এতে প্রাণ পর্যন্ত পণ, বাড়ী কি ছার!'

গোলক। তা না বলেই বা করে কি। দেখ দেখি পঞ্চাশ বিঘা ধান হলে আমার সংসারের কিছু ভাবনা থাক্‌তো! তাও যদি নীলের দামগুলো চুকিয়ে দেয়, তবু অনেক কষ্ট নিবারণ হয়।

(নবীনমাধবের প্রবেশ)

কি বাবা কি করে এলে?

নবীন। আজ্ঞে, জননীর পরিতাপ বিবেচনা করে কি কালসর্প ক্রোড়স্থ শিশুকে দংশন করিতে সঙ্কুচিত হয়? আমি অনেক স্তুতিবাদ করিলাম, তা তিনি কিছুই বুঝিলেন না। সাহেবের কথা সেই, তিনি বলেন পঞ্চাশ টাকা লইয়া ষাট বিঘা নীলের লেখাপড়া করিয়া দাও, পরে একবারে দুই সনের হিসাব চুকাইয়া দেওয়া যাবে।

গোলক। ষাট বিঘা নীল কর্ত্তে হলে অন্য ফসলে হাত দিতে হবে না। অন্ন বিনাই মারা যেতে হলো।

নবীন। আমি বলিলাম, সাহেব আমাদিগের লোকজন লাঙ্গল গরু সকলি আপনি নীলের জমিতে নিযুক্ত রাখুন, কেবল আমাদিগের সম্বৎসরের আহার দিবেন, আমরা বেতন প্রার্থনা করি না। তাহাতে উপহাস করিয়া কহিলেন, তোমরা ত যবনের ভাত খাওনা।

সাধু। যারা পেটভাতায় চাকরি করে, তারাও আমাদিগের অপেক্ষা সুখী।

গোলক। লাঙ্গল প্রায় ছেড়ে দিয়েছে, তবু তো নীল করা ঘোচে না। নাছোড় হইলে হাত কি? সাহেবের সঙ্গে বিবাদ তো সম্ভবে না, বেঁধে মারে সয় ভাল, কাজে কাজেই কর্ত্তে হবে।

নবীন। আপনি যেমন অনুমতি করিবেন, আমি সেইরূপ করিব কিন্তু আমার মানস একবার মোকদ্দমা করা।

(আদুরীর প্রবেশ)

আদুরী। মা ঠাকুরণ যে বকতি নেগেচে, কত বেলা হলো, আপনারা নাবা খাবা করবেন না? ভাত শুকিয়ে যে চাল হয়ে গেল।

সাধু। (দাঁড়ায়ে) কর্ত্তা মহাশয় এর একটা বিধিব্যবস্থা করুন, নতুবা আমি মারা যাই। দেড়খানা লাঙ্গলে নয় বিঘা নীল দিতে হলে হাঁড়ি সিকেয় উঠবে। আমি আসি, কর্ত্তামহাশয় অবধান, বড় বাবু, নমস্কার করি গো। (সাধুচরণের প্রস্থান)

গোলক। পরমেশ্বর এ ভিটায় স্নান আহার কর্ত্তে দেন, এমত বোধ হয়না—যাও বাবা, স্নান করগে। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সাধুচরণের বাড়ী।

(লাঙ্গল লইয়া রাইচরণের প্রবেশ)

রাই। (লাঙ্গল রাখিয়া) আমিন সুমুন্দি য্যান বাগ্, যে রোক্ করে মোর দিকে আস্‌ছিলো, বাবা রে! মুই বলি মোরে বুঝি খালে। শালা কোন মতেই শোন্‌লে না, জোর করেই দাগ্ মার্‌লে। সাঁপোলতলার পাঁচ কুড়ো ভুঁই যদি নীলি গ্যাল, তবে মাগ্ ছেলেরে খাওয়াব কি! কাঁদাকাটি করে দ্যাক্‌বো, যদি না ছাড়ে তবে মোরা কাজেই দ্যাশ ছাড়ে যাব।

(ক্ষেত্রমণির প্রবেশ)

দাদা বাড়ী এয়েছে ?

ক্ষেত্র। বাবা বাবুদের বাড়ী গিয়েচে, আলেন, আর দেরী নেই। কাকীমারে ডাক্‌তি যাবা না ? তুমি বকচো কি ?

রাই। বক্‌চি মোর মাতা। একটু জল আন দিকি খাই, তেষ্টায় যে ছাতি ফেটে গেল।— সুমুন্দিরি য্যাত করি বল্লাম, তা কিছুতি শোনলে না।

(সাধুচরণের প্রবেশ এবং ক্ষেত্রমণির প্রস্থান)

সাধু। রাইচরণ, তুই এত সকালে যে বাড়ী এলি ?

রাই। দাদা, আমিন শালা সাঁপোলতলার জমিতি দাগ্ মেরেচে। খাব কি, বচ্চোর যাবে কেমন করে ? আহা, জমি তো না, য্যান সোনার চাঁপা। এক কোন্ কেটে মহাজন কাৎ কত্তাম্। খাব কি, ছেলেপিলে খাবে কি, এতডা পরিবার না খাতি পেয়ে মারা যাবে। ও মা! রাত পোয়ালি যে দু'কাটা চালির খরচ ; না খাতিপেয়ে মরবো, আরে পোড়া কপাল, আরে পোড়া কপাল ; গোড্ডর নীলি, কল্লে কি ? য়্যাঁ! য়্যাঁ!

সাধু। ঐ ক বিঘা জমির ভরসাতেই থাকা, তাই যদি গ্যালো তবে আর এখানে থেকে করবো কি। আর যে দুই এক বিঘা নোনা জেলা আছে তাতে তো ফসল নাই, আর নীলের জমিতি লাঙ্গল থাক্‌বে তা কারকিতই বা কখন কর্‌বে। তুই—কাঁদিস নে, কাল হাল্ গরু বেচে গাঁর মুখে ঝাঁটা মেরে বসন্ত বাবুর জমিদারীতে পালিয়ে যাব।

(ক্ষেত্রমণি ও রেবতীর জল লইয়া প্রবেশ)

জল খা, জল খা, ভয় কি "জীব দিয়েচে যে, আহার দেবে সে।" তা তুই আমিনকে কি বলি এলি ?

রাই। মুই বল্‌বো কি, জমিতি দাগ্ মার্‌তি লাগ্‌লো, মোর বুকি য্যান বিদের কাটি পুড়িয়ে দিতি লাগ্‌লো, মুই পায় ধল্লাম, ট্যাকা দিতি চালাম তা কিছুই শুন্‌লো না। বলে, "যা তোর বড় বাবুর কাছে যা, তোর বাবার কাছে যা।" মুই ফৌজদুরি কর্‌বো বলে সেঁদিয়ে এইচি। (আমিনকে দূরে দেখিয়া) ঐ দ্যাখ শালা আস্‌চে, প্যায়দা সঙ্গে করে এনেচে, কুটি ধরে নিয়ে যাবে।

(আমিন এবং দুইজন পেয়াদার প্রবেশ)

আমিন। বাঁদ্, রেয়ে শালাকে বাঁদ্।

(পেয়াদাদ্বয় দ্বারা রাইচরণের বন্ধন)

রেবতী। ওমা, ইকি, হ্যাঁগা বাঁদো ক্যান! কি সর্বনাশ! (সাধুর প্রতি) তুমি দেড়িয়ে দ্যাকচো কি, বাবুদের বাড়ী যাও বড় বাবুকে ডেকে আনো।

আমিন। (সাধুর প্রতি) তুই যাবি কোথা, তোরও যেতে হবে। দাদন লওয়া রেয়ের কর্ম্ম নয়। ঢ্যারা সইকে অনেক সইতে হয়। তুই লেখা পড়া জানিস, তোকে খাতায় দস্তখৎ করে দিয়ে আস্‌তে হবে।

সাধু। আমিন মহাশয়, একে কি নীলের দাদন বলো, নীলের গাদন বল্যে ভাল হয় না? হা পোড়া অদৃষ্ট, তুমি আমার সঙ্গে আছ, যার ভয়ে পালিয়ে এলাম, সে দায় আবার পড়লাম। পত্তনির আগে এ তো রামরাজ্য ছিল, তা "হাবাতেও ফকির হলো, দেশেও মন্বন্তর এলো।"

আমিন। (ক্ষেত্রমণির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, স্বাগত) এ ছু ড়ি তো মন্দ নয়। ছোট সাহেব এমন মাল পেলে তো লুপে নেবে। আপনার বুন দিয়ে বড় পেস্কারি পেল্যাম, তা এরে দিয়ে পাব ; মালটা ভাল, দেখা যাক্।

রেবতী। ক্ষেত্র, মা তুই ঘরের মদ্দি যা। (ক্ষেত্রমণির প্রস্থান)

আমিন। চল্ সাধু, এই বেলা মানে মানে কুটি চল্ (যাইতে অগ্রসর হইল)

রেবতী। ও যে এটটু জল খাত্তি চায়েলো ; ও আমিন মশাই, তোদের কি মাগ্ ছেলে নাই, কেবল লাঙ্গল রেখেছে আর এই মারপিট্! ওমা ও যে ডব্‌কা ছেলে, ও যে এতক্ষণ দুবার খায়, না খেয়ে সাহেবের কুটি যাবে কেমন করে, অনেক দূর। দোহাই সাহেবের, ওরে চাড্ডি খেইয়ে নিয়ে যাও।—আহা, আহা, মাগ ছেলের জন্যই কাতর, এখনো চকি জল পড়্‌চে, মুখ শুইকে গেচে,—কি করবো, কি পোড়া দেশে এলাম, ধনে প্রাণে গ্যালাম, হায় হায়, ধনে প্রাণে গেলাম! (ক্রন্দন)

আমিন। আরে মাগি, তোর নাকিসুর এখন রাখ, জল দিতে হয় দে, নয় অমনি নিয়ে যাই। (রাইচরণের জলপান এবং সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বেগুণবেড়ের কুটি—বড় বাঙ্গালার বারেন্দা

(আই, আই, উড্ সাহেব এবং গোপীনাথ দাস দেওয়ানের প্রবেশ)

গোপী। হুজুর, আমি কি কসুর করিতেছি, আপনি স্বচক্ষেই তো দেখিতেছেন। অতি প্রত্যুষে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়া তিন প্রহরের সময় বাসায় প্রত্যাগমন করি, এবং আহারের পরেই আবার দাদনের কাগজ পত্র লইয়া বসি, তাহাতে কোন দিন রাত্রি দুই প্রহরও হয়, কোন দিন বা একটাও বাজে!

উড। তুমি শালা বড় নালায়েক আছে। স্বরপুর, শ্যামনগর, শান্তিঘাটা—এ তিন গাঁও কিছু দাদন হলো না। শ্যামচাঁদ বেগোর তোম দোরস্ত হোগা নেই।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, অধীন হুজুরের চাকর, আপনি অনুগ্রহ করিয়া পেস্কারি হইতে দেওয়ানি দিয়াচেন। হুজুর মালিক, মারিলেও মারিতে পারেন কাটিলেও কাটিতে পারেন। এ কুটির কতকগুলি প্রবল শত্রু হইয়াছে, তাহাদের শাসন ব্যতীত নীলের মঙ্গল হওয়া দুষ্কর।

উড। আমি না জানিলে কেমন করে শাসন করিতে পারে, টাকা, ঘোড়া, লাঠিয়াল, শড়কিয়ালা আমার অনেক আছে, ইহাতে শাসন হইতে পারে না? সাবেক দেওয়ান, শত্রুর কথা আমাকে জানাইতো—তুমি দেখনি' আমি বজ্জাতদের চাবুক দিয়াছি, গোরু কেড়ে আনিয়াছি, জরু কয়েদ করিয়াছি। জরু কয়েদ করিলে শালা লোক বড় শাসিত হয়। বজ্জাতি কা বাত হাম কুচ শুনা নেই—তুমি বেটা লক্ষ্মীছাড়া আমারে কিছু বলনি ; — তুমি শালা বড় নালায়েক আছে। দেওয়ানি কাম কয়েটটা হায় নেই বাবা—তোমাকো জুতি মার্‌কে নেকাল ডেবে, হাম এক আদ্‌মি ক্যাওট্‌কো এ কাম দেগা।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, যদিও বান্দা জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু কার্য্যে ক্যাওট, ক্যাওটের মতই কর্ম দিতেছে। মোল্লাদের ধান ভেঙ্গে নীল করিবার জন্য এবং গোলক বোসের সাত পুরুষে লাখেরাজ বাগান ও রাজার আমলের পাঁতি বাহির করিয়া লইতে আমি যে সকল কাজ করিয়াছি, তাহা ক্যাওট কি, চামারেও পারে না, তা আমার কপাল মন্দ, তাই এত করেও যশ নাই।

উড। নবীনমাধব শালা সব টাকা চুকিয়ে চায়—ওস্‌কো হাম্ ঐক কৌড়ি নেহি দেগা, ওস্‌কো হিসাব দোরস্ত করকে রাখ ; বাঞ্চৎ বড়া মামলাবাজ, হাম দেখেগা শালা কেস্তারে রূপেয়া লেয়।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, ঐ একজন কুটির প্রধান শত্রু ; পলাশপুর জ্বালান কখনই প্রমাণ হইত না, যদি নবীন বোস ওর ভিতরে না থাকিত। বেটা আপনি দরখাস্তের মুসাবিদা করিয়া দেয়,

উকীল মোক্তারদিগের এমন সলা পরামর্শ দিয়াছিল যে, তাহার জোরেই হাকিমের রায় ফিরিয়া যায়। এই বেটার কৌশলেই সাবেক দেওয়ানের দুই বৎসর মেয়াদ হয়। আমি বারণ করিয়াছিলাম, "নবীন্ বাবু, সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ করো না। বিশেষ সাহেব তো তোমার ঘর জ্বালান নাই।" তাতে বেটা উত্তর দিল, "গরীব প্রজাগণের রক্ষাতে দীক্ষিত হইয়াছি, নিষ্ঠুর নীলকরের পীড়ন হইতে যদি একজন প্রজাকেও রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব, আর দেওয়ানজিকে জেলে দিয়ে বাগানের শোধ লব।" বেটা যেন পাদরী হয়ে বসেছে। বেটা এবার আবার কি যোটাঘোট করিতেছে, তার কিছুই বুঝিতে পারি না।

উড। তুমি ভয় পাইয়াছ, হাম্ বোলা কি নেই, তুমি বড় নালায়েক আছ, তোমসে কাম হোগা নেই।

গোপী। হুজুর ভয় পাওয়ার মত কি দেখিলেন, যখন এ পদবীতে পদার্পণ করিয়াছি, তখন ভয়, লজ্জা, সরম, মান, মর্য্যাদার মাথা খাইয়াছি। গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ঘর জ্বালান, অঙ্গের আভরণ হইয়াছে, আর জেলখানা শিওরে করে বসে আছি।

উড। আমি কথা চাইনে, কাজ চাই।

(সাধুচরণ, রাইচরণ, আমিন ও পেয়াদাদ্বয়ের সেলাম করিতে করিতে প্রবেশ) এ বজ্জাতের হস্তে দড়ি পড়িয়াছে কেন?

গোপী। ধর্ম্মাবতার এই সাধুচরণ একজন মাতব্বর রাইয়ত কিন্তু নবীন বোসের পরামর্শে নীলের ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

সাধু। ধর্ম্মাবতার, নীলের বিরুদ্ধাচারণ করি নাই, করিতেছি না এবং করিবার ক্ষমতাও নাই। ইচ্ছায় করি আর অনিচ্ছায় করি, এবারেও করিতে প্রস্তুত আছি। তবে সকল বিষয়ের সম্ভব অসম্ভব আছে, আধ আঙ্গুল চুঙ্গিতে আট্ আঙ্গুল বারুদ পুড়িয়ে কাজেই ফাটে। আমি অতি ক্ষুদ্র প্রজা, দেড়খানি লাঙ্গল রাখি, আবাদ হদ্দ বিশ বিঘা, তার মধ্যে যদি নয় বিঘা নীলে গ্রাস করে তবে কাজেই চট্‌তে হয়। তা আমার চটায় আমি মর্‌বো হুজুরের কি?

গোপী। সাহেবের ভয়, পাছে তুমি সাহেবকে তোমাদের বড় বাবুর গুদামে কয়েদ করে রাখো।

সাধু। দেয়ানজী মহাশয়, মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা কেন দেন। আমি কোন্ কীটস্য কীট, যে সাহেবকে কয়েদ করবো, প্রবল প্রতাপশালী—

গোপী। সাধু, তোর সাধুভাষা রাখ, চাষার মুখে ভাল শুনায় না; গায় যেন ঝাঁটার বাড়ী মারে।

উড। বাঞ্চত বড় পণ্ডিত হইয়াছে।

আমিন। বেটা রাইতদিগের আইন পরোয়ানা সব বুঝাইয়া দিয়া গোল করিতেছে, বেটার ভাই মরে লাঙ্গল ঠেলে, উনি হলেন—"প্রতাপশালী।"

গোপী। ঘুটে কুড়ানীর ছেলে সদর নায়েব। ধর্ম্মাবতার, পল্লী গ্রামে স্কুল স্থাপন হওয়াতে চাষা লোকের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াছে।

উড। গভর্ণমেন্ট এ বিষয়ে দরখাস্ত করিতে আমাদিগের সভায় লিখিত হইবেক, স্কুল রহিত করিতে লড়াই করিব।

আমিন। বেটা মোকদ্দমা করিতে চায়।

উড। (সাধুচরণের প্রতি) তুমি শালা বড় বজ্জাত। তোমার যদি বিশ বিঘার নয় বিঘা নীল করিতে বলেছে, তবে তুমি কেন আর নয় বিঘা নূতন করিয়া ধান কর না।

গোপী। ধর্ম্মাবতার যে লোকসান জমা পড়ে আছে, তাহা হইতে নয় বিঘা কেন, বিশ বিঘা পাট্‌টা করিয়া দিতে পারি।

সাধু। (স্বগত) হা ভগবান! শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। (প্রকাশ্যে) হুজুর, যে নয় বিঘা নীলের জন্য চিহ্নিত হইয়াছে, তাহা যদি কুটির লাঙ্গল গরু ও মাইন্দার দিয়া আবাদ হয়, তবে আমি আর নয় বিঘা নূতন করিয়া ধানের জন্যে লইতে পারি। ধানের জমিতে যে কারকিত করিতে হয়, তার চারগুণ কারকিত নীলের জমিতে দরকার করে, সুতরাং যদিও নয় বিঘা চাষ দিতে হয়, তবে বাকি এগার বিঘাই পড়ে থাকবে তা আমার নূতন জমি আবাদ করবো।

উড। শালা বড় হারামজাদা, দাদনের টাকা নিবি তুই, চাষ দিতে হবে আমি ; শালা বড় বজ্জাত (জুতার গুতা প্রহার), শ্যামচাঁদকা সাৎ মুলাকাত হোনেসে হারামজাদা কি সব ছোড় যায়গা। (দেওয়াল হইতে শ্যামচাঁদ গ্রহণ)

সাধু। হুজুর মাছি মেরে হাত কাল করা মাত্র, আমরা—

রাই। (সক্রোধে) ও দাদা তুই চুপ দে, যা ন্যাকে নিতি চাচ্চে ন্যাকে দে। ক্ষিদের চোটে নাড়ী ছিঁড়ে পড়লো, সাড়া দিনডে গ্যাল, নাতিও পালাম না, খাতিও পালাম না।

আমিন। কই শালা, ফৌজাদারী করলিনে ? (কাণমলন)

রাই। (হাপাইতে হাপাইতে) মলাম, মাগো! মাগো!

উড। ব্লডি নিগার, মারো বাঞ্চোৎকো। (শ্যামচাঁদাঘাত)

(নবীনমাধবের প্রবেশ)

রাই। বড়বাবু মলাম গো! জল খাবো গো! মেরে ফেল্লে গো!

নবীন। ধর্ম্মাবতার, উহাদিগের এখন স্নানও হয় নাই, আহারও হয় নাই। উহাদের পরিবারেরা এখনও বাসি মুখে জল দেয় নাই। যদি শ্যামচাঁদাঘাতে রাইয়ত সমুদয় বিনাশ করিয়া ফেলেন, তবে আপনার নীল বুনবে কে ? এই সাধুচরণ গত বৎসর কত ক্লেশে চার বিঘা নীল দিয়াছে, যদি উহাকে এরূপ নিদারুণ প্রহারে এবং অধিক দাদন চাপাইয়া ফেরার করেন, তবে আপনারই লোকসান। উহাদের অদ্য ছাড়িয়া দেন, আমি কল্য প্রাতে সমভিব্যহারে আনিয়া, আপনি যেরূপ অনুমতি করিবেন সেইরূপ করিয়া যাইব।

উড। তোমার নিজের চরকায় তেল দেও। পরের বিষয়ে কথা কহিবার কি আবশ্যক আছে ? সাধু ঘোষ, তোর মত কি, তা বল্ ? আমার খানার সময় হইয়াছে।

সাধু। হুজুর, আমার মতের অপেক্ষা আছে কি ? আপনি নিজে গিয়া ভাল ভাল চার বিঘাতে মার্ক দিয়া আসিয়াছেন, আজ আমিন মহাশয় আর যে কয়খান ভাল জমি ছিল, তাহাতে চিহ্ন দিয়া আসিয়াছেন। আমার অমতে জমি নির্দিষ্ট হইয়াছে, নীলও সেইরূপ হইবে। আমি স্বীকার করিতেছি, বিনা দাদনে নীল করে দিব।

উড। আমার দাদন সব মিছে,—হারামজাদা, বজ্জাত, বেইমান— (শ্যামচাঁদ প্রহার।)

নবীন। (সাধুচরণের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া আবরণ করিয়া) হুজুর গরীব ছাপোষা লোকটাকে একেবারে মেরে ফেলিলেন। আহা! উহার বাড়ীতে খাইতে অনেক গুলিন। এ প্রহারে একমাস শয্যাগত হইয়া থাকিতে হইবে। তাহা, উহার পরিবারের মনে কি ক্লেশ হইতেছে। সাহেব, আপনারও পরিবার আছে, যদি আপনাকে খানার সময় কেহ ধৃত করিয়া লইয়া যায় তবে মেমসাহেবের মনে কেমন পরিতাপ জন্মে ?

উড। চুপ্‌রাও, শালা বাঞ্চৎ, পাজি গরুখোর। এ আর অমর নগরের ম্যাজিষ্ট্রেট নয় যে, কথায় কথায় নালিশ করবি, আর কুটির লোক ধরে মেয়াদ দিবি। ইন্দ্রাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট তোমার

মৃত্যু হইয়াছে। র‍্যাসকেল-এই দিনের মধ্যে তুই ষাট বিঘা দাদন লিখিয়া দিবি তবে তোর ছাড়া, নচেৎ শ্যামচাঁদ তোর মাথায় তাণ্ডব। গাস্তাকী! তোর দাদনের জন্য দশখানা গ্রামের দাদন বন্ধ রহিয়াছে।

নবীন। (দীর্ঘনিশ্বাস) হে মাতঃ পৃথিবী! তুমি দ্বিধা হও, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। এমন অপমান আমার জন্মে হই নাই—হা বিধাতঃ।

গোপী। নবীন বাবু, বাড়াবাড়ির কাজ কি, আপনি বাড়ী যান।

নবীন। সাধু, পরমেশ্বরকে ডাক, তিনিই দীনের রক্ষক। (নবীনমাধবের প্রস্থান)

উড। গোলামকি গোলাম—দেওয়ান, দপ্তরখানায় লইয়া যাও, সত্বর মোতাবেক দাদন দেও। (উডয়ের প্রস্থান)

গোপী। চল্ সাধু, দপ্তরখানায় চল্। সাহেব কি কথায় ভোলে?

বাড়াভাতে ছাই তব বাড়াভাতে ছাই।
ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষা নাই॥ (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলক বসুর দরদালান

(সৈরিন্ধ্রী চুলের দড়ী বিনাইতে নিযুক্ত)

সৈরিন্ধ্রী। আমার হাতে এমন দড়ী একগাছিও হয় নি। ছোট বউ বড় পয়মন্ত। ছোট বোয়ের নাম করে যা করি তাই ভাল হয়। এক পণ ছুট করেছি, কিন্তু মুটোর ভিতর থাকবে। যেমন একঢাল চুল, তেমনি দড়ি হয়েছে। আহা চুল তো নয়, শ্যামঠাকরূণের কেশ। মুখখানি যেন পদ্মফুল সর্বদাই হাস্য বদন। লোকে বলে, "যাকে যায় দেখতে পারে না।" আমি তো তার কিছুই দেখিনে। ছোট বোয়ের মুখ দেখলে আমার তো বুক জুড়িয়ে যায়। আমার বিপিনও যেমন, ছোট বউও তেমন। ছোট বউ তো আমাকে মায়ের মত ভালবাসে।

(সিকাহস্তে সরলার প্রবেশ)

সর। দিদি, দ্যাখ দেখি আমি সিকের তলাটি বুনতে পেরেছি কি না?—হয় নি?

সৈরি। (অবলোকন করিয়া) হ্যাঁ, এইবার দিব্বি হয়েছে। ও বোন এইখানটি যে ডুবিয়েছো, লালের পর জরদ তো খোলে না।

সর। আমি তোমার সিকে দেখে বুনছিলাম—

সৈরি। তাতে কি লালের পর জরদ আছে?

সর। না, তাতে লালের পর সবুজ আছে। কিন্তু আমার সবুজ সূতা ফুরিয়ে গিয়েছে, তাই আমি ওখানে জরদ দিয়েছি।

সৈরি। তোমার বুঝি আর হাটের দিন পর্য্যন্ত তর সইল না। তোমার বোন সকলি তাড়াতাড়ি—বলে

'বৃন্দাবনে আছেন হরি।
ইচ্ছা হলে রইতে নারি॥'

সর। বাহাবা! আমার কি দোষ, হাটে কি পাওয়া যায়? ঠাকুরুণ গেল হাটে মহাশয়কে আনতে বলেছিলেন, তা তিনি পান নাই।

সৈরি। তবে ওঁরা যখন ঠাকুরপোকে চিঠি লিখলেন, সেই সময় পাঁচ রঙ্গের সূতার কথা লিখে দিতে বল্‌ব।

সর। তবে দিদি, এ মাসের আর কতদিন আছে গা?

সৈরি। (সহাস্য-বদনে) যার যেখানে ব্যথা, সেখানে হাত। ঠাকুরপোর কলেজ বন্ধ হলে বাড়ী আসবার কথা আছে—তাই তুমি দিন গুণছো! আর বোন, মনের কথা বেরিয়ে পড়েছে।

সর। মাইরী দিদি, আমি তা ভেবে জিজ্ঞেস করি নি—মাইরী।

সৈরি। ঠাকুরপোর আমার কি সুচরিত্র! কি মধুমাখা কথা! ওঁরা যখন ঠাকুরপোর চিঠিগুলিন পড়েন, যেন অমৃত-বর্ষণ হইতে থাকে। দাদার প্রতি এমন ভক্তি কখন দেখিনি। দাদার বা কি স্নেহ, বিন্দুমাধবের নামে মুখে লাল পড়ে, আর বুকখানি পাঁচ হাত হয়। আমার যেমন ঠাকুরপো, তেমনি ছোট বউ। (সরলতার গালটি টিপে) সরলতা তো সরলতা। আমি কি তামাক পোড়ার কটোটা আনি নি, যেমন একদণ্ড তামাক পোড়া নইলে বাঁচিনে, তেমনি ক্রটোটা যেন আগে ভুলে এসেছি।

(আদুরীর প্রবেশ)

ও আদর, তামাক পোড়া কটোটা আন্‌না দিদি!

আদুরী। মুই য়্যাকন কনে খুঁজে মর্‌বো?

সৈরি। বান্নাঘরে রকে উঠতে ডানদিকে চালের বাতায় গোঁজা আছে।

আদুরী। তবে থামাত্তে মোইখান আনি, তা নইলি চালে ওঠব ক্যামন করে।

সর। বেশ বুঝেছে!

সৈরি। কেন, ওতো ঠাকুরুণের কথা বেশ বুঝতে পারে। তুই রক কারে বলে জানিস্ নে?

আদুরী। মুই ডান হতি গ্যালাম ক্যান্। মোগোর কপালের দোষ, গরীব লোকের মেয়ে যদি বুড়ো হল আর দাঁত পড়্‌লো তবেই সে ডান হয়ে ওট্‌লো। মাঠাকুরুণির বলব দিদি, মুই কি ডান হবার মত বুড়ো হইচি।

সৈরি। মরণ আর কি! (গাত্রোত্থাণ করিয়া) ছোট বউ বসিস্, আমি আস্‌চি, বিদ্যাসাগরের বেতাল শুন্‌ব।

(সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান)

আদুরী। সেই সাগর নাড়ের বিয়ে দেয়, ছ্যা!—নাকি দুটো দল হয়েচে। মুই আজাদের দলে।

সর। হ্যাঁ আদুরী, তোর ভাতার তোরে ভালবাস্‌তো?

আদুরী। ছোট হালদাণি, সে খ্যাসের কথা আর তুলিস্‌নে। মিন্‌সের মুখখান মনে পড়্‌লি আজ মোর পরাণডা ডুকরে ওটে। মোরে বড্ডি ভালবাসতো। মোরে বাউ দিতে চেয়েলো—

পুঁইচে কি এত ভারী রে প্রাণ, পুঁইচে কি এত ভারী।

মনের মত হলি পরে, বাউ পরাতে পারি॥

দ্যাখ দিদি খাটে কিনা—মোরে ঘুম্‌তি দিত না, ঝিমুলি বলতো "ও পরাণ ঘুমুলে?"

সর। তুই ভাতারের নাম ধরে ডাক্‌তিস?

আদুরী। ছি! ছি! ছি! ভাতার যে গুরুনোক, নাম ধত্তি আছে?

সর। তবে তুই কি বলে ডাক্‌তিস?

আদুরী। মুই বল্‌তাম, হ্যাদে ওয়ো শোনচো—

(সৈরিন্ধ্রীর পুনঃ প্রবেশ)

সৈরি। আবার পাগ্‌লিকে কে খ্যাপালে?

আদুরী। মোর মিন্‌সের কথা সুদুচ্ছেল তাই মুই বলতি নেগেচি।

সৈরি। (হাস্যবদনে) ছোট ব'য়ের মত পাগল আর দু'টি নাই, এত জিনিষ থাকতে আদুরীর ভাতারের গল্প ঘাঁটিয়ে শোনা হচ্ছে।

(রেবতী ও ক্ষেত্রমণির প্রবেশ)

আয়, ঘোষ দিদি আয়, তোকে আজ কদিন ডেকে পাঠাচ্চি, তা তোর আর বার হয় না। ছোট বউ এই নাও, তোমার ক্ষেত্রমণি এসেছে, আজ কদিন আমারে পাগল করেছে, বলে—দিদি, ঘোষেদের ক্ষেত্র শ্বশুরবাড়ী হতে এসেছে তা আমাদের বাড়ী এল না?

রেবতী। তা মোদের পত্তি এমনি কেরপা বটে। ক্ষেত্র, তোর কাকিমাদের পরণাম কর।

(ক্ষেত্রমণির প্রণাম)

সৈরি। জন্মায়তি হও, পাকা চুলে সিঁদুর পর, হাতের ন ক্ষয় যাক, ছেলে কোলে করে শ্বশুর বাড়ী যাও।

আদুরী। মোর কাছে ছোট হালদাণির মুখি খই ফুটত্তি থাকে, মেয়েডা গড় কল্লে, তা বাঁচা মোর কথাও কলে না।

সৈরি। বালাই সেটের বাছা।—আদুরী, যা ঠাকুরুণকে ডেকে আনগে। (আদুরীর প্রস্থান)

পোড়াকপালী কি বলিতে কি বলে তা কিছু বোঝেনা।—ক'মাস হলো?

রেবতী। ওকথা কি আজো দিদি পরকাশ করিচি। মোর যে ভাঙ্গা কপাল, সত্যি কি মিথ্যে তাই বা কেমন করে জানবো। তোমরা আপনার জন তাই বলি,—এই মাসের কড়া দিন গেলি চার মাসে পড়বে।

সর। আজো পেট বেরোই নি।

সৈরি। এই আরেক পাগল, আজো তিন মাস পূরি নি, ও এখনি পেট ডাগর হয়েছে কি না তাই দেখচে।

সর। ক্ষেত্র, ঝাপটা দেখে মোর ভাশুর খাপা হয়েলো, ঠাকুরুনিরি বল্লে ঝাপটা কাটা কস্‌বিদের আর বড় নোকের মেয়েগার সাজে? মুই শুনে নজ্জায় মরে গ্যালাম, সেই দিন ঝাপটা তুলে ফ্যাল্লাম।

সৈরি। ছোট বউ, যাও দিদি কাপড়গুনো তুলে আন গে, সন্ধ্যা হলো।

(আদুরীর পুনঃ প্রবেশ)

সর। (দাঁড়ায়ে) আয় আদুরী ছাদে গিয়ে কাপড় তুলি।

আদুরী; ছোট হালদার আগে বাড়ীই আসুক, হা হা হা। (সরলতার জিব কেটে প্রস্থান)

সৈরি। (সরোষে এবং হাস্যবদনে) দূর পোড়াকপালী, সকল কথাতেই তামাসা।—ঠাকুরুণ কইলো?

(সাবিত্রীর প্রবেশ)

এই যে এসেছেন।

সাবি। ঘোষবউ এইচিস, তোর মেয়ে এনেচিস বেশ করচিস—বিপিন আব্দার নিচ্ছিল, তাকে শান্ত করে বাইরে দিয়ে এলাম।

রেবতী। মাঠাকুরণ পরণাম করি।—ক্ষেত্র, তোর দিদিমারে পরণাম কর।

(ক্ষেত্রমণির প্রণাম)

সাবি। সুখে থাক, সাত বেটার মা হও—(নেপথ্যে কাশি)—বড় বউমা ঘরে যাও, বাবার বুঝি নিদ্রা ভেঙ্গেছে। আহা! বাছার কি সময়ে নাওয়া আছে, না সময়ে খাওয়া আছে, ভেবে ভেবে নবীন আমার পাতখানি হয়ে গিয়েছে—(নেপথ্যে 'আদুরী')—মা যাও গো, জল চাচ্চেন বুঝি।

সৈরি (জনান্তিকে আদুরীর প্রতি) আদুরী, দেখ তোরে ডাকচেন।

আদুরী। ডাকচেন মোরে কিন্তু চাচ্চেন তোমারে।

সৈরি। পোড়ার মুখ।—ঘোষদিদি, আর একদিন আসিস। (সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান)

রেবতী। মাঠাকুরুণ, আর তো এখানে কেউ নেই—মুইতো বড় আপদে পড়িচি, পদী ময়রাণী কাল মোদের বাড়ী এয়েলো—

সাবি। রাম! রাম! এ নচ্ছার বেটিকে কেউ বাড়ী আসতে দেয়—বেটির আর বাকী আছে কি, নাম লেখালেই হয়।

রেবতী। মা, তা মুই করবো কি, মোর তো আর ঘেরা বাড়ী নয়, মরদেরা ক্ষ্যাতে খামারে গেলি বাড়ী বল্লিই বা কি আর হাট বল্লিই বা কি,—গস্তানি বিটি বলে কি—মা মোর গাডা কাঁটা দিয়ে ওট্‌চে—বিটি বলে, ক্ষেন্তকে ছোট সাহেব ঘোড়া চেপে যাতি দেখে পাগল হয়েচে। আর তার সঙ্গে একবার কুটির কামরাঙ্গার ঘরে যাতি বলেচে।

আদুরী। থু! থু! থু! গোন্দো! প্যাঁজির গোন্দো! সাহেবের কাছে কি মোরা যাতি পারি, গোন্দে থু! থু! প্যাঁজির গোন্দো!—মুই তো আর বেরোব না, মুই সব সইতে পারি, প্যাঁজির গোন্দো সইতে পারিনে—থু! গোন্দো। প্যাঁজির গোন্দো।

রেবতী। মা, তা গরীবের ধর্ম কি ধর্ম নয়? বিটি বলে, টাকা দেবে ধানের জমি ছেড়ে দেবে, আর জামাইরি কর্ম করে দেবে; —পোড়া কপাল টাকার! ধর্ম কি বেচবার জিনিস, না এর দাম আছে। কি বলবো, বিটি সাহেবের নোক, তা নইলি মেরে নাতি দিয়ে মুখ ভেঙ্গে দিতাম। মেয়ে আমার অবাক হয়েচে,কাল থেকে ঝমকে ঝমকে ওটচে।

আদুরী। মাগো যে দাঁড়ি! কথা কয় যেন বোকা ছাগলে ক্যাবা মারে। দাঁড়ি প্যাঁজ না ছাড়লি মুই তো কখনই যাতি পারবো না; থু! থু! থু! গোন্দো, প্যাঁজির গোন্দো!

রেবতী। মা, সর্বনাশী বলে, যদি মোর সঙ্গে না পেটিয়ে দিস, তবে নেটেলা দিয়ে ধরে নিয়ে যাবে।

সাবি। মগের মুল্লুক আর কি! ইংরেজের রাজ্যে কেউ নাকি ঘর ভেঙ্গে মেয়ে কেড়ে নিতে পারে!

রেবতী। মা, চাষার ঘরে সব পারে। মেয়ে লোক ধরে মরদদের কয়েদ করে, নীল দাদনে এ কত্তি পারে, নজরে ধল্লি কত্তি পারে না? মা, জান, না, নয়দারা রাজিনামা দিতে চাইনি বলে ওদের মেজো বোউরি ঘর ভেঙ্গে ধরে নিয়ে গিয়েলো।

সাবি। কি অরাজক! সাধুকে এ কথা বলেছো?

রেবতী। না মা, সে য্যাকেই নীলের ঘায়ে পাগল, তাতে এ কথা শুনে কি আর রক্ষে রাখবে, রাগের মাথায় আপনার মাথায় আপনি কুড়ুল মেরে বসবে।

সাবি। আচ্ছা, আমি কর্তাকে দিয়ে এ কথা সাধুকে বলবো, তোমার কিছু বলবার আবশ্যক নেই—কি সর্বনাশ! নীলকর সাহেবেরা সব কত্তে পারে, তবে যে বলে সাহেবরা সুবিচার করে, আমার বিন্দু যে সাহেবদের কত ভাল বলে; তা এরা কি সাহেব, না না এরা সাহেবদের চণ্ডাল।

রেবতী। ময়রাণী বিটি আর এক কথা বলে গ্যালো, তা বুঝি বড় বাবু শুনিন নি—কি একটা নতুন হুকুম হয়েচে তাতে নাকি কুটেল সাহেবেরা মাচেরটক সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে যাকে তাকে ছ'মাস ম্যাদ দিতে পারে। তা কর্তা মশাইরি নাকি এই ফাঁদে ফ্যালবার পথ কচ্চে।

সাবি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) ভগবতীর মনে যদি তাই থাকে, হবে।

রেবতী। মা, কত কথা বলে গ্যালো, তা কি আমি বুঝতি পারি, নাকি এ ম্যাদের পিল হয় না—

আদুরী। ম্যাদের বুঝি পেটপোড়া খেবিয়েচে।

সাবি। আদুরী, তুই একটু চুপ কর বাছা।

রেবতী। কুটির বিবি এই মকদ্দমা পাকাবার জন্যি মাচেরটক সাহেবকে চিটি ন্যাকেচে, বিবির কথা হাকিম বড্ডো শোনে।

আদুরী। বিবিরে আমি দেখিচি, নজ্জা নেই সরমও নেই—জ্যালার হাকিম মাচেরটক সাহেব কত নাঙ্গাপাকড়ি তেরে নাল ফিরত্তি থাকে-মাগো নাম কল্লি প্যাটের মধ্যি হাত পা সেঁদোয়—এই সাহেবের সঙ্গি ঘোড়া চেপে ব্যাড়াত্তি এয়োলো। বউ মানুসি ঘোড়া চাপে—কেশের কাকী ঘরের ভাশুরির সঙ্গি হেসে কথা কয়েলো, তাই নোকে কত নজ্জা দেলে, এতো জ্যালার হাকিম।

সাবি। তুই আবাগি কোন্ দিন মজ্জাবি দেকচি—তা সন্ধ্যা হলো ঘোষবউ তোরা বাড়ী যা, দুর্গা আচেন।

রেবতী। যাই মা, আবার কলু-বাড়ী দিয়ে তেল নিয়ে যাব, তবে সাঁজ জলবে।

(রেবতী ও ক্ষেত্রমণির প্রস্থান)

সাবি। তোর কি সকল কথায় কথা না কইলে চলে না?

(সরলতার কাপড় মাথায় করিয়া প্রবেশ)

আদুরী। এই যে ধোপাবউ কাপড় নিয়ে আলেন। (সরলতার জিব কেটে কাপড় রাখন)

সাবি। ধোপাবউ কেন হতে গেল লো, আমার সোনার বউ, আমার রাজলক্ষ্মী।—(পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া) হ্যা গা মা, তুমি বই কি আর আমার কাপড় আনিবার মানুষ নাই, তুমি কি এক জায়গায় একদণ্ড স্থির হয়ে বসে থাকতে পার না; —এমন পাগলির পেটেও তোমার জন্ম হয়েছিল!—কাপড়ডার ফালা দিলে কেমন করে? তবে বোধকরি গায়েও ছড় গিয়েছে।—আহা! মার আমার রক্তকমলের মত রঙ, একটু ছড় লেগেচে যেন রক্তফুটে বেরোচ্চে। তুমি মা আর অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে অমন করে যাওয়া আসা করো না। (সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ)

সৈরি। আয়, ছোটবউ ঘাটে যাই।

সাবি। যাও মা, দুই জায়ে এই বেলা থাকতে গা ধুয়ে এস। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেগুনবেড়ের কুটির গুদামঘর

(তোরাপ ও আর চারিজন রাইয়ত উপবিষ্ট)

তোরাপ। ম্যারে ক্যান ফ্যালায় না, মুই নেমোখারামি কত্তি পারবো না,—ঝে বড় বাবুর জন্যি বাঁচেচে, ঝার হিল্লেয় বসতি কত্তি নেগেচি, ঝে বড় বাবু গোরু বাঁচিয়ে নে ব্যাড়াচ্চে, মিত্যে সাক্ষী দিয়ে সেই বড় বাবুর বাপকে কয়েদ করে দেব? মুই তো কখনই পারবো না,—জান কবুল।

প্রথম রাই। কুঁদির মুখি বাক্ থাকবে না। শ্যামচাঁদের ঠ্যালা বড় ঠ্যালা, মোদের চকি কি আর চামড়া নেই, মোরা বড় বাবুর নুন খাই নি। করবো কি, সাক্ষি না দিলে যে আস্ত রাখবে না। উট সাহেব মোর বুকি দেঁড়িয়ে উটলো,—দ্যাখ্ দিনি য়্যাকন তবাদি অক্ত ছোজানি দিয়ে পড়চে।—গোড়ার পা য্যান বল্‌দে গোরুর খুর।

দ্বিতীয়। প্যারেকের খোঁচা; —সাহেবেরা যে প্যারেক মারা জুতো পরে জানিস্ নে?

তোরাপ। (দন্ত কিড়মিড় করিয়া) দুত্তোর প্যারেকের মার প্যাট করে, নৌ দেখে গাডা যোর ঝাঁকি মেরে ওটচে। উঃ কি বলবো, সুমুন্দিরি য়্যাকবার ভাতারমারির মাঠে পাই এমনি থাপ্পোড় ঝাঁকি, সুমুন্দির চাবালিডে আসমানে উড়িয়ে দেই, ওর গ্যাডম্যাড করা হের ভেতর দে বার করি।

তৃতীয়। মুই টিকিরি,—জোন খাটে নাই। মুই কত্তা মশায়ের সলা শুনে নীল কল্লাম না, তবে বল্লি তো খাটরে না, তবে মোরে গুদোমে পোরলে ক্যান। তানার সেমনতনের দিন ঘুনিয়ে এসতেচে, ভেবেলাম এই হিড়িকি খাটে কিছু পুঁজি করবো, করে সেমনতনের সমে পাঁচ কুটুম্বুর খবর নেব, তা গুদোমে পাঁচ দিন পচতি নেগেচে ; আবার ঠ্যালবে সেই আন্দারবাদ।

দ্বিতীয়। আন্দারবাদে মুই য়্যাকবার গিয়েলাম,—ঐ যে ভাবনাপুরীর কুটি, যে কুটির সাহেবডারে সকলে ভাল বলে—ঐ সুমুন্দি মোরে য়্যাকবার ফোজদুরিতে ঠেললো। মুই সেবের কেচরির ভেতর অনেক তামাসা দেখলাম। ওরা! ন্যাজের কাছে বসে ম্যাচেরটক সাহেব যেই হ্যাল মেরেচে দুই সুমুদ্দি মোক্তার এমনি র র করে য়্যাসছে, হেড়োহেড়ি যে কত্তি নেগলো মুই ভাবলাম ময়নার মাটে সাদখাঁদোর ধলা চামড়া আর জমাদ্দারের বুদো এড়ের নড়ুই বেদ্‌লো।

তোরাপ। তোর দোষ পেয়েল কি ? ভাবনাপুরীর সাহেব তো মিছে হ্যাঙ্গামা করে না। সাচা কথা কবো, ঘোড়া চড়ে যাবো। সব সুমুন্দি যদি ঐ সুমুন্দির মত হতো তা হলি সুমুন্দিগার এত বদনাম নটতো না।

দ্বিতীয়। আল্লাদে যে আর বাঁচিনে গাঁ—

ভাল ভাল করে গ্যালাম কেলোর মার কাছে।
কেলোর মা বলে আমার জামার সঙ্গে আছে।

এধ্‌রে ও সুমুন্দির ইকসুল করা বেইরে গেচে, সুমুন্দির গুদোমতে সাতটা রেয়েত বেইরেছে। একটা নিচু ছেলে। সুমুন্দি গাই বাচুর গুদোমে ভরলে। সুমুন্দি যে ঘাটা মাস্তি নেগেছে, বাবা!

তোরাপ। সুমুন্দিরে ভাল মানুষ পালি খাতি আসে ম্যাচেরটক সাহেবডারে গাংপার করবার কোমেট কত্তি নেগেচে।

দ্বিতীয়। এ জেলার ম্যাচেরটকের না—ও জেলার, ম্যাচেরটকের দোষ পালে কি তাও তো বুঝতে পাচ্চিনে।

তোরাপ। কুটি খাতি যাই নি। হাকিমডেরে গাতবার জন্যি খানা পেকেয়েলো, হাকিমডে চোরা গরুর মত পেলিয়ে রলো, খাতি গেল না। ওডা বড় নোকের ছাবাল, নীলমামদোর বাড়ী যাবে ক্যান। মুই ওর অওেয়া পেইচি, এ সুমুন্দিরে বেলাতের ছোট নোক।

প্রথম। তবে এগোনের গারনাল সাহেব কুটি কুটি আইবুড়ো ভাত খেয়ে বেড়িয়েলো কেমন করে? দেখিস নি, সুমুন্দিরে গোঁট বেঁধে তানারে বর সেজিয়ে ওদের কুটিতে এনলো ?

দ্বিতীয়। তানারা বুঝি ভাগ চেল।

তোরাপ। ওরে না, লাট সাহেব কি নীলের ভাগ নিতি পারে। তিনি নাম কিনৃতি এয়েলেন। হালের গারনাল সাহেবডারে যদি খোদা বেচিয়ে রাকে মোরা প্যাটের ভাত করে খাতি পারবো, আর সুমুন্দির নীল মামদো ঘাড়ে চাপৃতি পারবে না—

তৃতীয়। (সভয়ে) মুই তবে মলাম, মামদো ভুতি পালি নাকি ঝক্ কেত্তে ছাড়ে না ? বই যে বলেলো।

তোরাপ। এ মান্নির ভাইরি আনেচে ক্যান ? মান্নির ভাই নচা কথা সেমোজ কত্তি পারে না। সাহেবগার ডরে লোক সব গাঁ ছাড়া হত্তি নেগলো। তাই বচোরদ্দি নানা নচে দিয়েলো—

"খ্যারাল চোকো হাঁদা হেমদো।
নীলকুটির নীল মেমদো॥"

বচোরদ্দি নানা কবি নচতি খুব।

দ্বিতীয়। নিতে আতাই একটা নচেচে, শুনিস নি?

"জাত মাল্লে পাদরী ধরে।
ভাত মাল্লে নীল বাদরে॥"

তোরাপ। এওল নচন নচেচে। "জাত মাল্লে" কি?

দ্বিতীয়। "জাত মাল্লে পাদরী ধরে।
ভাত মাল্লে নীল বাদরে।"

চতুর্থ। হা! মোর বাড়ীতে যে কি হতি নেগেচে তা কিছুই জানতি পাল্লাম না। মুই হলাম ভিন গাঁয়ের রেয়েত, মুই স্বরপুর আলাম কবে, তা বোস মশায় সলায় পড়ে দাদন ঝ্যাড়ে ক্যাল্লাম। মোর কোলের ছেলেডার গা তেতো করেলে, তাইতি বোস মশার কাছে মিছরি নিতি য়্যাকবার স্বরপুর স্নায়েলাম।—আহা! কি দঁয়ার শরীর, কি চেহারার চটক, কি অরপুরুষ রূপই দেখলাম বসে আচে য্যান গজেন্দ্রগামিনী।

তোরাপ। এবার ক কুড়ো চুকিয়েচ?

চতুর্থ। গেল বার দশ কুড়ো করেলাম, তার দাম দিতি আদখ্যাচড়া কল্লে এবারে পনর বিঘের দাদন গ্যাচয়েচে; ঝা বলচে তাই কচ্চি, তবুতো ব্যাত্রম কত্তি ছাড়ে না।

প্রথম। মুই দুই বচ্চোর ধরে লাঙ্গল দিয়ে এক বন্দ জমি তোল্লাম, এই বারো যো হয়েলো, তিনির জন্যিই জমিডি রেখেলাম, সেদিন ছোট সাহেব ঘোড়া চাপে আসে দেড়িয়ে থেকে জমিডের মার্গ মারালে। চাষার কি বাচন আছে।

তোরাপ। এডা কেবল আমিন সুমুন্দির হিরজিতি। সাহেব কি সব জমির খবর রাখে? ঐ সুমুন্দি সব ঢুড়ে বার করে দেয়। সুমুন্দি য্যান হন্নে কুকুরির মত ঘুরে বেড়ায়, ভাল জমিডে দ্যাখে, ওমনি সাহেবের মার্গ মারে। ট্যাকার কমিনি, ওরতো আর মহাজন কত্তি হয় না, সুমুন্দি তবে ওমন করে ক্যান, নীল করবি তা কর দামড়া গোরু কেন, লাঙ্গল বেনিয়ে নে, নিজি না চসতি পারিস, মেইন্দার রাখ, তোর জমির কমি কি, গাঁকে গাঁ কেন চসে ফ্যালনা, মোরা পাতা দিতি তো নারাজ নই তা হলে দু সনে বে ছেপিয়ে উটতি পারে। সুমুন্দি তা করবে না, মান্নির ভার রেয়েতের হেই বড় মিষ্টি নেগেচে, তাই চোসচেন—তাই চোসচেন। (নেপথ্যে = হো, হো, হো মা মা)—গাজিসাহেব গাজিসাহেব দরগা, তোরা আম নাম কর এডার মধ্যি ভূত আছে। চুপ দে চুপ দে—(নেপথ্যে। হা নীল! তুমি আমাদিগের সর্বনাশের জন্যই এদেশে এসেছিল!—আহা! এ যন্ত্রণা তো আর সহ্য হয় না, এ কান সারনের আর কত কুটি আছে না জানি, দেড় মাসের মধ্যে চৌদ্দ কুটির জল খেলাম, এখন কোন কুটিতে আছি তাওতো জানিতে পারলাম না। জানবই বা কেমন করে, রাত্রিযোগে চক্ষু বন্ধন করিয়া এক কুটি হইতে অন্য কুটি লইয়া যায়। উঃ!) মাগো তুমি কোথায়!)

তৃতীয়। আম, আম, আম, কালী, কালী, দুর্গা, গণেশ, অসুর!—

তোরাপ। চুপ চুপ।

(নেপথ্যে। আহা! পাঁচ বিঘা হারে দাদন লইলেই এ নরক হইতে ত্রাণ পাই, হে মাতুল! দাদন লওয়াই কর্তব্য। সংবাদ দিবার তো আর উপায় দেখিনে, প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে, কথা কহিবার শক্তি নাই; মাগো তোমার চরণ দেড় মাস দেখি নি।)

তৃতীয়। বউরি গিয়ে এ কথা বলবো—শুনলি তো, মরে ভূত হয়েচে তবু দাদনের হাত ছাড়তি পারি নি।

প্রথম। তুই মিনসে এমন হেবলো—

তোরাপ। অল মানুসির ছাবাল, মুই কথায় জানতি পেরেচি—পরেন চাচা, মোরে কাঁধে কত্তি পারিস, মুই ঝরকা দিয়ে ওরে পুছ করি, ওর বাড়ী কনে।

প্রথম। তুই যে নেড়ে।

তোরাপ। তবে তুই মোর কাঁধে উটে দ্যাক্—(বসিয়া) ওট—(কান্ধে উঠন) দ্যালে ধরিস, ঝরকার কাছে মুখ নিয়ে যা—(গোপীনাথকে দূরে দেখিয়া) চাচা লাব, শুপে সুমুন্দি আস্‌চে।

(প্রথম রাইতের ভূমিতে পতন)

(গোপীনাথ ও রামকান্ত হস্তে রোগ সাহেবের প্রবেশ)

তৃতীয়। দেওয়ানজি মশাই, এ ঘরডার মধ্যি ভূত আচে। এত বেলা কানতি নেগেলো।

গোপী। তুই যদি যেমন শিখাইয়া দেই তেমনি না বলিস্, তবে তুই ওমনি ভূত হবি। (জনান্তিকে রোগের প্রতি) মজুমদারের বিষয় এরা জানিয়েছে, এ কুটিতে আর রাখা নয়। ও ঘরে রাখাই অবিধি হইয়াছিল।

রোগ। ও কথা পরে শোনা যাবে। নারাজ আছে কে? কোন বজ্জাত নষ্ট? (পায়ের শব্দ)

গোপী। এরা সব দোরস্ত হয়েছে। এই নেড়েবেটা ভারী হারামজাদা, বলে নেমকহারামি করিতে পারিব না।

তোরাপ। (স্বগত) বাবারে! যে নাদনা, য্যাকন তো নাজি হই, ত্যাকন ঝা জানি তা করবো। (প্রকাশ্যে) দোই সাহেবের, মুইও সোদা হইচি।

রোগ। চপরাও, শুয়ারকি বাচ্চা। রামকান্ত বড় মিষ্টি আছে।

(রামকান্তাঘাত এবং পায়ের গুঁতো)

তোরাপ। আল্লা! মাগো গ্যালাম। মাগো গ্যালাম। পরাণে চাচা এট্টু জল দে, মুই পানি তিষেয় মলাম, বাবা, বাবা, বাবা!—

রোগ। তোর মুখে পেসাব করে দেবে না?

তোরাপ। মোরে ঝা বলবা তাই করবো—দোই সাহেবের, দোই সাহেবের, খোদার কসম।

রোগ। বাঞ্চোতের হারামজাদকি ছেড়েচে। আজ রাতে সব চালান দেবো। মুক্তিয়ারকে লেখ, সাক্ষ্য আদায় না হলে কেউ বাইরে যেতে না পায়। পেস্কার সঙ্গে যাবে—(তৃতীয় রাইয়তের প্রতি) রোতা হ্যায় কাহে? (পায়ের গুতা)।

তৃতীয়। বউ তুই কনে রে, মোরে খুন করে ফ্যাল্লালে, মা রে, বউরে,মারে, (ভূমিতে চিত হয়ে পতন)।

রোগ। বাঞ্চোত বাউরা হ্যায়।

(রোগের প্রস্থান)

গোপী। কেমন তোরাপ প্যাঁজ পয়জার দুই তো হলো।

তোরাপ। দেওয়ানজি মশাই, মোরে এট্টু পানি দিয়ে বাচাও, মুই মলাম।

গোপী। বাবা নীলের গুদাম, ভাবরার ঘর ঘামও ছোটে, জলও খাওয়ায়। আয় তোরা সকলে আয়, তোদের একবার জল খাইয়ে আনি।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিন্দুমাধবের শয়ন ঘর

(লিপি-হস্তে সরলতা উপবিষ্ট)

সর। সরলা-ললনা-জীবন এল না।
কমল-হৃদয়-দ্বিরদ দলন ৷৷

বড় আশায় নিরাশ হলেম। প্রাণেশ্বরের আগমন প্রতিক্ষায় নবসলিলশিকারাঙ্খিনী চাতকিনী অপেক্ষাও ব্যাকুল হয়েছিলাম! দিন গণনা করিতে ছিলাম, দিদি যে বলেছিলেন, তা তো মিথ্যা নয়, আমার এক এক দিন এক এক বৎসর গিয়েছে।—(দীর্ঘ নিশ্বাস) নাথের আসার আশা তো নির্ম্মূল হইল। এখন যে মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তাহাতে সফল হইলেই তাঁর জীবন সার্থক। প্রাণেশ্বর, আমাদের নারী কুলে জন্ম, আমরা পাঁচ বয়স্যায় একত্রে উদ্যানে যাইতে পারি না, আমরা নগর ভ্রমণে অক্ষম, আমাদিগের মঙ্গলসুচক-সভা-স্থাপন সম্ভবে না, আমাদের কলেজ নাই, কাছারী নাই; ব্রাহ্মসমাজ নাই—রমণীর মন কাতর হইলে বিনোদনের কিছু মাত্র উপায় নাই; মন অবোধ হইলে মনের তো দোষ দিতে পারি না। প্রাণনাথ আমাদের একমাত্র অবলম্বন, স্বামীই ধ্যান, স্বামীই জ্ঞান, স্বামীই অধ্যয়ন, স্বামীই উপার্জ্জন, স্বামীই সভা, স্বামীই সমাজ, স্বামীরত্নই সতীর সর্ব্বস্বধন। হে লিপি। তুমি আমার হৃদয়বল্লভের হস্ত হইতে আসিয়াছ, তোমাকে চুম্বন করি—(লিপি-চুম্বন)। তোমাতে আমার প্রাণকান্তের নাম লেখা আছে, তোমাকে তাপিত বক্ষে ধারণ করি,—(বক্ষে ধারণ) আহা! প্রাণনাথের কি অমৃত বচন, পত্রখানি যত পড়ি ততই মন মোহিত হয়। আর একবার পড়ি—(পড়ন)

"প্রাণের সরলা,

তোমার মুখরবিন্দ দেখিবার জন্য আমার প্রাণ যে কি পর্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে তাহা পত্রে ব্যক্ত করা যায় না। তোমার চন্দ্রানন বক্ষে ধারণ করিয়া আমি কি অনির্বচনীয় সুখ লাভ করি। মনে করেছিলাম সেই সুখের সময় আসিয়াছে, কিন্তু হরিষে বিষাদ। কলেজ বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু বড় বিপদে পড়িয়াছি। যদি পরমেশ্বরের আনুকুল্যে উত্তীর্ণ হইতে না পারি, তবে আর মুখ দেখাইতে পারিব না। নীলকর সাহেবেরা গোপনে গোপনে পিতার নামে এক মিথ্যা মকদ্দমা করিয়াছে। তাহাদের বিশেষ যত্নে তিনি কোনরূপে কারাবদ্ধ হন। দাদামহাসয়কে এ সংবাদ অনুপূর্বক লিখিয়া আমি এখানকার তদবিরে রহিলাম। তুমি কিছু ভাবনা করো না, করুণাময়ের কৃপায় অবশ্যই সফল হইব। প্রেয়সি, আমি তোমার বঙ্গ ভাষার সেক্সপেয়ারের কথা ভুলি নাই, এক্ষণে বাজারে পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রিয়বয়স্য বঙ্কিম তাঁহার কয়েক খান দিয়েছেন, বাড়ী যাইবার সময় লইয়া যাইব—বিধুমুখি! লেখাপড়ার সৃষ্টি কি সুখের আকর, এত দূরে থাকিয়াও তোমার সহিত কথা কহিতেছি। আহা মাতা ঠাকুরাণী যদি তোমার লিখনের আপত্তি না করিতেন, তবে তোমার লিপি-সুধা পান করে আমার চিত্তে-চকোর চরিতার্থ হইত। ইতি।

তোমার বিন্দুমাধব।"

আমারি—তাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। প্রাণেশ্বর, তোমার চরিত্রে যদি দোষ স্পর্শে, তবে সুচরিত্রের আদর্শ হবে কে?—আমি ভাবতঃ চঞ্চল, একস্থানে এক দণ্ড স্থির হয়ে বসিতে পারিনে বলে ঠাকুরুণ আমাকে পাগ্‌লির মেয়ে বলেন। এখন আমার সে চাঞ্চল্য কোথায়? যে স্থানে বসে প্রাণপতির পত্র খুলিয়াছি; সেই স্থানেই এক প্রহর বসে আছি। আমার উপরের চঞ্চলতা অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ভাত উথলিয়া ফেনাসমুহে আবৃত হইলে উপরিভাগ স্থিরহয়, কিন্তু ভিতরে ফুটিতে থাকে; আমি এখন সেইরূপ হইয়াছি। আর আমার সে হাস্যবদন নাই।

হাসি সুখের রমণী। সুখের বিনাশে হাসি সহমরণ—প্রাণনাথ, তুমি সফল হইলেই সকল রক্ষা, তোমার বিরস বদন দেখিলে আমি দশ দিক অন্ধকার দেখি।—হে অবোধ মন! তুমি প্রবোধ মানিবে না? তুমি প্রবোধ হইলে পার আছে, তোমার কান্না কেহ দেখিতে পায় না, কেহ শুনিতেও পায় না ; কিন্তু নয়নে, তুমিই আমাকে লজ্জা দিবে,—(চক্ষু মুছিয়া)—তুমি শান্ত না হইলে আমি ঘরের বাহিরে যেতে পারি নে—

(আদুরীর প্রবেশ)

আদুরী। তুমি কত্তি নেগেচো কি ? বড় হালদাণি যে ঘাটে যাতি পাচ্চে না ; বল্লে কি ঝার পানে চাই তানারি মুখ জ্বেল্লো হাড়ি।

সর। (দীর্ঘনিঃশ্বাস) চল যাই।

আদুরী। তেলে দেক্‌চি য়্যাকন হাত দেউনি? চুলগল্লাডা কাদা হতি নেগেচে, চিটিখান য়্যাকন্‌ ছাড় নি ?—ছোট হালদার য্যাত চিটিতি মোর নাম ন্যাকে দ্যায় ?

সর। বড় ঠাকুর নেয়েছেন ?

আদুরী। বড় হালদার যে গাঁয় গ্যাল, জ্যালায় যে মকদ্দমা হতি নেগেচে! তোমার চিটিতে ন্যাকি নি? কত্তামশায় যে কানতি নেগ্‌লো।

সর। (স্বগতঃ) প্রাণনাথ, সফল না হইলে যথার্থই মুখ দেখাইতে পারিবে না। (প্রকাশ্য) চল রান্না ঘরে গিয়ে তেল মাখি।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

স্বরপুর—তেমাথা পথ

(পদী ময়রাণীর প্রবেশ)

পদী। আমিন আঁটকুড়ির বেটাই তো দেশ মজাচ্চে। আমার কি সাধ, কচি কচি মেয়ে সাহেবেরে ধরে দিয়ে আপনা পায় আপনি কুড়াল মারি—রেয়ে যে খেটে এনেছিল, সাধুদাদা না ধরলিই জন্মের মত ভাত কাপড় দিত। আহা! ক্ষেত্রমণির মুখ দেখলে বুক ফেটে যায় ? উপপতি করিছি বলে কি আমার শরীরে দয়া নেই ; আমাকে দেখলে ময়রা পিসি, ময়রা পিসি বলে কাছে আসে। এমন সোনার হরিণ মা নাকি প্রাণ ধরে বাঘের মুখে দিতে পারে!—ছোট সাহেবের আর আগায় না, আমি রয়েচি, কলিবুনো রয়েচে,—মা গো কি ঘৃণা! টাকার জন্যে জাত-জন্ম গেলো, বুনোর বিছান ছুঁতে হলো। বড় সাহেব ড্যাকরা আমারে দ্যাকমার কয়েচে, বলে নাক কান কেটে দেবে। ড্যাকরার ভীমরতি হয়েচে। ভাতারখাগির ভাতার মেয়েমানুষ ধরে গুদোমে রাখতে পারে, মেয়ে মানুষের পাছায় নাতি মারতে পারে, ড্যাকরার সে রকম তো একদিন দেখলাম না। যাই আমিন কালামুখরে বলিগে আমারে দিয়ে হবে না। আমার কি গাঁয় বেরোবার যো আছে, পাড়ার ছেলে আঁটকুড়ির বেটারা আমারে দেখলে যেন কাকের পিছনে ফিঙ্গে লাগে— (নেপথ্যে-গীত)

যখন ক্ষ্যাতে ক্ষ্যাতে বসে ধান কাটি।
মোর মনে জাগে ও তার নয়ান দুটি ॥

(একজন রাখালের প্রবেশ)

রাখাল। সাহেব, তোমার নীলির চারায় নাকি পোক ধরেচে ?

পদী। তোর মা বোনেরগো ধরুক, আঁটকুড়ি বেটা, মার কোল ছেড়ে যমের বাড়ি যাও, কল্‌মিঘাটায় যাও—

রাখাল। মুই দুটো নিড়িন গড়াক্তি দেইচি—

(একজন লাঠিয়ালের প্রবেশ)

বাবারে! কুটির নেটেলা— (রাখালের বেগে পলায়ন)

লাঠিয়াল। পদ্মমুখি, মিশি মাগ্‌গি করে তুল্লে যে।

পদী। (লাঠিয়ালের গোটের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) তোর চন্দরহারের যে বাহার ভারি।

লাঠি। জান না প্রাণ, প্যায়াদার পোশাক, আর নটির বেশ।

পদী। তোর কাছে একটা কাল বক্‌না চেয়েছিলুম, তা তুই আজও দিলি নে। আর কখন তো ভাই তোর কাছে কিছুই চাব না।

লাঠি। পদ্মমুখী, রাগ করিসনে। আমরা কাল শ্যামনগরে লুটতে যাব, যদি কাল্ কালো বক্‌না পাই, দেখবি সে তোর গোয়াল ঘরে বাঁধা রয়েচে।

(লাঠিয়ালের প্রস্থান)

পদী। সাহেবের লুট বই আর কাজ নাই। কমিয়ে জমিয়ে দিলে চাষারাও বাঁচে, তোদেরও নীল হয়। শ্যামনগরের মুন্সীর দশ খাম জমি ছাড়াবার জন্যে কত মিনতি কল্লে। "চোর না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" বড় সাহেব পোড়ারমুখো পোড়ার মুখ পুড়িয়ে বসে রলো।

(চারিজন পাঠশালার শিশুর প্রবেশ)

চারিজন শিশু। (পাততাড়ি রেখে করতালি দিয়া)

ময়রাণী লো সই! নীল গেঁজোছো কই।
ময়রাণী লো সই! নীল গেঁজোছো কই।
ময়রাণী লো সই! নীল গেঁজোছো কই।
ময়রাণী লো সই! নীল গেঁজেছো কই।

পদী। ছি বাবা কেশব, পিসি হই, এমন কথা বলে না—

চারিজন শিশু। (নৃত্য করিয়া)

ময়রাণী লো সই নীল গেঁজোছো কই?

পদী। ছি দাদা অম্বিকে, ওকথা বলতে নেই—

চারিজন শিশু। (পদী ময়রাণীকে ঘুরে নৃত্য)

ময়রাণী লো সই নীল গেঁজোছো কই।
ময়রাণী লো সই নীল গেঁজোছো কই।
ময়রাণী লো সই নীল গেঁজোছো কই।

(নবীন মাধবের প্রবেশ)

পদী। ওমা কি লজ্জা! বড় বাবুকে মুখখান দেখালাম। (ঘোমটা দিয়া পদীর প্রস্থান)

নবীন। 'দুরাচারিণী' পাপীয়সী। (শিশুদের প্রতি) তোমরা পথে খেলা করিতেছ, বাড়ী যাও অনেক বেলা হইয়াছে। (চারিজন শিশুর প্রস্থান)

আহা, নীলের দৌরাত্ম্য যদি রহিত হয়, তবে আমি পাঁচ দিবসের মধ্যে এই সকল বালকদের পাঠের স্কুল স্থাপন করিয়া দিতে পারি। এ প্রদেশের ইন্‌স্পেক্টর বাবুটি অতি সজ্জন। বিদ্যা জন্মিলে মানুষ কি সুশীল হয়। বাবুজী বয়সে নবীন বটেন, কিন্তু কথায় বিলক্ষণ প্রবীণ। বাবুজীর নিতান্ত মানস, এখানে একটি স্কুল স্থাপন হয়। আমি এ মাঙ্গলিক ব্যাপারে অর্থ ব্যয় করিতে কাতর নই, আমার বড় আটচালা পরিপাটি বিদ্যামন্দির হইতে পারে ; দেশের বালকগণ আমার গৃহে বসিয়া বিদ্যার্জ্জন করে, এর অপেক্ষা আর সুখ কি? অর্থের ও পরিশ্রমের স্বার্থকতাই

এই। বিন্দুমাধব ইন্‌স্পেক্টর বাবুকে সমভিব্যবারে আনিয়াছিল, বিন্দুমাধবের ইচ্ছা, গ্রামের সকলেই স্কুল স্থাপনে সমোদ্যোগী। কিন্তু গ্রামের দুর্দ্দশা দেখে ভায়ার মনের কথা মনেই রহিল। বিন্দু আমার কি ধীর, কি শান্ত, কি সুশীল, কি বিজ্ঞ। অল্প বয়সের বিজ্ঞতা চারাগাছের ফলের ন্যায় মনোহর। ভায়া লিপিতে যে খেদোক্তি করিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে পাষাণ ভেদ হয়, নীলকরেরও অন্তকরণ আর্দ্র হয়। বাড়ী যাইতে পা উঠে না, উপায় আর কিছু দেখি নে, পাঁচজনের একজনও হস্তগত করিতে পরিলাম না, তাহাদের কোথায় লইয়া গিয়াছে কেহই বলিতে পারে না। তোরাপ বোধ করি কখনই মিথ্যা বলিবে না। অপর চারিজন সাক্ষ্য দিলেই সর্ব্বনাশ ; বিশেষ আমি এ পর্য্যন্ত কোন যোগাড় করিতে পারি নাই, তাহাতে আবার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উড সাহেবের পরম বন্ধু।

(একজন রাইয়ত, দুইজন ফৌজদারীর পেয়াদা
এবং কুটির তাইদগিরের প্রবেশ)

রাইয়ত। বড় বাবু, মোর ছেলে দুটোরে দেখো, তাদের খাওয়াবার আর কেউ নেই। গেল সন আট গাড়ী নীল দিলাম, তার একটা পয়সা দেল না, আমার বকেয়া বাকি বলে হাতে দড়ি দিয়েচে। আবার জান্দারবাদ নিয়ে যাবে—

তাইদ। নীলের দাদন ধোপার ভ্যালা, একবার লাগলে আর উটে না।—তুই বেটা চল, দেওয়ানজির কাছে দিয়ে হোয়ে যেতি হবে। তোর বড় বাবুরও এমনি হবে।

রাইয়ত। চল্ যাব ভয় করিনে, জেলে পচে মরবো তবু গোড়ায় নীল করবো না।—হা বিদেতা, হাঁ বিদেতা, কাঙ্গালেরে কেউ দেখে না—(ক্রন্দন) বড়বাবু, মোর ছেলে দুটোরে খাতি দিও গো, মোরে মাটেত্তে ধরে আনলে, তাদের একবার দ্যাক্‌তি পালাম না।

(নবীনমাধব ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

নবীন। কি অবিচার! নবপ্রসূত শশারু কিরাতের করগত হইলে তাহার শাবকগণ যেমন অনাহারে শুষ্ক হইয়া মরে, সেইরূপ এই রাইয়তের বালকদ্বয় অন্নাভাবে মরিবে।

(রাইচরণের প্রবেশ)

রাই। দাদা না বল্লিই গোড়ার মেয়ের দম ঠাসা করেলাম, মেরে তো ফ্যালতাম, ত্যাকন না হয় ছমাস ফাঁসি য্যাতাম,—শালী—

নবীন। ও রাইচরণ, কোথায় যাস ?

রাই। মাঠাকুরুন পুটুঠাককুরকে ডেকে আন্‌তি বল্লে। পদী গুডি বল্লে তলপের প্যায়াদা কাল আসবে। (রাইচরণের প্রস্থান)

নবীন। হা বিধাতঃ! এ বংশে কখন যা না হইয়াছিল, তাই ঘটিল। পিতা আমার অতি নিরীহ, অতি সরল, অতি অকপট-চিত্ত, বিবাদ বিসম্বাদ কারে বলে জানে না, কখন গ্রামের বাহির হন না, ফৌজদারীর নামে কম্পিত হন। লিপি পাঠ করে চক্ষের জল ফেলিয়াছেন ; ইন্দ্রাবাদে যাইতে হইলে ক্ষিপ্ত হইবেন, কয়েদ হলে জলে ঝাপ দিবেন। হা! আমি জীবিত থাকিলে পিতার এই দুর্গতি হবে। মাতা আমার পিতার ন্যায় ভীতা নন, তাঁহার সাহস আছে, তিনি একেবারে হতাশ হন না, তিনি একাগ্রচিত্তে ভগবতীকে ডাকিতেছেন। কুরঙ্গনয়না আমার দাবাগ্নির কুরঙ্গিনী হয়েছেন, ভয়ে ভাবনায় পাগলিনী প্রায়, নীলকুটির গুদামে তাঁর পিতার পঞ্চত্ব হয়, তাঁর সতত চিন্তা, পাছে পতির সেই গতি ঘটে। আমি কত দিকে সান্ত্বনা করিব। সপরিবারে পলায়ন করা কি বিধি ?—না পরোপকার পরম ধর্ম্ম, সহসা পরান্মুখ হব না—শ্যামনগরের কোন উপকার করিতে পারিলাম না। চেষ্টার অসাধ্য ক্রিয়া কি ? দেখি, কি করিতে পারি—

(দুইজন অধ্যাপকের প্রবেশ)

প্রথম। ওহে বাপু, গোলকচন্দ্র বসুর ভবন এই পল্লীতে বটে? পিতৃব্যের প্রমুখাৎ শ্রুত আছি, বসুজ বড় সাধু ব্যক্তি, কায়স্থকুলতিলক।

নবীন। (প্রণিপাত করিয়া) ঠাকুর, আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র।

প্রথম। বটে, বটে, আহা হা, সাধু, সাধু, এবং বিধ সুসন্তান সাধারণ পুণ্যের ফল নয় ; যেমন বংশ—

"অস্মিন্ত্বে নির্গুণং গোত্রে নাপত্যনুপজায়তে।
আকরে পদ্মরাগানাং জন্ম কাচমণেঃ কতঃ॥

শাস্ত্রের বচন ব্যর্থ হয় না।—তর্কালঙ্কার ভায়া, শ্লোকটা প্রণিধান করিলে না ?—হঃ, হঃ, (নস্যগ্রহণ)।

দ্বিতীয়। আমরা সৌগন্ধার অরবিন্দ বাবুর আহুত, অদ্য গোলকচন্দ্রের আলয়ে অবস্থান, তোমাদিগের চরিতার্থ করিব।

নবীন। পরম সৌভাগ্যের বিষয়, এই পথে চলুন।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেগুনবেড়ের কুটির দপ্তরখানার সম্মুখ

(গোপীনাথ ও একজন খালাসীর প্রবেশ)

গোপী। তোদের ভাগে কম না পড়িলে তো আমার কানে কোন কথা তুলিস নে।

খালাসী। ও গুলো কি য়্যাকা খ্যায়ে হজোম করা যায়? মুই বল্লাম যদি খাবা তবে দেওয়ানজিরি দিয়ে খাও, তা বল্লে, "তোর দেওয়ানের মুরদ বড়, এ ত আর সে ক্যাওটের পুত নয়, যে সাহেবের বাঁদর খেলিয়ে নে বেড়াবে।"

গোপী। আচ্ছা তুই এখন যা, কায়েত বাচ্চা কেমন মুগুর তা আমি দেখাব।

(খালাসীর প্রস্থান)

ছোট সাহেবের জোরে ব্যাটার এত জোর। বোনাই যদি মনিব হয়, তবে কর্ম্ম করিতে বড় সুখ। ও কথাও বলবো ; বড় সাহেব ও কথায় আগুন হয় ; কিন্তু ব্যাটা আমার উপর ভারী চটা, আমারে কথায় কথায় শ্যামচাঁদ দেখায় ; সেদিন মোজা সহিত লাতি মারলে। কয়েকদিন কিছু ভাল ভাব দেখিতেছি। গোলকবোসের তলব হওয়া অবধি আমার প্রতি সদয় হইয়াছে। লোকের সর্ব্বনাশ করিতে পারিলেই সাহেবের কাছে পটু হওয়া যায়। "শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ।"—উডকে দর্শন করিয়া) এই যে আসিতেছে, বোসেদের কথা বলিয়া অগ্রে মন নরম করি।

(উডের প্রবেশ)

ধর্ম্মাবতার, নবীনবোসের চক্ষে এইবার জল বাহির হইয়াছে। বেটার এমন শান কিছুতেই হয় না। বেটার বাগান বাহির করিয়া লওয়া গিয়াছে, গাতি গদাই পোদকে পাট্টা করিয়া দেওয়া গিয়াছে, আবাদ এক প্রকার রহিত করা গিয়াছে, বেটার গোলা সব খালি পড়িয়া রহিয়াছে, বেটাকে দুইবার ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করা গিয়াছে ; এত ক্লেশেও খাড়া ছিল, এইবার একেবারে পতন হইয়াছে।

উড। শালা, শ্যামনগরে কিছু কত্তে পারি নি।

গোপী। হুজুর মুন্সীরে ওর কাছে এসেছিল তা বেটা বল্লে, "আমার মন স্থির নাই, পিতার ক্রন্দনে অঙ্গ অবশ হইয়াছে, আমারে ঘোল বলাইয়াছে" নবীনবোসের দুর্গতি দেখে শ্যামনগরের সাত আট ঘর প্রজা ফেরার হইয়াছে, আর সকলে হুজুরে যেমন হুকুম দিয়াছেন তেমনি করিতেছে।

উড। তুমি আচ্ছা দেওয়ান আছে ভাল মতলব বার করেছিলে।

গোপী। আমি জানতাম গোলকবোস বড় ভীত মানুষ, ফৌজদারীতে যাইতে হইলে পাগল হইবে। নবীনবোসের যেমন পিতৃভক্তি তাহা হইলে বেটা কাজে কাজেই শাসিত হইবে ; এই জন্য বুড়োকে আসামী করতে বল্লাম। হুজুর যে কৌশল বাহির করিয়াছেন তাহাও মন্দ নয়, বেটার পুষ্করিণীর পাড়ে চাষ দেওয়া হইয়াছে, উহার অন্তঃকরণে সাপের ডিম পড়িয়াছে।

উড। এক পাথরে দুই পক্ষী মরিল, দশ বিঘা নীল হইল, বাঞ্চতের মনে দুঃখ হইল। শালা বড় কাঁদাকাটি করেছিল, বলে পুকুরে নীল হইলে আমার বাস উঠিবে। আমি জবাব দিয়াছি, ভিটা জমিতে নীল বড় ভাল হয়।

গোপী। ঐ জবাব পেয়ে বেটা নালিশ করিয়াছে।

উড। মোকদ্দমায় কিছু হইবে না, এ ম্যাজিষ্ট্রেট বড় ভাল লোক আছে। দেওয়ানী করলেও পাঁচ বছোরে মোকদ্দমা শেষ হোবে না। ম্যাজিষ্ট্রেট আমার বড় দোস্ত। দেখ, তোমার সাক্ষী মাতোব্বর করে নতুন আইনে চার বজ্জাতকে ফাটক দিয়াছে ; এই আইনটা শ্যামচাঁদের দাদা হইয়াছে।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, নবীন বোস ঐ চারিজন রাইয়তের ফসল লোকসান হবে বলিয়া আপনার লাঙ্গল গোরু মাইন্দার দিয়া তাহাদের জমি চসিয়া দিতেছে এবং উহাদিগের পরিবারদিগের যাহাতে ক্লেশ না হয়,তাহারি চেষ্টা করিতেছে।

উড। শালা দাদনের জমি চসিতে হইলে বলে আমার লাঙ্গল গোরু কমে গিয়াছে ; বাঞ্চত বড় বজ্জাত, আচ্ছা জব্দ হইয়াছে। দেওয়ান, তুমি আচ্ছা কাম করিয়াছ, তোমসে বেহেতো চলেগা।

গোপী। ধর্ম্মাবতারের অনুগ্রহ। আমার মানস বৎসর দাদন বৃদ্ধি করি ; এ কর্ম্ম একা করিবার নয়, ইহাতে বিশ্বাসী আমিন খালাসী আবশ্যক করে, যে ব্যক্তি দুটাকার জন্য হুজুরের তিন বিঘা নীল লোক্সান করে তার দ্বারা কর্ম্মের উন্নতি হয় ?

উড। আমি সমজিয়াছি, আমিন শালা গোলমাল করিয়াছে।

গোপী। হুজুর, চন্দ্র গোলদারের এখানে নতুন বাস, দাদন কিছু রাখে না। আমিন উহার উঠানে রীতিমত এক টাকা দাদন বলিয়া ফেলিয়া দেয়। টাকাটি ফেরত দিবার জন্যে অনেক কাঁদাকাটি করে, এবং মিনতি করিতে করিতে রথতলা পর্য্যন্ত আমিনের সঙ্গে আইসে, রথতলায় নীলকণ্ঠ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হয় যিনি কলেজ হতে একেবারে উকিল হইয়া বাহির হইয়াছে।

উড। আমি ওকে জানি, ঐ বাঞ্চৎ আমার কথা খবরের কাগজে লিখিয়া দেয়।

গোপী। আপনাদের কাগজের কাছে উহাদের কাগজ দাঁড়াইতে পারে না, তুলনা হয় না, ঢাকাই জালার কাছে ঠাণ্ডাজলের কুঁজো। কিন্তু সংবাদপত্রটি হস্তগত করিতে হুজুরদিগের অনেক ব্যয় হইয়াছে, যেমন সময়,—

"সময়গুণে আপ্তপর।
খোঁড়া গাধা ঘোড়ার দর ॥"

উড। নীলকণ্ঠ কি করিল ?

গোপী। নীলকণ্ঠ বাবু আমিনকে অনেক ভর্ৎসনা করেন। আমিন তাহাতে লজ্জিত হইয়া গোলদারের বাড়ী ফিরিয়া গিয়া দুই টাকার সহিত দাদনের টাকাটি ফেরৎ লইয়া আসিয়াছে। চন্দ্র গোলদার সাত্তান, তিন চার বিঘা নীল অনায়াসে দিতে পারিত। আর এই কি চাকরের কাজ? আমি দেওয়ানি আমিনি দুই করিতে পারি, তবেই এ নিমকহারামী রহিত হয়।

উড। বড় বজ্জাতি, সাফ নেমকহারামী।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, বেয়াদবি মাফ হয়—আমিন আপনার ভগিনীকে ছোট সাহেবের কামরায় আনিয়াছিল।

উড। হাঁ, হাঁ, আমি জানি, ঐ বাঞ্চৎ আর পডী ময়রাণী ছোট সাহেবকে খারাপ করিয়াছে। বজ্জাৎকো হাম জরুর শেখলায়েঙ্গে। বাঞ্চৎ-কো হামারা বাট্‌নেকা ঘরমে ভেজ দেও।

(উডের প্রস্থান)

গোপী। দেখ দেখি বাবা, কার হাতে বাঁদর ভাল খেলে। কায়েত ধূর্ত আর কাক ধূর্ত—

ঠেকিয়াছ এইবার কায়েতের দ্যায়
বোনাই বাবার বাবা হার মেনে যায়॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবীনমাধবের শয়নঘর

(নবীনমাধব এবং সৈরিন্ধ্রী আসীন)

সৈরি। প্রাণনাথ, অলঙ্কার আগে না শ্বশুর আগে; তুমি যে জন্যে দিবানিশি ভ্রমণ করে বেড়াইতেছ, যে জন্যে তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছ, যে জন্যে তোমার চক্ষু হইতে অবিরল জলধারা পড়িতেছে, যে জন্যে তোমার প্রফুল্ল বদন বিষণ্ণ হইয়াছে, যে জন্যে তোমার শিরঃপীড়া জন্মিয়াছে, হে নাথ। আমি সেই জন্যে অকিঞ্চিৎকর আভরণ দিতে পারিনে?

নবীন। প্রেয়সী, তুমি অনায়াসে দিতে পার; কিন্তু আমি কোন্‌মুখে লই? কামিনীকে অলঙ্কার বিভূষিতা করিতে পতির কত কষ্ট; বেগবতী নদীতে সন্তরণ, ভীষণ সমুদ্রে নিমজ্জন, যুদ্ধে প্রবেশ, পর্ব্বতে আরোহণ; অরণ্যে বাস, ব্যাঘ্রের মুখে গমন—পতি এত ক্লেশে পত্নীকে ভূষিতা করে; আমি কি এমন মূঢ়, সেই পত্নীর ভূষণ হরণ করিব? পঙ্কজনয়নে, অপেক্ষা কর। আজ দেখি, যদি নিতান্তই টাকার সুযোগ করিতে না পারি তবে কল্য তোমার অলঙ্কার গ্রহণ করিব।

সৈরি। হৃদয়বল্লভ, আমাদের অতি দুঃসময়, এখন কে তোমাকে পাঁচশত টাকা বিশ্বাস করে ধার দেবে? আমি পুনর্ব্বার মিনতি করিতেছি আমার আর ছোট বোয়ের গহনা পোদ্দারের বাড়ীতে রেখে টাকার যোগাড় কর; তোমার ক্লেশ দেখে সোনার কমল ছোট বউ আমার মলিন হইছে।

নবীন। আহা। বিধুমুখী, কি নিদারুণ কথাই বলিলে, আমার অন্তকরণে যেন অগ্নিবাণ প্রবেশ করিল। বধূমাতা আমার বালিকা, উত্তম বসন, উত্তম অলঙ্কারেই তাঁহার আমোদ; তার জ্ঞান কি, তিনি সংসারের বার্ত্তা কি বুঝেছেন; কৌতুকচ্ছলে বিপিনের গলার হার কেড়ে লইলে বিপিনা যেমন ক্রন্দন করে, বধূমাতার অলঙ্কার লইলে তেমনি রোদন করবেন। হা ঈশ্বর। আমাকে কাপুরুষ করিলে। আমি এমন নির্দ্দয় দস্যু হইলাম। আমি বালিকাকে বঞ্চিত করিব? জীবন থাকিতে হইবে না।—নরাধম নিষ্ঠুর নীলকরেও এমন কর্ম্ম করিতে পারে না। প্রণয়িনি, এমন কথা আর মুখে আনিও না।

সৈরি। জীবনকান্ত, আমি যে কষ্টে ও নিদারুণ কথা বলিয়াছি, তাহা আমিই জানি আর সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরই জানেন। ও অগ্নিবাণ, তাহার সন্দেহ কি অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করেছে, জিহ্বা দগ্ধ করেছে, পরে ওষ্ঠ ভেদ করে তোমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়াছে। তোমার পাগলের ন্যায় যন্ত্রণাতেই ছোট বোয়ের গহনা লইতে বলিয়াছি। তোমার পাগলের ন্যায় ভ্রমণ, শ্বশুরের ক্রন্দন, শ্বাশুড়ীর দীর্ঘনিশ্বাস, ছোট বোয়ের বিরস বদন, জ্ঞাতি বান্ধবের হেঁটমুখ, রাইয়ত জনের হাহাকার,—এ সকল দেখে কি আমোদ আনন্দ মনে আছে? কোনরূপে উদ্ধার হইতে পারিলে সকলের রক্ষা। হে নাথ, বিপিনের গহনা দিতেও আমার যে কষ্ট ছোট বোয়ের গহনা দিতেও সেই কষ্ট। কিন্তু ছোট বোয়ের গহনা দেওয়ার পূর্বে বিপিনের গহনা দিলে ছোট বোয়ের প্রতি আমার নিষ্ঠুরাচরণ করা হয়, ছোট বউ ভাবিতে পারে, দিদি বুঝি আমার পর ভাবিলেন। আমি কি এমন কাজ করে তার সরল মনে ব্যথা দিতে পারি? একি মাতাতুল্য বড় জায়ের কাজ?

নবীন। প্রণয়িনি, তোমার অন্তঃকরণ অতি বিমল, তোমার মত সরল নারী নারীকুলে দুটি নাই।—আহা! আমার এমন সংসার এমন হইল। আমি কি ছিলাম কি হলাম। আমার সাতশত টাকা মুনাফার গাঁতি, আমার পনর গোলা ধান, ষোল বিঘায় বাগান, আমার কুড়িখান লাঙ্গল, পঞ্চাশজন মাইন্দার; —পূজার সময় কি সমারোহ, লোকে বাড়ী পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মণভোজন কাঙ্গালিকে অন্নবিতরণ, আত্মীয়গণের আহার, বৈষ্ণবের গান, আমোদজনক যাত্রা—আমি কত অর্থ ব্যয় করিয়াছি, পাত্রবিবেচনায় একশত টাকা দান করিয়াছি। আহা। এমন ঐশ্বর্যশালী হইয়া এখন আমি স্ত্রী, ভ্রাতৃবধূর অলঙ্কার হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কি বিড়ম্বনা। পরমেশ্বর তুমিই দিয়াছিলে, তুমিই লইয়াছ,—আক্ষেপ কি?

সৈরিন্ধ্রী। প্রাণনাথ, তোমাকে কাতর দেখিলে আমার প্রাণ কাঁদিতে থাকে।—(সজলনেত্রে) আমার কপালে এত যাতনা ছিল, প্রাণকান্তের এত দুর্গতি দেখিতে হলো!—আর বাধা দিও না—(তাবিজ খুলন)।

নবীন। তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। (চক্ষের জল মোচন করিয়া) চুপ কর, শশিমুখি, চুপ কর,—(হস্ত ধরিয়া) রাখ আর একদিন দেখি।

সৈরিন্ধ্রী। প্রাণনাথ, উপায় কি? আমি যা বলিতেছি তাই কর, কপালে থাকে অনেক গহনা হবে।—(নেপথ্যে হাঁচি)—সত্যি সত্যি আদুরী আসছে।

(দুইখানা লিপি লইয়া আদুরীর প্রবেশ)

আদুরী। চিটি দুখান কত্তে আসেচে মুই কত্তি পারিনে, মাঠাকুরুণ তোমার হাতে দিতে বল্লে। (লিপি দিয়া আদুরীর প্রস্থান)

নবীন। তোমার গহনা লইতে হয় না হয় দুই লিপিতে জানিতে পারিব,—(প্রথম লিপি খুলন)

সৈরিন্ধ্রী। চেঁচিয়ে পড়।

নবীন। (লিপি পাঠ)।

"রোকায় আশীর্ব্বাদ জানিবেন—

আপনার টাকা দেওয়া প্রত্যুপকার করা মাত্র, কিন্তু আমার মাতাঠাকুরাণীর গতকল্য গঙ্গালাভ হইয়াছে, তদাকৃত্যের দিন সংক্ষেপে, এ সংবাদ মহাশয়কে কল্যই লিখিয়াছি।—তামাক অদ্যাপি বিক্রয় হয় নাই। ইতি। শ্রীঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়।"

কি দুর্দ্দৈব! মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধে আমার এই কি উপকার।—দেখি, তুমি কি অস্ত্রধারণ করিয়া আসিয়াছ—(দ্বিতীয় লিপি খুলন)

সৈরিন্ধ্রী। প্রাণনাথ আশা করে নিরাশ হওয়া বড় ক্লেশ ; ও চিটি ওমনি থাক্।

নবীন। (লিপিপাঠ)

"প্রতিপাল্য শ্রীগোকুলকৃষ্ণ পলিতস্য বিনয়পূর্ব্বক নমস্কার নিবেদনঞ্চ বিশেষ। মহাশয়ের মঙ্গলে নিজ মঙ্গল পরং লিপি প্রাপ্তে সমাচার অবগত হইলাম। আমি তিন শত টাকার যোগাড় করিয়াছি, কল্য সমভিব্যহারে নিকট পৌছিব, বক্রী একশত টাকা আগামী মাসে পরিশোধ করিব। মহাশয় যে উপকার করিয়াছেন, আমি কিঞ্চিৎ শোধ দিতে ইচ্ছা করি। ইতি।"

সৈরি। পরমেশ্বর বুঝি মুখ তুলে চাইলেন।—যাই আমি ছোট বউকে বলিগে।

(সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান)

নবীন। (স্বগত) প্রাণ আমার সারল্যের পুত্তলিকা।—এ ত ভীষণ প্রবাহে তৃণমাত্র ; এই অবলম্বন করিয়া পিতাকে ইন্দ্রাবাদে লইয়া যাই, পরে অদৃষ্টে যাহা থাকে তাই হবে। দেড়শত টাকা হাতে আছে—,তামাক কয়েকখান আর এক মাস রাখিলে পাঁচশত টাকায় বিক্রয় হইতে পারে, তা কি করি সাড়ে তিনশত টাকাতেই ছাড়িতে হইল, মামলা খরচ অনেক লাগিবে, যাওয়া আসাতে বিস্তর ব্যয়। এমন মিথ্যা মোকদ্দমায় যদি মেয়াদ হয়, তবে বুঝিলাম যে এদেশের প্রলয় উপস্থিত। কি নিষ্ঠুর আইন প্রচার হইয়াছে। আইনের দোষ কি ? যাহাদের হস্তে আইন অর্পিত হইয়াছে, তাহারা যদি নিরপেক্ষ হয়, তবে কি দেশের সর্ব্বনাশ ঘটে ? আহা! এই আইনে কত ব্যক্তি বিনাপরাধে কারাগারে ক্রন্দন করিতেছে। তাহাদের স্ত্রী-পুত্রের দুঃখ দেখিলে বক্ষঃ বিদীর্ণ হয়, উনানের হাড়ি উনানেই রহিয়াছে ; উঠানের ধান উঠানেই শুকাইতেছে ; গোয়ালের গোরু গোয়ালেই রহিয়াছে ; ক্ষেতের চাষ সম্পূর্ণ হলো না, সকল ক্ষেতে বীজ বপন হলো না, ধানের ক্ষেতের ঘাস নির্ম্মূল হলো না, বৎসরের উপায় কি।—"কোথা নাথ" "কোথায় তাত।" শব্দের ধূলায় পতিত হইয়া রোদন করিতেছে। কোন কোন ম্যাজিস্ট্রেট সুবিচার করিতেছেন, তাহাদের হস্তে এ আইন যমদণ্ড হয় নাই। আহা। যদি সকলে অমর নগরের ম্যাজিস্ট্রেটের ন্যায় ন্যায়বান হইতেন, তবে কি রাইয়তের পাকা ধানে মই পড়ে, শস্যপূর্ণ ক্ষেতে শলভপতন হয় ? তা হলে কি আমায় এই দুস্তর বিপদে পতিত হইতে হয় ? হে লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর, যেমন আইন করিয়াছিলেন, যদি তেমন সজ্জন নিযুক্ত করিতে, তবে এমন অমঙ্গল ঘটিত না। হে দেশপালক, যদি এমন একটি ধারা করিতে যে, মিথ্যা মোকদ্দমা প্রমাণ হইলে ফরিয়াদির মেয়াদ হইবে ; তাহা হইলে অমরনগরের জেল নীলকরে পূর্ণ হইত, এবং তাহারা এমন প্রবল হইতে পারিত না—আমাদিগের ম্যাজিস্ট্রেট বদলি হইয়াছে, কিন্তু এ মোকদ্দমা শেষ পর্য্যন্ত এখানে থাকিবে, তাহা হইলেই আমাদিগের শেষ।

(সাবিত্রীর প্রবেশ)

সাবি। নবীন, সব লাঙ্গল যদি ছেড়ে দাও, তা হলেও কি দাদন নিতে হবে ? লাঙ্গল গোরু সব বিক্রি করে ব্যবসা কর, তাতে যে আয় হবে সুখে ভোগ করা যাবে, এ যাতনা আর সহ্য হয় না।

নবীন। মা, আমারও সেই ইচ্ছা। কেবল বিন্দুর কর্ম্ম হওয়া অপেক্ষা করিতেছি। আপাততঃ চাষ ছাড়িয়া দিলে সংসার নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর এই জন্য এত ক্লেশেও লাঙ্গল কয়েকখান রাখিয়াছি।

সাবি। এই শিরঃপীড়া লয়ে কেমন করে যাবে বল দেখি ?—হা পরমেশ্বর এমন নীল এখানে হয়েছিল।

(নবীনের মস্তকে হস্তামর্ষণ)

(রেবতীর প্রবেশ)

রেবতী। মাঠাকুরুণ, মুই কনে যাব, কি করবো, কল্লে কি, ক্যান মত্তি এনেলাম। পরের জাত ঘরে য্যানে সামাল দিত্তি পাল্লাম না।—বড় বাবু মোরে বাঁচান, মোর পরান ফ্যাটে বার হলো, মোর ক্ষেত্রমণিরে য্যানে দাও, মোর সোনার পুতুল য্যানে দাও।

সাবি। কি হয়েছে, হয়েছে কি ?

রেবতী। ক্ষেত্র মোর বিকেলবেলা পেঁচার মার সঙ্গে দাসদিগিতি জল আন্তি গিয়েলো। বাগান দিয়ে আসবার সমে চারজন নেটালাতে বাছারে ধরে নিয়ে গিয়েচে। পদী সর্ব্বনাশী দেখিয়ে দিয়ে পেলিয়েচে। বড়বাবু পরের জাত, কি কল্লাম, কেন এনেলাম, বড় সাদে সাদ দেবো ভেবেলাম।

সাবি। কি সর্ব্বনাশ। সর্ব্বনেশেরা সব কত্তে পারে,—লোকের জমি কেড়ে নিচ্চিস্, ধান কেড়ে নিচ্চিস, তা লোক কেঁদেই হোক, কোকিয়েই হোক কচ্চে।—এ কি! ভাল মানুষের জাত খাওয়া।

রেবতী। মা আদপেটা খেয়ে নীল কত্তি নেগেচি যে ক কুড়োয় দাগ মারলি তাই বোনলাম। রেয়ে ছোড়া জমি চসে, আর ফুলে ফুলে কেঁদে ওটে ; মাটেত্তে আসে এ কথা শুনে পাগল হয়ে যাবে য্যানে।

নবীন। সাধু কোথায় ?

রেবতী। বাইরে বসে কান্তি নেগেচে।

নবীন। সতীত্ব কুলমহিলার অয়স্কান্ত মণি, সতীত্বভূষণে বিভূষিতা রমণী কি রমণীয়া? পিতার স্বরপুরবৃকোদর জীবিত থাকিতে কুলকামিনী অপহরণ ? এই মুহূর্ত্তেই যাইব, কেমন দুঃশাসন, দেখিব সতীত্বশ্বেত উৎপলে নীরমণ্ডুক কখনই বসিতে পারিবে না। (নবীনের প্রস্থান)

সাবি। সতীত্ব সোনার নিধি বিধিদত্ত ধন।
কাঙ্গালিনী পেলে রাণী এমন রতন ॥

যদি নীলবানরের হস্ত হইতে পবিত্র মাণিক্য অপবিত্র না হইতে হইতে আনিতে পার, তবে তোমাকে সার্থক গর্ভে স্থান দিয়াছিলাম। এমন অত্যাচার বাপের কালেও শুনি নাই। চল ঘোষবউ বাইরের দিকে যাই। (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রোগ সাহেবের বাড়ী

(রোগ আসীন—পদী ময়রাণী এবং ক্ষেত্রমণির প্রবেশ)

ক্ষেত্র। ময়না পিসি মোরে এমন কথা বলো না, মুই পরাণ দিত্তি পারবো, ধর্ম্ম দিত্তি পারবো না ; মোরে কেটে কুচি কুচি কর, পুড়িয়ে ফেল, ভেসিয়ে দাও, পুতে রাখ, মুই পরপুরুষ ছুতি পারবো না ; মোর ভাতার মনে কি ভাববে।

পদী। তোর ভাতার কোথায় তুই কোথায় ? এ কথা কেউ জান্তে পারবে না, এই রাত্রেই আমি সঙ্গে করে তোর মায়ের কাছে দিয়ে আসবো।

ক্ষেত্র। ভাতারই যেন জান্তি পারবে না, ওপরের দেবতা তো জান্তি পারবে, দেবতার চকি তো ধূলি দিতি পারবো না ? আমার প্রাণের ভেতর তো পাজার আগুন জ্বলবে। মোর স্বামী সতী বলে যত ভাল বাসবে তত মন ত পুড়তি থাকবে। জানাই হোক আর অজানাই হোক, মুই উপপতি কত্তি কখনই পারবো না।

রোগ। পদ্ম খাটের উপরে আন্ না।

পদী। আয় বাছা, তুই সাহেবের কাছে আয়, তোর যা বলতে হয় ওকে বল, আমার কাছে বলা অরণ্যে রোদন।

রোগ। আমার কাছে বলা শূয়ারের পায়ে মুক্তা ছড়ান, হা হা হা। আমরা নীলকর, আমরা যমের দোসর হইয়াছি, দাঁড়িয়ে থেকে কত গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছি, পুত্রকে স্তনভক্ষণ করাইতে কত মাতা পুড়ে মরিল, তা দেখে কি আমরা স্নেহ করি, করিলে কি আমাদের কুটি থাকে ? আমরা স্বভাবতঃ মন্দ নই, কর্ম্মে আমাদের মন্দ মেজাজ বৃদ্ধি হইয়াছে। একজন মানুষকে মারিতে মনে দুঃখ হইত, এখন দশজন মেয়েমানুষকে নির্দ্দয় করিয়া রামকান্ত পেটা করিতে পারি, তখন হাসিতে হাসিতে খানা খাই। আমি মেয়ে মানুষকে অধিক ভালবাসি কুটির কর্ম্মে ও কর্ম্মের বড় সুবিধা হইতে পারে, সমুদ্রে সব মিশিয়ে যাইতেছে—তোর গায়ে জোর নাই ? পদ্ম টানিয়া আন।

পদী। ক্ষেত্রমণি, লক্ষ্মী মা আমার, বিছানায় এস, সাহেব তোরে একটা বিবির পোশাক দেবে বলেচে।

ক্ষেত্র। পোড়া কপাল বিবির পোষাকের, চট পরে থাকি সেও ভাল তবু যেন বিবির পোষাক পরতি না হয়। ময়লা পিসি, বড় তেষ্টা পেয়েছে, মোরে বাড়ী দিয়ে আয়, মুই জল খেয়ে শেতল হই। আহা, আহা ? মোর মা এত বেল্ গলায় দড়ী দিয়েচে, মোর বাপ মাতায় কুড়ুল মেরেচে, কাকা দু'জনের মধ্যি মুই এক সন্তান। মোরে ছেড়ে দে, মোরে বাড়ী রেখে আয়, তোর পায় পড়ি পদী পিসি, তোর গু খাই। —মা রে মলাম, জল তেষ্টায় মলাম!

রোগ। কুঁজোয় জল আছে খাইতে দেও।

ক্ষেত্র। মুই কি হিন্দুর মেয়ে হয়ে সাহেবের জল খেতে পারি ? মোরে নেটেলায় ছুঁয়েচে বাড়ী গিয়ে না নেয়ে ত ঘরে যাতি পারবো না।

পদী। (স্বগত) আমার ধর্ম্ম ও গেচে জাতও গেচে। (প্রকাশ্য) তা আমি মা কি করবো, সাহেবের খপ্পরে পড়লে ছাড়ান ভার।—ছোট সাহেব, ক্ষেত্রমণি আজ বাড়ী যাক, তখন আর একদিন আসবে।

রোগ। তুমি তবে আমার সঙ্গে থেকে মজা কর। তুই ঘর হইতে যা, আমার শক্তি থাকে আমি নরম করবো, নচেৎ তোর সঙ্গে বাড়ী পাঠায়ে দিব—ড্যামনেড্ হোর, আমার বোধ হইতেছে তুই বাধা করে ছিলি, আসিতে দিসনি, তাইতো ভদ্রলোকের মেয়েকে লাটিয়াল দিয়ে আনা হইল। আমি সহজে নীলের লাটিয়াল ও কার্য্যে কখন দিয়াছি ?—হারামজাদি পড়ী ময়রাণী।

পদী। তোমার কলিকে ডাকো, সেই তোমার বড় প্রিয় হয়েছে, আমি তা বুঝিয়াছি।

ক্ষেত্র। ময়রা পিসি, যাসনে। ময়রা পিসি যাসনে। (পদী ময়রাণীর প্রস্থান)

মোরে কালসাপের গত্তের মধ্যি একা রেকে গেলি, মোর যে ভয় করে, মুই যে কাঁপ্তি নেগেচি,মোর যে ভয়তে গা ঘুরিতে নেগেচে, মোর মুখ যে তেষ্টায় ধূলা বেটে গেল।

রোগ। ডিয়ার ডিয়ার—(দুই হস্তে ক্ষেত্রমণির হস্ত ধরিয়া টানন) আইস, আইস—

ক্ষেত্র। ও সাহেব। তুমি মোর বাবা, সাহেব তুমি মোর বাবা, ও সাহেব তুমি মোর বাবা, মোরে ছেড়ে দাও, পদী পিসির সঙ্গে দিয়ে মোরে বাড়ী পেটিয়ে দাও ; আদার রাত মুই একা যাতি পারবো না।—(হস্ত ধরিয়া টানন ও ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, ও সাহেব তুমি মোর বাবা ; হাত ধল্লি জাত যায়, ছেড়ে দাও। তুমি মোর বাবা।

রোগ। তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে। আমি কোন কথায় ভুলিতে পারি না, বিছানায় আইস নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙ্গিয়া দিব।

ক্ষেত্র। মোর ছেলে মরে যাবে—মুই সাহেব—মোর ছেলে মরে যাবে—মুই পোয়াতি।

রোগ। তোমাকে উলঙ্গ না করিলে তোমার লজ্জা যাইবে না।

(বস্ত্র ধরিয়া টানন)

ক্ষেত্র। ও সাহেব, মুই তোমার মা, মোরে ন্যাংটো করো না, তুমি মোর ছেলে, মোর কাপড় ছেড়ে দাও। (রোগের হস্তে নখ বিদারণ)

রোগ। ইন্‌ফরন্যাল বিচ (বেত্র গ্রহণ করিয়া) এইবার তোমার ছেনালি ভঙ্গ হইবে।

ক্ষেত্র। মোরে য়্যাকবারে মেরে ফ্যাল, মুই কিছু বলব না ; মোর বুকি য়্যাকটা তেরোনালের খোঁচা মার মুই স্বগ্‌গে চলে যাই—ও গুখেগোর বেটা, আঁটকুড়ির ছেলে বাড়ী যোড়া মরা মরে, মোর গায়ে যদি আবার হাত দিবি তোর হাত মুই এচড়ে কামড়ে টুকরো টুকরো করবো ; তোর মা বুন নেই, তাদের গিয়ে কাপড় কেড়ে নিগে না, দেড়িয়ে রলি কেন, ও ভাইভাতারীর ভাই মার না, মোর প্রাণ বার করে ফ্যাল্‌ না, আর যে মুই সইতি পারিনে।

রোগ। চুপরাও হারামজাদী—ক্ষুদ্র মুখে বড় কথা। (পেটে ঘুসি মারিয়া চুল ধরিয়া টানন)

ক্ষেত্র। কোথায় বাবা। কোথায় মা! দেখগো, তোমাদের ক্ষেত্র মলো গো।—(কম্পন)।

(জানেলার খড়খড়ি ভাঙ্গিয়া নবীনমাধব ও তোরাপের প্রবেশ)

নবীন। (রোগের হস্ত হইতে ক্ষেত্রমণির কেশ ছাড়াইয়া) রে নরাধম, নীচবৃত্তি নীলকর। এই কি তোমার খৃষ্টান ধর্ম্মের জিতেন্দ্রিয়তা ?-এই কি খৃষ্টানের দয়া, বিনয়, শীলতা ? আহা! আহা! বালিকা, অবলা, অন্তর্ব্বর্ত্তী কামিনীর প্রতি এইরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার।

তোরাপ। সুমুন্দি দেড়িয়ে যেন কাটের পুতুল, গোডার ব্যাক্যি হরে গিয়েচে।—বড় বাবু, সুমুন্দির কি এমান আছে ঙ্গ ধরম কথা শোনবে; ও ঝ্যামন কুকুর মুই তেমনি মুগুর; সুমুন্দির ঝ্যামন চাবাশি মোর তেমনি হাতের পোঁচা—(গলদেশে ধরিয়া গালে চপেটাঘাত)—ডাকবিতো জোড়ার বাড়ী যাবি ; — (গলা টিপে ধরে) পাঁচদিন চোরের একদিন সেদের, পাঁচদিন খাবাশি একদিন খা—(কান মলন)

নবীন। ভয় কি ? ভাল করে কাপড় পর।

(ক্ষেত্রমণির বস্ত্র পরিধান)

তোরাপ, তুই বেটার গলা টিপে রাখিস, আমি ক্ষেত্রকে পাজা করে লইয়া পালাই। আমি বুনোপাড়া ছাড়িয়া গেলে তবে ছেড়ে দিয়ে তুই দৌড় দিবি। নদীর ধার দিয়া যওয়া বড় কষ্ট, আমার শরীর কাঁটায় ছিড়ে গিয়েছে,—এতক্ষণ বোধ করি বুনোরা ঘুমিয়েছে, বিশেষতঃ এ কথা শুনলে কিছু বলবে না। তুই তারপর আমাদের বাড়ী যাস, তুই কিরূপে ইন্দ্রাবাদ হইতে পলাইয়া এলি এবং এখন কোথায় বাস করিতেছিস তাহা শুনিতে চাই।

তোরাপ। মুই এই নাতি নদীতে সেঁৎরে পার হয়ে ঘরে যাব।—মোর নছিবির কথা আর কি শোনবা, মুই মোক্তার সুমুন্দির আস্তাবলের ঝরকা ভেঙ্গে পেলিয়ে একেবারে বসন্তবাবুর জমিদারীতে পেলিয়ে গ্যালাম, তারপর নাতকরে জরু ছাবাল ঘর পোরলাম। এই সুমুন্দিই তো ওটালে, লাঙ্গল করে কি আর খাবার যো নেকেচে, নীলের ঠ্যাঙ্গ্যাটি কেমন, তাতে আবার নেমোখারামী কত্তি বলে—কই শালা গ্যাড করে জুতার গুতা মারিসনে ? (হাঁটুর গুতা)

নবীন। তোরাপ মারবার আবশ্যক কি, ওরা নির্দ্দয় বলে আমাদের নির্দ্দয় হওয়া উচিৎ নয়; আমি চলিলাম। (ক্ষেত্রকে লইয়া নবীনমাধবের প্রস্থান)

তোরাপ। এমন বদগারও বেহ্বাপ্পর কত্তি চাস। তোর বাবারে বলে মেনিয়ে জলিয়ে কাজ সেরে নে; জোর জোরাবতী কদিন চলে, পেলিয়ে গেলি তো কিছু কত্তি পারবা না। মরার বাড়া তো গাল নেই? ও সুমুন্দি, নেয়েৎ ফেরার হলি ঝে কুটি কবরের মধ্যি ঢোকবে।—বড় বাবুর আর বন্ধুরে টাকাগুলো চুকিয়ে দে, আর এ বচোর খা বুনতি চাচ্চে তাই নিগে; তোদের জন্যিই ওরা বেপালটে পড়েচে; দাদন গাদলিই তো হয় না, চষা চাই; — ছোট সাহেব, স্যালাম মুই আসি। (চিৎ করিয়া ফেলিয়া পলায়ন)

রোগ। বাই জোভ। বীটন্ টু জেলি। (প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলকচন্দ্র বসুর ভবনের দরদালান

সাবিত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) রে নিদারুণ হাকিম! তুই আমাকেও কেন তলব দিলি না, আমি পতিপুত্রের সঙ্গে জেলায় যেতাম; এ শ্মশানে বাস অপেক্ষা আমার সে যে ছিল ভাল। হা! কত্তা আমার ঘরবাসী মানুষ, কখন গাঁ-অন্তরে নিমন্ত্রণ খেতে যান না, তাঁর কপালে এতদুঃখ, ফোজদূরিতে ধরে নে গেল, তাঁরে জেলে যেতে হবে।—ভগবতি! তোমার মনে এই ছিল মা? আহা হা! তিনি যে বলেন আমার এড়ো ঘরে না শুলে ঘুম হয় না, তিনি যে আতপ চেলের ভাত খান, তিনি যে বড় বউমার হাতে নইলে খান না; আহা! বুক চাপড়ে চাপড়ে বুকে রক্ত বার করচেন, কেঁদে কেঁদে চক্ষু ফুলিয়েছেন। যাবার সময় বল্লেন, "গিন্নি এই যাত্রা আমার গঙ্গাযাত্রা হলো"—(ক্রন্দন) নবীন বলেন, "মা! তোমার ভগবতীকে ডাক আমি অবশ্য জয়ী হয়ে ওঁরে নিয়ে আসবো" বাবার আমার কাঞ্চনমুখ কালী হয়ে গিয়েছে; টাকার যোগাড় করিতেই বা কত কষ্ট, ঘুরে ঘুরে ঘূর্ণি হয়েছে; পাছে আমি বউদের গহনা নিই, তাই আমাকে সাহস দেন,—মা টাকার কমি কি, মোকদ্দমায় কতই খরচ হবে? গাঁত্তির মোকদ্দমায় আমার গহনা বন্ধক পড়লে কতই খেদ—বলেন কিছু টাকা হাতে এলেই মার গনহাগুলিন আগে আগে খালাস করে আনবো। বাবার আমার মুখে সাহস, চক্ষে জল; বাবা আমার কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রা করলেন,—আমার নবীন এই রোদে ইন্দ্রাবাদ গেল, আমি ঘরে বসে রলাম...মহাপাপানী! এই কি তোর মার প্রাণ!

(সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ)

সৈরি। ঠাকুরুণ, অনেক বেলা হয়েছে, স্নান কর। আমাদের অভাগা কপাল, তা নইলে এমন ঘটনা হবে কেন?

সাবিত্রী। (ক্রন্দন করিতে করিতে) না মা, আমার নবীন বাড়ী না ফিরে এলে আমি আর এ দেহে অন্ন জল দেব না; বাছারে আমার খাওয়াবে কে?

সৈরি। সেখানে ঠাকুরপোর বাসা আছে, বামন আছে কষ্ট হবে না। তুমি এস, স্নান করবে।

(তৈলপাত্র লইয়া সরলতার প্রবেশ)

ছোট বউ, তুমি ঠাকুরুণকে তৈল মাখায়ে স্নান করায়ে রান্না ঘরে নিয়ে এস, আমি খাওয়ার জোগাড় করিগে। (সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান, সরলতার তৈলমর্দ্দন)

সাবি। তোতাপাখী আমার নীরব হয়েছে, মার মুখে আর কথা নাই, মা আমার বাসি ফুলের মত মলিন হয়েছে।—আহা! বিন্দুমাধবকে কত দিন দেখি নাই, বাবার কলেজ বন্ধ হবে, বাড়ী আসবেন, আশা করে রইচি, তাতে এই দায় উপস্থিত।—(সরলতার চিবুকে হস্ত দিয়া) বাছার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, এখনো বুঝি কিছু খাওনি? ঘোর বিপদে পড়ে রইচি, বাছাদের

খাওয়া হলো কি না দেখব কখন ? আমি আপনি স্নান করিতেছি, তুমি কিছু খাওগে মা, চল আমিও যাই। (উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদের ফৌজদারী কাছারী

(উড, রোগ, ম্যাজিষ্ট্রেট, আমলা আসীন—গোলোকচন্দ্র, নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, বাদী-প্রতিবাদীর মোক্তার, নাজির, চাপরাসি, আরদালি, রাইয়ত প্রভৃতি দণ্ডায়মান।)

প্রঃ মোক্তার। অধীনের এই দরখাস্তের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়।

(সেরেস্তাদারের হস্তে দরখাস্ত দান)

ম্যাজি। আচ্ছা পাঠ কর। (উড সাহেবের সহিত পরামর্শ এবং হাস্য)

সেরেস্তা। (প্রঃ মোক্তারের প্রতি) রামায়ণের পুঁথি লিখেছ যে, দরখাস্ত চুম্বক না হইলে কি সকল পড়া গিয়া থাকে ? (দরখাস্তের পাত্তা উল্‌টান)

ম্যাজি। (উড সাহেবের সহিত কথোপকথনান্তর হাস্যসম্বরণ করিয়া) খোলোসা পড়।

সেরেস্তা। আসামীর এবং আসামীর মোক্তারের অনুপস্থিতিতে ফরিয়াদীর সাক্ষীগণের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে—প্রার্থনা ফরিয়াদীর সাক্ষীগণকে পুনর্ব্বার হাজির আনা হয়।

বা মোক্তার। ধর্ম্মাবতার, মোক্তারগণ মিথ্যা শঠতা প্রবঞ্চনায় রত বটে, অনায়াসে হলোপ. করিয়া মিথ্যা বলে ; মোক্তারেরা অবিরত অপকৃষ্ট কার্য্যে রত, বিবাহিতা কামিনীকে বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা তাহাদের অন্তরালয় বার মহিলালয় কালযাপন করে, জমিদারেরা ফলতঃ মোক্তারগণকে বিশেষ ঘৃণা করে, তবে স্বকার্য্যসাধন হেতু তাহাদিগের ডাকে এবং বিছানায় বসিতে দেয়। ধর্ম্মাবতার, মোক্তারগণের বৃত্তিই প্রতারণা ; নীলকরের মোক্তারদিগের দ্বারা কোনরূপে কোন প্রতারণা হইতে পারে না। নীলকর সাহেবরা খৃষ্টিয়ান। খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মে মিথ্যা অতি উৎকট পাপ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। পরদ্রব্য অপহরণ, পরনারী গমন, নরহত্যা প্রভৃতি জঘন্য কার্য্য খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মে অতিশয় ঘৃণিত ; খ্রীষ্টিয়ান-ধর্ম্মে অসৎ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করা দূরে থাক্ মনের ভিতরে অসৎ অভিসন্ধিকে স্থান দিলেই নরকানলে দগ্ধ হইতে হয় ; করুণা, মার্জ্জনা, বিনয়, পরোপকার—খ্রীষ্টিয়ান-ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য, এমন সত্য সনাতন ধর্ম্ম পরায়ণ নীলকরগণ কর্ত্তৃক মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কখনই সম্ভবে না। ধর্ম্মাবতার, আমরা এই নীলকরের বেতনভোগী মোক্তার। আমরা তাহাদিগের চরিত্র সংশোধন করিয়াছি। আমাদিগের ইচ্ছা হইলে সাক্ষীকে তালিম দিতে সাহস হয় না। যেহেতু সত্যপরায়ণ সাহেবরা সূচাগ্রে চাকরের চাতুরী জানিতে পারিলে তাহার যথোচিত শাস্তি দান করেন। প্রতিবাদীর মানিত সাক্ষী কুটির আমিন মজকুর তাহার দৃষ্টান্তের স্থল—রায়তের দাদনের টাকা রাইয়তকে বঞ্চিত করিয়াছিল বলিয়া দয়াশীল সাহেব উহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন; এবং গরীব ছাপোষা রাইয়তের ক্রন্দনে রোষপরবশ হইয়া প্রহারও করিয়াছেন।

উড। (ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি) এক্সট্রীম প্রভোকেশন ; এক্সট্রীম প্রভোকেশন।

বা মোক্তার। হুজুর, হুজুর হইতে আমার সাক্ষীগণের প্রতি অনেক সোয়াল হইয়াছিল ; যদ্যপি তাহারা তালিমী সাক্ষী হইত, তবে সেই সোয়ালেই ধরা পড়িত। আইনকারকেরা বলিয়াছেন—"বিচারকর্ত্তা আসামীর য়্যাডভোকেট স্বরূপ।" সুতরাং আসামীর পক্ষে যে সকল সোয়াল, তাহা হুজুর হইতে হইয়াছে অতএব সাক্ষীগণকে পুনর্ব্বার আনয়ন করিলে আসামীর

কিছুমাত্র উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সাক্ষীগণের সমূহ ক্লেশ হইতে পারে। ধর্ম্মাবতার, সাক্ষীগণ চাষ-উপজীবি দীন প্রজা, তাহারা স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিয়া স্ত্রী-পুত্রের প্রতিপালন করে। তাহাদিগের সমস্ত দিবস ক্ষেত্রে না থাকিলে তাহাদিগের আবাদ ধ্বংস হইয়া যায়। বাড়ীর ভাত খাইতে আইলে চাষের হানি হয় বলিয়া তাহাদের মেয়েরা গামছা বান্ধিয়া অন্ন ব্যঞ্জন ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া তাহাদের খাওয়াইয়া আইসে। চাষীদিগের এক দিন ক্ষেত্র ছাড়িয়া আইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয় এ সময়ে এত দূরস্থ জেলায় রাইয়তদিগের তলব দিয়া আনিলে তাহাদিগের বৎসরের পরিশ্রম বিফল হয় ধর্ম্মাবতার। যে মত বিচার করেন।

ম্যাজি। কিছু হেতুবাদ দেখা যায় না। (উডের সহিত পরামর্শ) আবশ্যক হইতেছে না।

প্রঃ মোক্তার। হুজুর, নীলকরের দাদন কোন গ্রামের কোন রাইয়তে স্বেচ্ছাধীন গ্রহণ করে না। আমিন খালাসীর সমভিব্যহারে নীলকর সাহেব অথবা তাঁহার দেওয়ান ঘোড়ায় চড়িয়া ময়দানে গমনপূর্বক উত্তম উত্তম জমিতে কুটির মার্ক দিয়া রাইয়তদিগকে নীল করিতে হুকুম দিয়া আইসেন ; পরে জমিয়াতের মালিকান রাইয়তদিগের কুটিতে ধরিয়া আনিয়া বেওরা ওয়ারি করিয়া দাদন লিখিয়া লয়েন। দাদন লইয়া রাইয়তেরা কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী যায় ; যে দিবস যে রাইয়ত দাদন লইয়া আইসে ; সে দিবস সে রাইয়তের বাড়ীতে মরা-কান্না পড়ে। নীলের দ্বারা দাদন পরিশোধ করিয়া ফাজিল পাওনা হইলেও রাইয়তদের নামে দাদনের বকেয়া বাকী বলিয়া খাতায় লেখা থাকে। একবার দাদন লইলে রাইয়তেরা সাতপুরুষ ক্লেশ পায়। রাইয়তেরা নীল করিতে যে কাতর হয়, তাহারাই জানে, আর দীনরক্ষক পরমেশ্বর জানেন, রাইয়তেরা পাঁচজন একত্রে বসিলেই পরস্পর নিজ নিজ দাদনের পরিচয় দেয়, এবং ত্রাণের উপায় প্রস্তাব করে ; তাহাদিগের সলা পরামর্শের আবশ্যক করে না, আপনারাই "মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল।" এমন রাইয়তেরা সাক্ষ্য দিয়া গেল যে, তাহাদিগের নীল করিতে ইচ্ছা ছিল, কেবল আমার মক্কেল তাহাদিগের পরামর্শ দিয়া এবং ভয় দেখাইয়া তাহাদের নীলের চাষ রহিত করিয়াছে,—এ অতি আশ্চর্য এবং প্রত্যক্ষ প্রতারণা। ধর্ম্মাবতার তাহাদিগের পুনর্ব্বার হুজুরে আনান হয়, অধীন দুই সোয়ালে তাহাদিগের মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ করিয়া দিবে। আমার মক্কেলের পুত্র নবীনমাধব বসু করাল নীলকর-নিশাচরের কর হইতে উপায়হীন চাষীদিগকে রক্ষা করিতে প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকেন, একথা স্বীকার করি ; এবং তিনি উড সাহেবের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে অনেকবার সফলও হইয়াছেন, তাহা পলাশপুর জ্বালান মোকদ্দমার নথিতে প্রকাশ আছে। কিন্তু আমার মক্কেল গোলকচন্দ্র বসু অতি নিরীহ মনুষ্য ; নীলকর সাহেবদের ব্যাঘ্র অপেক্ষা ভয় করে ; কোন গোলের মধ্যে থাকে না, কখন কাহারো মন্দ করে না, কাহাকে মন্দ হইতে উদ্ধার করিতেও সাহসী হয় না ; ধর্ম্মাবতার, গোলকচন্দ্র বসু যে সুচরিত্রের লোক, তাহা জেলার সকল লোকে জানে, আমাদিগের জিজ্ঞাসা হইলে প্রকাশ হইতে পারে।

গোলক। বিচারপতি! আমার গত বৎসরের নীলের টাকা চুকিয়ে দিলেন না, তবু আমি ফৌজদারীর ভয়েতে ষাট বিঘা নীলের দাদন লইতে চাহিয়াছিলাম। বড়বাবু বলিলেন, পিতা, আমাদিগের অন্য আয় আছে। এক বৎসর কিম্বা দুই বৎসরের নীলের লোকসানে কেবল ক্রিয়া কলাপই বন্ধ হবে একেবারে অন্নাভাব হবে না ;কিন্তু যাহাদের লাঙ্গলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর, তাহাদের উপায় কি ? আমরা এই হারে নীল করিলে সকলেরি তাই করিতে হইবে। বড়বাবু একথা বিজ্ঞের মত বলিলেন। আমি কাজে-কাজেই বলিলাম, তবে সাহেবের হাতে পায়ে ধরে পঞ্চাশ বিঘায় রাজি করিগে। সাহেব হাঁ না কিছুই বলিলেন না, গোপনে আমাকে এই বৃদ্ধদশায় জেলে দিবার যোগাড় করিলেন। আমি জানি, সাহেবদিগের রাজি রাখিতে পারিলেই মঙ্গল! সাহেবদের দেশ, হাকিম, ভাই বেরাদার, সাহেবদের অমতে চলিতে আছে ? আমাকে খালাশ দেন

আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদিও হাল গোরু অভাবে নীল করিতে না পারি, বৎসর বৎসর সাহেবকে একশত টাকা নীলের বদলি দিব। আমি কি রাইয়তের শেখাইবার মানুষ ? আমার সঙ্গে কি তাহাদের দেখা হয়।

প্রঃ মোক্তার। ধর্ম্মাবতার, যে চারজন রাইয়ত সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহার একজন টিকিরি—তার কোন পুরুষে লাঙ্গল নাই, তার জমি নাই, জমা নাই, গোরু নাই, গোয়ালঘর নাই, সরজমিনে তদারক হইলে প্রকাশ হইবে। কানাই তরফদার ভিন্ন গ্রামের রাইয়ত, তাহার সহিত আমার মক্কেলের কখন দেখা নাই, সে ব্যক্তি সেনাক্ত করিতে অশক্ত। এই এই কারণে আমি তাহাদের পুনর্ব্বার কোর্টে আনয়নের প্রার্থনা করি। ব্যবস্থাকর্ত্তারা লিখিয়াছেন, নিষ্পত্তির অগ্রে আসামীকে সকল প্রকার উপায়ের পন্থা দেওয়া কর্ত্তব্য। ধর্ম্মাবতার, আমার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে আমার আক্ষেপ থাকে না।

বা মোক্তার। হুজুর—

ম্যাজি। (লিপিলিখন) বল, বল, আমি কর্ণ দিয়া লিখিতেছি না।

বা মোক্তার। হুজুর, এ সময় রাইয়তগণকে কষ্ট দিয়া জেলায় আনিলে তাহাদের প্রচুর ক্ষতি হয়, নচেৎ আমিও প্রার্থনা করি সাক্ষীদিগকে আনান হয়, যেহেতু সোয়ালের কৌশলে আসামীর সাব্যস্ত অপরাধ আরও সাব্যস্ত হইতে পারে। ধর্ম্মাবতার, গোলক বোসের কুচরিত্রের কথা দেশবিদেশে রাষ্ট্র আছে ; যে উপকার করে তাহারই অপকার করে। অপার সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া নীলকরেরা এদেশে আসিয়া গুপ্তনিধি বাহির করিয়া দেশের মঙ্গল করিতেছেন, রাজ কোষের ধনবৃদ্ধি করিতেছেন এবং আপনারা উপকৃত হইতেছেন। এমত মহাপুরুষদিগের মহৎ কার্য্যে যে ব্যক্তি বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহার কারাগার ভিন্ন আর স্থান কোথায়।

ম্যাজি। (লিপির শিরোনামা লিখন) চাপরাশি ?

চাপ। খোদাবন্দ। (সাহেবের নিকট গমন)

ম্যাজি। (উডের সহিত পরামর্শ) বিবি উডকা পাস দেও।—খানসামাকো বোলো, বাহারকা সাহেবলোগ আজ খানা নেই।

সেরেস্তা। হুজুর কি হুকুম লেখা যায় ?

ম্যাজি। নথির সামিল থাকে।

সেরেস্তা। (লিখন) হুকুম হইল যে নথির সামিল থাকে। (ম্যাজিষ্ট্রেটের দস্তখত)

ধর্ম্মাবতার, আসামীর জবাবের হুকুমে হুজুরের দস্তখত হয় নাই।

ম্যাজি। পাঠ কর।

সেরেস্তা। হুকুম হইল যে আসামীর নিকট হইতে দুইশত টাকা আইনে দুইজন জামিন লওয়া হয় এবং সাফাই সাক্ষীদিগের নামে রীতিমত সফিনা জারি হয়।

(ম্যাজিষ্ট্রেটের দস্তখত)

ম্যাজি। মিরগাঁর ডাকাতি মোকদ্দমা কাল পেশ কর।

(ম্যাজিষ্ট্রেট, উড, রোগ, চাপরাসি ও আরদালির প্রস্থান)

সেরেস্তা। নাজির মহাশয় রীতিমত জামানতনামা লেখাপড়া করিয়া লাও।

(সেরেস্তাদার, পেস্কার, বাদীর মোক্তার ও রাইয়তগণের প্রস্থান)

নাজির। (প্রতিবাদীর মোক্তারের প্রতি) অদ্য সন্ধ্যাকালে জামানতনামা লেখাপড়া কিরূপে হইতে পারে, বিশেষ আমি কিছু ব্যস্ত আছি।

প্রঃ মোক্তার। নামটা খুব বড় বটে, কিন্তু কিছুই নাই,—(নাজিরের সহিত পরামর্শ) গহনা বিক্রী করিয়া এই টাকা দিতে হইবে।

নাজির। আমার তালুকও নাই, ব্যবসাও নাই, আবাদও নাই, এই উপজীবিকা। কেবল তোমার খাতিরে একশত টাকায় রাজি হওয়া। চল আমার বাসায় যাইতে হইবে। দেওয়ানজি ভায়া না শোনেন,—ওদের পূজা আলাহিদা হয়েছে কিনা। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদ—বিন্দুমাধবের বাসাবাড়ী

(নবীনমাধব, বিন্দুমাধব এবং সাধুচরণ আসীন)

নবীন। আমার কাজে কাজেই বাড়ী যাইতে হইল। এ সংবাদ জননী শুনিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিবেন। বিন্দু, তোমারে আর বলবো কি, দেখ পিতা যেন কোন মতে ক্লেশ না পায়। বাস পরিত্যাগ করা স্থির করিয়াছি, সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া আমি টাকা পাঠায়ে দিব যে যত টাকা চাহিবে, তাহাকে তাহাই দিবা।

বিন্দু। জেলদারোগা টাকার প্রয়াসী নহে ; ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ভয়ে পাচক ব্রাহ্মণ লইয়া যাইতে দিতেছে না।

নবীন। টাকাও দাও মিনতিও কর।—আহা! বৃদ্ধ শরীর! তিন দিন অনাহারে। এত বুঝাইলাম, এত মিনতি করিলাম,—বলেন, "নবীন, তিন দিন গত হইলে আহার করি না করি বিবেচনা করিব, তিন দিনের মধ্যে এ পাপ মুখে কিছুমাত্র দিব না।"

বিন্দু। কিরূপে পিতার উদরে দুটি অন্ন দিব তাহার কিছুই উপায় দেখিতেছি না। নীলকর-ক্রীতদাস মূঢ়মতি ম্যাজিস্ট্রেটের মুখ হইতে নিষ্ঠুর কারাবাসানুমতি নিঃসৃত হওয়াবধি পিতা যে চক্ষে হস্ত দিয়েছেন, তাহা এখন পর্যন্ত নামাইলেন না ; পিতার নয়নজলে হস্ত ভাসমান হইতেছে ; যে স্থানে প্রথম বসাইয়াছিলাম, সেই স্থানেই উপবিষ্ট আছেন, নীরব শীর্ণকলেবর, স্পন্দনহীন, মৃতকপোতবৎ কারাগার-পিঞ্জরে পতিত আছেন। আজ চার দিন, আজ তাহাকে অবশ্যই আহার করাইব। আপনি বাড়ী যান, আমি প্রত্যহ পত্র প্রেরণ করিব।

নবীন। বিধাতঃ! পিতাকে কি কষ্টই দিতিছি।—বিন্দু, তোমাকে রাত্রি দিন জেলে থাকিতে দেয়, তাহা হইলেই আমি নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী যাইতে পারি।

সাধু। আমি চুরি করি, আপনারা আমাকে চোর বলে ধরে দেন, আমি একরার করিব, তা হলেই আমাকে জেলে দেবে, আমি সেখানে কর্ত্তা মহাশয়ের চাকর হয়ে থাকিব।

নবীন। সাধু, তুমি এমনি সাধুই বটে। আহা। ক্ষেত্রমণির সাংঘাতিক পীড়ার সমাচারে তুমি যে ব্যাকুল, তোমাকে যত শীঘ্র বাড়ী লইয়া যাইতে পারি ততই ভাল।

সাধু। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) বড় বাবু, মাকে গিয়ে কি দেখতে পাব? আমার আর যে নাই।

বিন্দু। তোমাকে যে আরোক দিয়েছি, উহা খাওয়াইলে অবশ্যই নির্ব্যাধি হইবে, ডাক্তার বাবু আদ্যোপান্ত শ্রবণ করে ঐ ঔষধ দিয়াছেন।

(ডেপুটি ইনস্পেক্টরের প্রবেশ)

ডেপুটি। বিন্দু বাবু, আপনার পিতার খালাসের জন্য কমিশনার সাহেব বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন।

বিন্দু। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর নিষ্কৃতি দিবেন সন্দেহ নাই।

নবীন। নিষ্কৃতির সমাচার কতদিনে আসিতে পারে?

বিন্দু। পোনের দিবসের অধিক হইবে না।

ডেপুটি। অমরনগরের অ্যাসিষ্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট একজন মোক্তারকে এই আইনে ছয় মাস ফাটক দিয়াছিল, তাহার ষোল দিন জেলে থাকিতে হয়।

নবীন। এমন দিন কি হবে, গবর্ণর সাহেব অনুকূল হইয়া প্রতিকূল ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকৃষ্ট নিষ্পত্তি কি খণ্ডন করিবেন ?

বিন্দু। জগদীশ্বর আছে, অবশ্যই করিবেন।—আপনি যাত্রা করুন, অনেক দূর যাইতে হইবে।

(নবীনমাধব, বিন্দুমাধব ও সাধুচরণের প্রস্থান)

ডেপুটি। আহা! দুই ভাই দুঃখে দগ্ধ হইয়া জীবনমৃত হইয়াছেন। লেপ্টেনান্ট গবর্ণরের নিষ্কৃতি-অনুমতি সহোদরদ্বয়ের মৃতদেহ পুনর্জীবিত করিবে। নবীন বাবু অতি বীরপুরুষ, পরোপকারী, বদান্য, বিদ্যোৎসাহী, দেশহিতৈষী ; কিন্তু নির্দ্দয় নীলকর কুজ্ঝটিকায় নবীন বাবুর সদগুণসমূহ মুকুলে ম্রিয়মাণ হইল।

(কলেজের পণ্ডিতের প্রবেশ)

আসতে আজ্ঞা হয়।

পণ্ডিত। স্বভাবতঃ শরীর আমার কিঞ্চিৎ উষ্ণ, রৌদ্র সহ্য হয় না। চৈত্র বৈশাখ মাসে আতপতাপে উন্নত হইয়া উঠি। কয়েকদিবস শিরঃপীড়ায় সাতিশয় কাতর ; বিন্দুমাধবের বিষম বিপদের সময় একবার আসিতে পারি নাই।

ডেপুটি। বিষ্ণুতৈলে আপনার উপকার দর্শিতে পারে। বিষ্ণুবাবুর জন্য বিষ্ণুতৈল প্রস্তুত করা গিয়াছে, আপনার বাসায় আমি কল্য কিঞ্চিৎ প্রেরণ করিব।

পণ্ডিত। বড় বাধিত হলেম। ছেলে পড়ালে সহজ মানুষ পাগল হয় আমার তাহাতে এই শরীর।

ডেপুটি। বড় পণ্ডিত মহাশয়কে আর দেখিতে পাইনে ?

পণ্ডিত। তিনি এ স্ববৃত্তি ত্যাগ করিবার পন্থা করিতেছেন, সোনার চাঁদ ছেলে উপার্জ্জন করিতেছে, তাহার সংসার রাজার মত নির্বাহ হইবে। বিশেষ, বৃষকাষ্ঠ গলায় বন্ধন করে কলেজে যাওয়া আসা ভাল দেখায় না, বয়স তো কম হয় নাই।

(বিন্দুমাধবের প্রবেশ)

বিন্দু। পণ্ডিত মহাশয় এসেছেন ?

পণ্ডিত। পাপাত্মা এমত অবিচার করেছে! তোমরা শুনিতে পাও না, বড় দিনের সময় ঐ কুটিতে একাদিক্রমে দশ দিবস যাপন করে আসিয়াছে। উহার কাছে প্রজার বিচার। কাজির কাছে হিন্দুর পরব ?

বিন্দু। বিধাতার নির্বন্ধ!

পণ্ডিত। ওকেও মোক্তারনামা দেয় ? অপর কোন ব্যক্তিকে দিলে উপকার দর্শিত, সকল দেবতাই সমান, "ঠক্ বাচতে গাঁ উজাড়।"

বিন্দু। কমিশনার সাহেব পিতার নিষ্কৃতির জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন।

পণ্ডিত। "এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার।" যেমন ম্যাজিষ্ট্রেট তেমন কমিশনার।

বিন্দু। মহাশয়,কমিশনারকে বিশেষ জানেন না, তাই এ কথা বলিতেছেন। কমিশনার সাহেব অতি নিরপেক্ষ, নেটিবদের উন্নতি আকাঙ্ক্ষী।

পণ্ডিত। যাহা হউক, এক্ষণে ভগবানের আনুকুল্যে তোমার পিতার উদ্ধার হইলেই সকল মঙ্গল।—জেলে কি অবস্থায় আছেন ?

বিন্দু। সর্বদা রোদন করিতেছেন এবং গত তিনদিন কিছুমাত্র আহার করেন নাই। আমি এখন জেলে যাইব, আর এই সুসংবাদ বলিয়া তাহার চিত্তবিনোদন করিব।

(একজন চাপরাশীর প্রবেশ)

তুমি জেলের চাপরাশি না ?

চাপ। মশাই, এট্টু জল্‌দি করে আসেন,দারগা ডেকেচেন।

বিন্দু। আমার বাবাকে তুমি আজ দেখেছ ?

চাপ। আপনি আসেন। আমি কিছু বলতে পারিনে।

বিন্দু। চল বাপু। (পণ্ডিতের প্রতি) বড় ভাল বোধ হইতেছে না। আমি চলিলাম।

(চাপরাশি ও বিন্দুমাধবের প্রস্থান)

পণ্ডিত। চল আমরাও জেলে যাই, বোধ হয় কোন মন্দ ঘটনা হইয়া থাকিবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদের জেলখানা

গোলকের মৃতদেহ উড়ানি পাকান দড়ীতে দোদুল্যমান

(জেলদারোগা এবং জমাদার আসীন)

দার। বিন্দুমাধব বাবুকে কে ডাকিতে গিয়াছে ?

জমা। মনিরুদ্দিন গিয়াছে। ডাক্তার সাহেব না এলে তো নাবান হইতে পারে না।

দার। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ আসিবার কথা আছে না ?

জমা। আজ্ঞে না ; তাঁর আর চার দিন দেরি হবে। শনিবারে শচীগঞ্জের কুটিতে সাহেবদের সাম্পিন পার্টি আছে, বিবিদের নাচ হবে। উড সাহেবের বিবি আমাদিগের সাহেবের সঙ্গে নইলে নাচিতে পারেন না ; আমি যখন আরদালি ছিলাম, দেখিয়াছি। উড সাহেবের বিবির খুব দয়া, একখানি চিটিতে এ গরীবকে জেলের জমাদার করিয়া দিয়াছেন।

দার। আহা! বিন্দুবাবু, পিতা আহার করেন নাই বলিয়া কত বিলাপ করিয়াছিলেন ; এ দৃশ্য দেখিলে প্রাণত্যাগ করিবেন।

(বিন্দুমাধবের প্রবেশ)

সকলই পরমেশ্বরের ইচ্ছা।

বিন্দু। একি, একি আহা! আহা! পিতার উদ্বন্ধনে মৃত্যু হইয়াছে। আমি যে পিতার মুক্তির সম্ভাবনা ব্যক্ত করিতে আসিতেছি। কি মনস্তাপ! (নিজ মস্তক গোলকের বক্ষে রক্ষা করিয়া মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক ক্রন্দন) পিতা, আমাদিগের মায়া একেবারে পরিত্যাগ করিলেন ? বিন্দুমাধবের ইংরাজী বিদ্যার গৌরব আর লোকের কাছে করবেন না? নবীনমাধবকে স্বরপুর বৃকোদর বলা শেষ হইল ? বড় বধুকে আমার মা, আমার মা, বলিয়া বিপিনের সহিত যে আনন্দবিবাদ, তাহার সন্ধি করিলেন ? হা! আহার অন্বেষণে ভ্রমণকারী বকদম্পত্তির মধ্যে বক ব্যাধ কর্ত্তৃক হত হইলে শাবক বেষ্টিত বক পত্নী যেমন সঙ্কটে পড়ে, জননী আমার তোমার উদ্বন্ধন সংবাদে সেইরূপ হইবেন—

দার। (হস্ত ধরিয়া বিন্দুমাধবকে অন্তরে আনিয়া) বিন্দুবাবু, এখন এত অধীর হইবেন না। ডাক্তার সাহেবের অনুমতি লইয়া সত্বর অমৃতঘাটের ঘাটে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করুন।

(ডেপুটি ইনস্পেক্টর এবং পণ্ডিতের প্রবেশ)

বিন্দু। দারোগা মহাশয়, আমাকে কিছু বলবেন না। যে পরামর্শ উচিত হয় পণ্ডিত মহাশয় এবং ডেপুটি বাবুর সহিত করুন (আমার শোক বিকারে বাক্যরোধ হইয়াছে) আমি জন্মের মত একবার পিতার চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া বসি। (গোলকের চরণ বক্ষে ধারণপূর্ব্বক উপবিষ্ট)

পণ্ডিত। (ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টরের প্রতি) আমি বিন্দুমাধবকে ক্রোড়ে করিয়া রাখি, তুমি বন্ধন উন্মোচন কর ; —এ দেব শরীর, এ নরকে ক্ষণকালও রাখা উচিত নয়।

দার। মহাশয়, কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা করিতে হইবে।

পণ্ডিত। আপনি বুঝি নরকের দ্বারপাল। নতুবা এমন স্বভাব হইবে কেন?

দার। আপনি বিজ্ঞ, আমাকে অন্যায় ভর্ৎসনা করিতেছেন—

(ডাক্তার সাহেবের প্রবেশ)

ডাক্তার। হো, হো, বিন্দুমাধব, গড্‌স উইল!—পণ্ডিত মহাশয় আসিয়াছেন,বিন্দুকে কলেজ ছাড়া হয় না।

পণ্ডিত। কলেজ ছাড়া বিধি হয় না।

বিন্দু। আমাদের বিষয় আশ্রয় সব গিয়েছে, অবশেষে পিতা আমাদিগকে পথের ভিখারী করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন—(ক্রন্দন)—অধ্যয়ন আর কিরূপ সম্ভব।

পণ্ডিত। নীলকর সাহেবেরা বিন্দুমাধবদিগের সর্ব্বস্ব লইয়াছে।

ডাক্তার। পাদরি সাহেবদের মুখে আমি প্ল্যাণ্টর সাহেবদের কথা শুনিয়াছি এবং আর্মিও দেখিয়াছি। আর্মি মাতঙ্গনগরের কুটি হইতে আসিল, একটি গ্রামে বসিয়াছে। আমার পাল্কির নিকট দিয়া দুইজন রাইয়ত বাজারে যাইল, একজনের হাতে দুধো আছে। আমি দুধো কিনিতে চাইল, এক রাইয়ত এক রাইয়তকে কিঞ্চিত করে বলিল, "নীলমামদো, নীলমামদো'—দুধো রাখিয়া দৌড় দিল। আমি আর একজন রাইয়তকে জিজ্ঞাসা করিল সে কহিল "রাইয়ত দুইজনে দাদনের ভয়ে পালাইয়াছে, আমি দাদন লইয়াছি আমার গুদামে যাইতে কি কারণ হইতে পারে।" আমি বুঝিলাম আমাকে প্ল্যাণ্টর বুঝিয়াছে। রাইয়তের হস্তে দুধো দিয়া আমি গমন করিলাম।

ডেপুটি। ভ্যাল্সি সাহেবের কানসরণের এক গ্রাম দিয়া পাদরি সাহেব যাইতেছিলেন। রাইয়তেরা তাহাকে দেখিয়া 'নীলভূত বেরিয়েছে, নীলভূত বেরিয়েছে', বলিয়া রাস্তা ছাড়িয়া স্ব স্ব গৃহে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ পাদ্রি সাহেবের বদান্যতা, বিনয় এবং ক্ষমা দর্শন করিয়া রাইয়তেরা বিস্ময়াপন্ন হইল এবং নীলকর পীড়াতুর প্রজাপুঞ্জের দুঃখে পাদরি সাহেব যত আন্তরিক বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহারা তাঁহাকে ততই ভক্তি করিতে লাগিল। এক্ষণে রাইয়তেরা পরস্পর বলাবলি করে,—"এক ঝাড়ের বাঁশ বটে, কোনখানায় দুর্গাঠাকুরুণের কাঠাম, কোনখানায় হাড়ির ঝুড়ি।"

পণ্ডিত। আমরা মৃত শরীরটি লইয়া যাই।

ডাক্তার। কিঞ্চিৎ দেখিতে হইবে, আপনারা বাহিরে আনিতে পারেন। (বিন্দুমাধব এবং ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর কর্তৃক বন্ধনমোচনপূর্ব্বক মৃতদেহ লইয়া যাওন এবং সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক
প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেগুনবেড়ের কুটির দপ্তরখানার সম্মুখ

(গোপীনাথ দাস এবং একজন গোপের প্রবেশ)

গোপী। তুই এত খবর পেলি কেমন করে?

গোপ। মোরা হলাম পত্তিবাসী, সারাখুত্তি যাওয়া আসা কত্তি নেগেচি, নূন না থাকলি নূন চেয়ে আনৃচি, তেলপলাডা তেলপলাডাই আনালাম, ছেলেডা ফাস্তি নাগলো গুড় চেয়ে দেলাম ; —বসিগার বাড়ী সাতপুরুষ খেয়ে মানুষ, মোরা আর ওনাদের খবর আকে নে ?

গোপী। বিন্দুমাধবের বিবাহ হয় কোথায়?

গোপ। ঐ যে কি গাঙা বলে কল্‌কাতার পশ্চিম, যারা কায়েদগার পইতি কত্তি চেয়েলো—বামুণ আচে, এদিগ্নি খেবিয়ে ওঠা যায় না, আবার বামুণ বেড়িয়ে তোলে।—ছোটবাবু শ্বশুরগার মান বড়, গারনাল সাহেব টুপি না খুলি এসতি পারে না। পাড়াগাঁয় ওরা কি মেয়ে দেয়? ছোটবাবুর ন্যাকাপড়া দেখে চাসাগাঁ মানলে না। নোকে বলে সউরে মেয়েগুনো কিছু ঠমকমারা, আর ঘরো বাজারে চেনা যায় না; কিন্তু বসিগার বৌর মত শান্ত মেয়ে তো আর চোকি পড়ে না; গোমার মা পত্যই ওনাদের বাড়ী যায়, তা এই পাঁচ বচ্চোর বে হয়েছে, একদিন মুখখান দ্যাখতি প্যালে না; যে দিন বে করে আন্‌লে মোরা সেইদিন দেখেলাম, ভাবলাম, সউরে বাবুরো য়্যাংরোজ-ঘ্যাসা, তাইতে বিবির ন্যাকাত মেয়ে পয়দা করেচে।

গোপী। বউটি সর্বদাই শ্বাশুড়ির সেবায় নিযুক্ত আছে?

গোপ। দেওয়ানজী মশাই, বলবো কি? মোগার গোমার মা বল্লে—পাড়াতেও আইত ছোটবউ না থাকলি যেদ্দিন গলায় দড়ির খবর শুনলো, সেই দিনই মাঠাকুরুণ মরতো। শুনেলাম সউরে মেয়েগুনো মিনেষেগার ভ্যাড়া করে আকে আর মা বাপির না খাতি দিয়ে মারে; কিন্তু এ বউডারে দেখে জানলাম, এডা কেবল গুজব কথা!

গোপী। নবীন বোসের মাও বোধ করি বউটিকে বড় ভালবাসে।

গোপ। মাঠাকুরুণ যে পিরত্তিমির মধ্যি কারে ভাল না বাসেন তাও তো দেখতি পাইনে। অঃ! ম্যাগি য্যান অন্নপুন্নো; তা তোমরা কি আর অন্ন একেচ যে তিনি পুন্নো হবেন? গোড়ার নীলি বুড়রে খেয়েচে, বুড়িরিও খাবে খাবে কত্তি নেগেচে—

গোপী। চুপ কর, গুওটা, সাহেব শুনলে এখনি অমাবস্যা বের করবে।

গোপ। মুই কি করবো তুমি তো খুচিয়ে খুচিয়ে বিষ বার কত্তি নেগেচো। মোর কি সাধ, কুটিতে বসি গোড়ার শালারে গালাগালি করি!

গোপী। আমার মনেতে কিছু দুঃখ হয়েছে, মিথ্যা মকদ্দমা করে মানী মানুষটার নষ্ট করলাম। নবীনের শিরঃপীড়া আর নবীনের মার এই মলিন দশা শুনে আমি বড় ক্লেশ পাইয়াছি।

গোপ। ব্যাঙ্গের সর্দি?—দেওয়ানজি মশাই খাপ হবেন না, মুই পাগল ছাগল আচি একটা। তামাক সাজে আন্‌বো?

গোপী। গুওটা-নন্দন, ভোগলের শেষ।

গোপ। সাহেবরাই সব কত্তি নেগেছে, সাহেবরা আপনার কামার আপনার খাঁড়া যেখানে পড়ায় সেখানে পড়ে। গোড়ার কুটিতি দ' পড়ে তো গেরামের নোক নেয়ে বাচে।

গোপী। তুই গুওটা বড় ভেমো, আমি আর শুনতে চাই না। তুই যা সাহেবের আসবার সময় হইছে।

গোপ। মুই চল্লাম, মোর দুদির হিসেবডা করে মোরে কাল একটা টাকা দিতে হবে, মোরা গঙ্গাস্নানে যাব। (গোপের প্রস্থান)

গোপী। বোধ করি, ঐ শিরঃপীড়ার উপরই কাল বজ্রাঘাত হবে। সাহেব তোমার পুষ্করিণীর পাড়ে নীল বুন্‌বে তা কেহ রুখিতে পারিবে না। সাহেবদের কিঞ্চিৎ অন্যায় বটে, গত বৎসর টাকা না পেয়েও পঞ্চাশ বিঘা নীল করিতে একপ্রকার প্রবৃত্ত হয়েছে, তাতেও মন উঠিল না। পূর্ব মাঠের ধানি জমি কয়েকখানার জন্যই এত গোলমাল; নবীন বোসের দেওয়াই উচিৎ ছিল। শেতল কে তুষ্ট রাখিতে পারিলেই ভাল। নবীন মরেও এককামড় কামড়াবে। —(সাহেবকে দূরে দেখিয়া) এই যে শুভ্রকান্তি নীলাম্বর আসিতেছে। আমাকে হয় তো বা সাবেক দেওয়ানের সঙ্গে কতক দিন থাক্‌তে হয়।

(উডের প্রবেশ)

উড। এ কথা যেন কেহ না জানতে পারে, মাতঙ্গনগরের কুটিতে দাঙ্গা বড় হবে, লাটিয়াল সব সেখানে থাকবে। এখানকার জন্যে দশজন পোদ শড়কিওয়ালা জোগাড় করে রাখবে।—আমি যাবো, ছোট সাহেব যাবে ; তুমি যাবে। শালা কাচা গলায় বেঁধে বাড়াবাড়ি কত্তে পারবে না বেম্মো আছে, কেমন করিয়া দারগার মদৎ আনতে পারবে—

গোপী। ব্যাটারা যে কাতর হয়েচে, শড়কিওয়ালার আবশ্যক হবে না। হিন্দুর ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে, বিশেষ জেলের ভিতরে মরা বড় দোষ এবং ধিক্কারাস্পদ। এই ঘটনাতেই ব্যাটা বড় শাসিত হইয়াছে।

উড। তুমি বুঝিতেছ না, বাপের মরাতে রাস্কেলের সুখ হইল—বাপের ভয়েতে নীলের দাদন লইত, এখন বাঞ্চতের সে ভয় গেল, যেমন ইচ্ছা তেমনি করবে। শালা আমার কুটির বদনাম করে দিয়েছে। হারামজাদাকে কাল আমি গ্রেপ্তার করবো, মজুমদারের সহিত দোস্ত করিয়া দিব। অমরনগরের ম্যাজিস্ট্রেটের মত হাকিম আইলে বজ্জাত সব কত্তে পারবে!

গোপী। মজুমদারের মোকদ্দমায় যে সূত্র করিয়াছে, যদি নবীন বোসের এ বিভ্রাট না হতো, তবে এতদিন ভয়ানক হইয়া উঠিত। এখনও কি হয় বলা যায় না, বিশেষ যে হাকিম আসিতেছেন, তিনি শুনিয়াছি রাইয়তের পক্ষ,আর মফঃস্বলে আইলে তাবু আনেন। ইহাতে কিছু গোল বোধ হয়, ভয়ও বটে—

উড। তোম ভয় ভয় করকে হামকো ডেক কিয়া, নীলকর সাহেবকো কই কামমে ডর হ্যায়!—গিদ্ধড় কি শালা, তোমার মোনাসেফ না হোয়, কাম ছোড় দেও।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, কাজেই ভয় হয়। সাবেক দেওয়ান কয়েদ হলে তার পুত্র ছয় মাসের বাকি মাহিয়ানা লইতে আসিয়াছিল ; তাহাতে আপনি দরখাস্ত করিতে বল্লেন ; দরখাস্ত করলে পরে হুকুম দিলেন, কাগজ নিকাশ ব্যতীত মাহিয়ানা দেওয়া যাইতে পারে না। ধর্ম্মাবতার, চাকর কয়েদ হলে বিচার এই!

উড। আমি জানি না ?—ও শালা, পাজি নেমকহারাম, বেইমান। মাহিয়ানার টাকায় তোমাদের কি হইয়া থাকে ? তোমরা যদি নীলের দামের টাকা ভক্ষণ না কর, তবে কি ডেড়লি কমিসন হইত ? তা হইলে কি দুঃখী প্রজারা কাঁদিতে কাঁদিতে পাদরি সাহেবের কাছে যাইত ? তোমরা শালারা সব নষ্ট করিয়াছ ; মাল কম পড়িলে তোমার বাড়ী বেচিয়া লইব,—য়্যারান্ট কাউয়ার্ড, হেলিশ, নেভ।

গোপী। আমরা, হুজুর কসায়ের কুকুর, নাড়ীভুঁড়িতেই উদর পূর্ণ করি। ধর্ম্মাবতার, আপনারা যদি মহাজনেরা যেমন খাতকের কাছে ধান আদায় করে, সেই রূপে নীল গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে নীলকুটির এত দুর্নাম হইত না, আমিন খালাসিরও প্রয়োজন থাকিত না, আর আমাকে "গুপে গুওটা, গুপে গুওটা" বলিয়া সকল লোকে গাল দিত না।

উড। তুমি গুওটা ব্লাইণ্ড, তোমার চক্ষু নাই—

(একজন উমেদারের প্রবেশ)

আমি এই চক্ষে দেখিয়াছি (আপনার চক্ষে আঙ্গুল দিয়া) মহাজনেরা ধানের ক্ষেত্রে যায় এবং রাইয়তদিগের সঙ্গে বিবাদ করে। তুমি এই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর।

উমে। ধর্ম্মাবতার, আমি এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি। রাইয়তেরা বলে, "নীলকর সাহেবদের দৌলতে মহাজনের হাত হইতে রক্ষা পাইতেছি।"

গোপী। (উমেদারের প্রতি জনান্তিকে) ওহে বাপু, বৃথা খোসামোদ ; কর্ম্মকিছু খালি নেই। (উডের প্রতি) মহাজনেরা ধানের ক্ষেত্রে গমন করে এবং নিজ খাতকের সহিত বাদানুবাদ করে,

এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু এরূপ গমনের এবং বিবাদের নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত হইলে, শ্যামচাঁদশক্তিশেলে অনাহারী প্রজারূপ সুমিত্রানন্দননিচয়ের নিপতন, খাতকের শুভাভিলাষী মহাজন, মহাজনের ধান্যক্ষেত্রে ভ্রমণের সহিত তুলনা করিতেন না। আমাদের সঙ্গে মহাজনদের অনেক ভিন্নতা।

উড। আচ্ছা, আমারে বুঝাও। কিছু কারণ থাকিতে পারে। শালা লোক আমাদিগের সব কথা বলিতেছে, মহাজনদের কথা কিছু বলে না।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, খাতকদিগের সম্বৎসরের যত টাকা আবশ্যক, সকলি মহাজনের ঘর হইতে আনে এবং আহারের জন্য যত ধান্য প্রয়োজন তাহা মহাজনের গোলা হইতে লয়; বৎসরান্তে তামাক, ইক্ষু, তিল ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া মহাজনের সুদ সমেত টাকা পরিশোধ করে, অথবা বাজারদরে ঐ সকল দ্রব্য মহাজনদের দেয়; এবং ধান্য যাহা জন্মে; তাহা হইতে মহাজনের ধান্য দেড়া বাড়িতে ফিরিয়ে দেয়, ইহার পর যাহা থাকে তাহাতে তিন চারি মাস ঘর খরচ করে। যদি দেশে অজন্মাবশতঃ কিম্বা খাতকের অসঙ্গত ব্যয় জন্য টাকা কিম্বা ধান্য বাকি পড়ে, তাহা বকেয়া বাকি বলিয়া নূতন খাতায় লিখিত হয়; বকেয়া বাকি ক্রমে ক্রমে উসুল পড়িতে থাকে; মহাজনেরা কদাপিও খাতকের নামে নালিশ করে না; সুতরাং যাহা বাকি পড়ে, তাহা মহাজনদিগের আপাততঃ লোকসান বোধ হয়; এই জন্য মহাজনেরা কখন কখন মাঠে যায়, ধানের কারকিত রীতিমত হইয়াছে কি না দেখে, খাজনা বলিয়া যত টাকা খাতকে চাহিয়াছে তদুপযুক্ত জমি বুনন হইয়াছে কিনা, তাহা অনুসন্ধান করিয়া জানে। কোন কোন অদূরদর্শী খাতক প্রতারণা করিয়া অধিক টাকা লইয়া সর্ব্বদাই ঋণে বিব্রত হইয়া মহাজনের লোকসান করে এবং আপনারাও কষ্ট পায়; সেই কষ্ট নিবারণের জন্যেই মহাজনেরা মাঠে যায়, "নীলমামদো" হইয়া যায় না—(জিবকেটে) ধর্ম্মাবতার এই নেড়ে হারামখোর বেটারা বলে।

উড। তোমার ছাড়ন্ত শনি ধরিয়াছে, নচেৎ তুমি এত অনুসন্ধান করিতেছ কি কারণ, নইলে তুই এত বেয়াদব হইয়াছিস্ কেন? বজ্জাৎ, ইন্সেসচিউয়স্ ব্রুট।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, গালাগালি খেতেও আমরা, শ্রীঘর যেতেও আমরা; কুটিতে ডিস্পেন্সিরী স্কুল হইলেই আপনারা; খুনগুলি হইলেই আমরা হুজুরের কাছে পরামর্শ করিতে গেলে রাগত হন, মজুমদারের মোকদ্দমায় আমার অন্তকরণ যে উচাটন হইয়াছে, তা, গুরুদেবই জানেন।

উড। বাঞ্চৎকে একটা সাহসী কার্য্য করিতে বলি, শালা ওমনি মজুমদারের কথা প্রকাশ করে; আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি, তুমি শালা বড় নালায়েক আছ। নবীন বোসকে শচীগঞ্জের গুদামে পাঠাইয়া কেন তুমি স্থির হও না।

গোপী। আপনি গরীবের মা বাপ, গরীব চাকরের রক্ষার জন্য একবার নবীন বোসকে এ মোকদ্দমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হয়।

উড। চুপ্‌রাও, ইউ ব্যাষ্টার্ড অব হোর্‌স বিচ্! তেরা ওয়াস্তে হাম কুত্তাকা সাৎ মুলাকাৎ করেগা, শালা কাউয়র্ড কায়েৎ বাচ্চা।

(পদাঘাতে গোপীনাথের ভূমিতে পতন)

কমিসনে তোকে সাক্ষী দিতে পাঠাইলে তুই হারামজাদা সর্ব্বনাশ কত্তিস, ডেভিলিশ নিগার! (আর দুই পদাঘাত)-এই মুখে তোম ক্যাওটকা মাফিক কাম ডেগা? শালা কয়েট্ বাল্‌কো কাম্ ডেক্‌কে হাম্ টোমকো আব্ভি জেলমে ভেজ ডেগা।

(উড এবং উমেদারের প্রস্থান)

গোপী। (গাত্র ঝাড়িতে ঝাড়িতে উঠিয়া) সাত শত শকুনি মরিয়া নীলকরের দেওয়ান হয়, নচেৎ অগণনীয় মোজা হজম হয় কেমন করে? কি পদাঘাতই করেছে, বাপ্! বেটা যেন আমার কলেজ আউট বাবুদের গৌনৃপরা মাগ। (নেপথ্যে। দেওয়ান, দেওয়ান)।

গোপী। বান্দা হাজির। এবার কার পালা—

"প্রেম সিন্ধু নীরে বহে নানা তরঙ্গ"।

(গোপীনাথের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবীনমাধবের শয়নঘর

(আদুরী—বিছানা করিতে করিতে ক্রন্দন)

আদুরী। আহা! হা! হা! কনে যাব, পরাণ ফ্যাটে বার হলো, এমন করেও ম্যারেচে, কেবল ধুক্ ধুক্ কত্তি নেগেচে ভেবে তানারা গাচতলায় আঁচড়ি করে কান্তি নেগেচেন, কোলে করে যে মোদের বাড়ী পানে আন্‌লে তা দেখিতে পালেন না।

(নেপথ্যে। আদুরী, আমরা ঘরে নিয়ে যাব?)

আদুরী। তোমরা ঘরে নিয়ে এস, তানারা কেউ এখানে নেই।

(মূর্চ্ছাপন্ন নবীনমাধবকে বহন করত সাধু এবং তোরাপের প্রবেশ)

সাধু। (নবীনমাধবকে শয্যায় শয়ন করাইয়া) মাঠাকুরুণ কোথায়?

আদুরী। তানারা গাছতলায় দেড়িয়ে দেখতি নেগেছেন (তোরাপকে দেখাইয়া) ইনি যখন নে পেলিয়ে গ্যালেন, মোরা ভাবলাম নিয়ে কুটি গেল ; তানারা গাছতলায় আচড়া পিচড়ি কত্তি নেগলো, মুই নোক ডাকত্তি বাড়ী আলাম।—মরা ছেলে দেখে মাঠাকুরুণ কি বাঁচবে? তোমরা একটু দাঁড়াও মুই তানাদের ডাকে আনি। (আদুরীর প্রস্থান)

(পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরো। হা বিধাতঃ। এমন লোককেও নিপাত করিল! এত লোকের অন্ন রহিত হইল। বড়বাবু যে আর গাত্রোত্থান করেন, এমন বোধ হয় না।

সাধু। পরমেশ্বরের ইচ্ছা, তিনি মৃতমনুষ্যকেও বাঁচাইতে পারেন।

পুরো। শাস্ত্রমতে তেরাত্রে বিন্দুমাধব ভাগীরথীতীরে পিণ্ডদান করিয়াছেন, কেবল কর্ত্রী ঠাকুরাণীর অনুরোধে মাসিক শ্রাদ্ধের পর পর এ স্থান হইতে বাস উঠাইবার স্থির হইয়াছিল এবং আমাকে বলিয়াছিলেন, আর ও দুর্দান্ত সাহেবদিগের সহিত দেখাও করিবেন না ; তবে অদ্য কি জন্য গমন করিলেন?

সাধু। বড়বাবুর অপরাধ নাই, বিবেচনারও ত্রুটি নাই। মাঠাকুরুণ এবং বউঠাকুরুণ অনেকরূপ নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "যে কয়েক দিন এখানে থাকা যায়, আমরা কুয়ার জল তুলিয়া স্নান করিব, অথবা আদুরী পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া দিবে, আমাদিগকে কোন ক্লেশ হইবে না।" বড় বাবু বলিলেন, "আমি পঞ্চাশ টাকা নজর দিয়া সাহেবের পায় ধরিয়া পুষ্করিণীর পাড়ে নীল করা রহিত করিব, এ বিপদে বিবাদের কোন কথা কহিব না।" এই স্থির করিয়া বড় বাবু আমাকে আর তোরাপকে সঙ্গে লইয়া নীলক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে সাহেবকে বলিলেন, "হজুর, আপনাকে পঞ্চাশ টাকা সেলামি দিতেছি, এ স্থানটায় নীল করবেন না ; আর যদি এই ভিক্ষা না দেন, তবে টাকা লইয়া গরীব পিতৃহীন প্রজার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শ্রাদ্ধের নিয়মভঙ্গের দিন পর্য্যন্ত বুনন রহিত করুন।" নরাধম যে উত্তর দিয়াছিল তাহা

পুনরুক্তি করিলেও পাপ আছে, এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। বেটা বল্লে "যবনের জেলে চোর ডাকাইতের সঙ্গে তোর পিতার ফাঁস হইয়াছে, তার শ্রাদ্ধে অনেক ষাঁড় কাটিতে হইবে সেই নিমিত্তে টাকা রাখিয়া দে" ; এবং পায়ের জুতা বড়বাবুর হাঁটুতে ঠেকাইয়া কহিল, "তোর বাপের শ্রাদ্ধে ভিক্ষা এই।"

পুরো। নারায়ণ! নারায়ণ! (কর্ণে হস্ত প্রদান)

সাধু। অমনি বড়বাবুর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, দন্ত দিয়া ঠোঁট কামড়াইতে লাগিলেন। এবং ক্ষণেক কাল নিস্তব্ধ হয়ে থেকে সজোরে সাহেবের বক্ষস্থলে এমন একটি পদাঘাত করিলেন, বেটা বেনার বোঝার ন্যায় ধপাৎ করিয়া চিত হইয়া পড়িল। কেশে ঢালী, যে এখন কুটির জমাদার হইয়াছে, সেই বেটা ও আরও দশজন শড়কিওয়ালা বড়বাবুকে ঘেরাও করিল ; ইহাদিগকে বড়বাবু একবার ডাকাতি মোকদ্দমা হইতে বাঁচাইয়াছেন, বেটারা বড়বাবুকে মারিতে একটু চক্ষুলজ্জা বোধ করিল। বড় সাহেব উঠিয়া জমাদারকে একটা ঘুসি মারিয়া তাহার হাতের লাঠি বড়বাবুর মাথায় মারিল, বড়বাবুর মস্তক ফাটিয়া গেল এবং অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িলেন ; আমি অনেক যত্ন করিয়াও গোলের ভিতর যাইতে পারিলাম না ; তোরাপ দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, বড়বাবুকে ঘেরাও করিতেই একগুঁয়ে মহিষের মত দৌড়ে গোল ভেদ করে বড় বাবুকে কোলে লইয়া বেগে প্রস্থান করিল।

তোরাপ। মোরে বল্লেন, "তুই এট্টু তফাৎ থাক্, জানি কি ধরা পাক্‌ড়া করে নে যাবে" ; মোর উপর সুমুন্দিগার বড় গোষা ; মারামারি হবে জান্‌লি মুই কি নুকিয়ে থাকি; এট্টু আগে যাতে পাল্লে বড়বাবুকে বেঁচিয়ে আস্তে পাত্তাম, আর দুই সুমুন্দিরি বরকোৎ বিবির দরগায় জবাই কত্তাম। বড়বাবুর মাতা দেখে মোর হাত পা প্যাটের মধ্যি গেল, তা সুমুন্দিগার মারবো কখন— আল্লা, বড়বাবু মোরে এতবার বাঁচালে, মুই বড় বাবুরি য়্যাকবার বাঁচাতি পাল্লাম না। (কপালে ঘা মারিয়া রোদন)

পুরো। বুকে যে একটা অস্ত্রের ঘা দেখিতেছি ?

সাধু। তোরাপ গোলের মধ্যে পৌঁছিবামাত্র ছোট সাহেব পতিত বড় বাবুর উপর এক তলোয়ারের কোপ মারে তোরাপ হস্ত দিয়া রক্ষা করে, তোরাপের বাম হস্ত কাটিয়া যায়, বড়বাবুর বুকে একটু খোঁচা লাগে।

পুরো। (চিন্তা করিয়া)

"বন্ধুস্ত্রীভৃত্যবর্গস্য বুদ্ধেঃ সত্বস্য চাত্মনঃ।
আপন্নিকষপাষাণে নরোজানাতি সারতাং॥

বড়বাড়ীর জনপ্রাণী দেখিতেছি না, কিন্তু অপরগ্রামবাসী ভিন্ন জাতি তোরাপ বড়বাবুর নিকটে বসে রোদন করিতেছে—আহা! গরীব খেটেখেগো লোক ; হস্তখানি একেবারে কাটিয়া গিয়াছে!—উহার মুখ রক্তমাখা কিরূপে হইল ?

সাধু। ছোট সাহেব উহার হস্তে তলোয়ার মারিলে পর, নেজ মাড়িয়ে ধরলে বেজি যেমন ক্যাচম্যাচ করিয়া কামড়ে ধরে, তোরাপ জ্বালার চোটে বড় সাহেবের নাক কামড়ে লইয়ে পালাইয়াছিল।

তোরাপ। নাক্‌টা মুই গাঁটি গুঁজে নেকিচি, বড়বাবু বেঁচে উট্‌লি দ্যাখাবো এই দেখ—(ছিন্ন নাসিকা দেখান)। বড়বাবু যদি আপনি পালাতি পাত্তেন, সুমুন্দির কান দুটো মুই ছিড়ে আন্‌তাম, খোদার জীব পরানে মাত্তাম না।

পুরো। ধর্ম্মে আছে, শূর্পণকার নাসিকাচ্ছেদে দেবগণ রাবণের অত্যাচার হইতে ত্রাণ পাইয়াছিল ; বড় সাহেবের নাসিকাচ্ছেদে প্রজারা নীলকরের দৌরাত্ম্য হইতে মুক্তি পাইবে না ?

তোরাপ। মুই এখন ধানের গোলার মদ্যি নুকিয়ে থাকি, নাত করে পেলিয়ে যাব ; সুমুন্দির নাকের জন্যি গাঁ নসাতলে পেটিয়ে দেবে।

(নবীনমাধবের বিছানার কাছে মাটিতে দুইবার সেলাম করিয়া তোরাপের প্রস্থান)

সাধু। কর্তা মহাশয়ের গঙ্গালাভ শুনে মাঠাকুরুণ যে ক্ষীণ হয়েছেন, বড়বাবুর এ দশা দেখিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিবেন, সন্দেহ নাই। এত জল দিলাম, বুকে হাত বুলালাম, কিছুতেই চেতন হইল না। আপনি একবার ডাকুন দিকি।

পুরো। বড়বাবু, বড়বাবু, নবীনমাধব — (সজলনয়নে) — প্রজাপালক অন্নদাতা, — চক্ষু নাড়িতেছেন।—আহা! জননী এখনি অত্মহত্যা করবেন। উদ্বন্ধনবার্তা শ্রবণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন দশ দিবস পাপ পৃথিবীর অন্নগ্রহণ করিবেন না, অদ্য পঞ্চম দিবস, প্রত্যুষে নবীনমাধব জননীর গলা ধরিয়া অনেক রোধন করিলেন এবং কহিলেন, "মাতঃ! যদি অদ্য আপনি আহার না করেন, তবে মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন-জনিত নরক মস্তকে ধারণপূর্ব্বক আমি হবিষ্য করিব না, উপবাসী থাকিব।" তাহাতে জননী নবীনের মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "বাবা রাজমহিষী ছিলেম, রাজমাতা হলেম ; আমার মনে কিছু খেদ থাকিত না যদি মরণকালে তাঁর চরণ একবার মস্তকে ধারণ করিতে পারিতাম। এমন পুণ্যাত্মার অপমৃত্যু হইল, এই কারণে আমি উপবাস করিতেছি। দুঃখিনীর ধন তোমরা ; তোমার এবং বিন্দুমাধবের মুখ চেয়ে আমি অদ্য পুরোহিত ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করিব ; তুমি আমার সম্মুখে চক্ষের জল ফেল না।"—বলিয়া নবীনকে পঞ্চমবর্ষের শিশুর ন্যায় ক্রোড়ে ধারণ করিলেন (নেপথ্যে বিলাপসূচক ধ্বনি) আসিতেছেন।

(সাবিত্রী, সৈরিন্ধ্রী, সরলতা, আদুরী, রেবতী, নবীনের খুড়ী
এবং অন্যান্য প্রতিবেশীগণের প্রবেশ)

সাবি। (নবীনের মৃতবৎ শরীর দর্শন করিয়া) নবীনমাধব, বাবা আমার বাবা আমার কোথায়, কোথায় ? উহুহু!—মূর্চ্ছিতা হইয়া পতন)।

সৈরিন্ধ্রী। (রোদন করিতে করিতে) ছোট বউ, তুমি ঠাকুরুণকে ধর, আমি প্রাণকান্তকে একবার প্রাণভরে দর্শন করি। (নবীনমাধবের মুখের নিকট উপবিষ্ট)

পুরো। (সৈরিন্ধ্রীর প্রতি) মা, তুমি পতিব্রতা সাধ্বী সতী, তোমার শরীর সুলক্ষণে মণ্ডিত ; পতিব্রতা সুলক্ষণা ভার্য্যার ভাগ্যে মৃত্ত পতিও জীবিত হয় ; —চক্ষু নড়িতেছে,—নির্ভয়ে সেবা কর। সাধু, কর্ত্রী ঠাকুরাণীর জ্ঞানসঞ্চয় হওয়া পর্য্যন্ত তুমি এখানে থাক। (প্রস্থান)

সাধু। মাঠাকুরুণের নাকে হাত দিয়া দেখ দেখি, মৃত শরীর অপেক্ষাও শরীর স্থির দেখিতেছি।

সর। (নাসিকায় হস্ত দিয়া রেবতীর প্রতি মৃদুস্বরে) নিশ্বাস বেশ বহিতেছে কিন্তু মাথা দিয়া এমন আগুন হইতেছে যে আমার গলা পুড়ে যাচ্ছে।

সাধু। গোমস্তা মহাশয় কবিরাজ আন্‌তে গিয়ে সাহেবদের হাতে পড়লেন নাকি ? আমি কবিরাজের বাসায় যাই।

সৈরিন্ধ্রী। আহা! আহা! প্রাণনাথ। যে জননীর অনাহারে এত খেদ করিতেছিলে, যে জননীর ক্ষীণতা দেখিয়া রাত্রিদিন পদসেবায় নিযুক্ত ছিলে, যে জননী কয়েক দিবস তোমাকে ক্রোড়ে না করিয়া নিদ্রা যাইতে পারিতেন না, সেই জননী তোমার নিকটে মূর্চ্ছিতা হইয়া পতিত আছেন, একবার দেখিলে না ?—(সাবিত্রীকে অবলোকন করিয়া) আহা! হা! বৎসহারা হাম্বারবে ভ্রমণকারিণী গাভী সর্পাঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রান্তরে যেরূপ পতিত হইয়া থাকে, জীবনধারার পুত্রশোকে জননী সেইরূপ ধরাশায়িনী হইয়া আছেন।—প্রাণনাথ! একবার নয়ন মেলে দেখ,

একবার দাসীরে অমৃত বচনে দাসী বলে ডেকে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত কর ; মধ্যাহ্নসময় আমার সুখসূর্য্য অন্তর্গত হইল ; আমার বিপিনের উপায় কি হবে! (রোদন করিতে করিতে নবীনমাধবের বক্ষের উপর পতন)

সর। ওগো তোমরা দিদিকে কোলে করে ধর।

সৈরিন্ধ্রী। (গাত্রোত্থান করিয়া) অতি শিশুকালে পিতৃহীন হয়েছিলাম। আহা! এই কাল নীলের জন্যেই পিতাকে কুটিতে ধরে নিয়ে যায়। পিতা আর ফিরিলেন না। নীলকুটি তাঁর যমালয় হইল! কাঙ্গালিনী জননী আমার, আমায় নিয়ে মামালয়ে যান, পতিশোকে সেইখানে তাঁর মৃত্যু হয়, মামারা আমাকে মানুষ করেন। আমি মালিনীর হস্ত হইতে হঠাৎ পতিত পুষ্পের ন্যায় পথে পতিত হইয়াছিলাম, প্রাণনাথ আমাকে আদর করে তুলে নিয়ে গৌরব বাড়াইয়াছিলেন ; আমি জনকজননীর শোক ভুলে গিয়াছিলাম। প্রাণকান্তের জীবনে পিতামাতা আমার পুনর্জীবিত হইয়াছিলেন।—(দীর্ঘ নিঃশ্বাস) আমার সকল শোক নূতন হইতেছে। আহা! সর্ব্বাচ্ছাদক স্বামীহীন হইলে আমি আমার পিতামাতা বিহীন পথের কাঙ্গালিন হইব। (ভূতলে পতন)

খুড়ী। (হস্তধারণপূর্বক উত্তোলন করিয়া) ভয় কি? উতলা হও কেন মা, বিন্দুমাধবকে ডাক্তার আনতে লিখে দিয়েছে, ডাক্তার আইলেই ভাল হবেন।

সৈরিন্ধ্রী। সেজো ঠাকুরুণ, আমি বালিকাকুলে সেঁজোতির ব্রত করিয়াছিলাম ; আলপনায় হস্ত রাখিয়া বলেছিলাম, যেন রামের মত পতি পাই, কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাই, দশরথের মত শ্বশুর পাই, লক্ষ্মণের মত দেবর পাই ; সেজো ঠাকুরুণ, বিধাতা আমাকে সকলি আশার অধিক দিয়াছিলেন ; আমার তেজঃপুঞ্জ প্রজাপালক রঘুনাথ স্বামী ; অবিরল অমৃত মুখী বধূপ্রাণ কৌশল্যা শাশুড়ী—স্নেহপূর্ণলোচন প্রফুল্লবদন, বধূমাতা বধূমাতা বলেই চরিতার্থ ; দশদিক আলোকরা শ্বশুর ; শারদকৌমুদী বিনিন্দিত বিমল বিন্দুমাধব আমার সীতাদেবীর লক্ষ্মণ দেবর অপেক্ষায়ও প্রিয়তর। মাগো! সকলি মিলেছে, কেবল একটি ঘটনায় অমিল দেখিতেছি,—আমি এখনও জীবিত আছি, রাম বনে গমন করিতেছেন, সীতার সহগমনের কোন উদ্যোগ দেখিতেছি না। আহা! আহা! পিতার অনাহারে মরণ শ্রবণে সাতিশয় কাতর ছিলেন, পিতার পারণের জন্যই প্রাণনাথ কাচা গলায় থাকিতে থাকিতেই স্বর্গধামে গমন করিতেছেন। (একদৃষ্টিতে মুখাবলোকন করিয়া) মরি, মরি, নাথের ওষ্ঠাধর একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।—ওগো! তোমরা আমার বিপিনকে একবার পাটশালা হতে ডেকে এনে দাও, আমি একবার—(সাশ্রুনয়নে) বিপিনের হাত দিয়া স্বামীর শুষ্ক মুখে একটু গঙ্গাজল দি।

(মুখের উপর মুখ দিয়া অবস্থিতি)

সকলে আহা! হা!

খুড়ি। (গাত্র ধরিয়া তুলিয়া) মা, এখন এমন কথা মুখে এনো না!—(ক্রন্দন) মা, যদি বড় দিদির চেতন থাক্‌তো, তবে একথা শুনে বুক ফেটে মর্‌তেন।

সৈরিন্ধ্রী। মা, স্বামী আমার ইহলোকে বড় ক্লেশ পেয়েছেন, তিনি পরলোকে পরম সুখি হন, এই আমার বাসনা। প্রাণনাথ! দাসী তোমার যাবজ্জীবন জগদীশ্বরকে ডাক্‌বে। প্রাণনাথ! তুমি পরম ধার্ম্মিক, পরোপকারী, দীনপালক ; তোমাকে অনাথবন্ধু বিশ্বেশ্বর অবশ্যই স্থান দিবেন। আহা! হা! জীবনকান্ত! দাসীকে সঙ্গে লইয়া যাও, তোমার দেবারাধনার পুষ্প তুলিয়া দেবে।

আহা আহা মরি, মরি, এ কি সর্ব্বনাশ!
সীতা ছেড়ে রাম বুঝি, যায় বনবাস॥
কি করিব কোথা যাব, কিসে বাচে প্রাণ।

বিপদ-বান্ধব, কর বিপদে বিধান॥
রক্ষ রক্ষ, রামনাথ, রমণী বিভব।
নীলানলে হয় নাশ, নবীনমাধব॥
কোথা নাথ দীননাথ, প্রাণনাথ যায়।
অভাগিনী অনাথিনী করিয়ে আমায়॥

(নবীনের বক্ষে হস্ত দিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস)

পরিহরি পরিজন, পরমেশ পায়।
লয় পতি, দিয়ে পতি বিপদে বিদায়।
দয়ার পয়োধি তুমি, পতিতপাবন।
পরিণামে কর ত্রাণ, জীবন-জীবন॥

সর। দিদি, ঠাকুরুণ চক্ষু মেলিয়াছেন, কিন্তু আমার প্রতি মুখবিকৃত করিতেছেন। (রোদন করিয়া) দিদি, ঠাকুরুণ আমার প্রতি এমন সকোপনয়নে কখন ত দৃষ্টি করেন নাই।

সৈরিন্ধ্রী! আহা! আহা! ঠাকুরুণ সরলতাকে এমনি ভাল বাসেন যে অজ্ঞানতাবশতঃ একটু রুষ্টচক্ষে চাহিয়া সরলতা চাপাফুল বালির খোলায় ফেলিয়া দিয়াছেন।—দিদি, কেঁদোনা, ঠাকুরুণের চৈতন্য হইলে, তোমায় আবার চুম্বন করবেন এবং আদরে পাগ্‌লীর মেয়ে বলবেন।

সাবি। (গাত্রোত্থান করিয়া নবীনের নিকটে উপবিষ্ট এবং কিঞ্চিৎ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া নবীনকে একদৃষ্টিতে অবলোকন করিতে করিতে) প্রসব বেদনার মত আর বেদনা নাই ; কিন্তু যে অমূল্যরত্ন প্রসব করিয়াছি, মুখ দেখে সব দুঃখ গেল। (রোদন করিতে করিতে) আরে দুঃখ! বিবি যদি যমকে চিঠি লিখে কর্ত্তারে না মারতো তবে সোনার খোকা দেখে কত আহ্লাদ কত্তেন। (হাততালি)

সকলে। আহা! আহা! পাগল হয়েছেন।

সাবি। (সৈরিন্ধ্রীর প্রতি) দাই বউ, ছেলে একবার আমার কোলে দাও ; তাপিত অঙ্গ শীতল করি, কর্ত্তার নাম করে খোকার মুখে একবার চুমো খাই—(নবীনের মুখ চুম্বন)

সৈরিন্ধ্রী। মা, আমি যে তোমার বড় বউ মা, দেখতে পাচ্চনা, তোমার প্রাণের রাম অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছেন, কথা কহিতে পাচ্চেন না।

সাবি। ভাতের সময় কথা ফুটবে।—আহা! কর্ত্তা থাকলে আজ কত আনন্দ, কত বাজনা বাজতো—(ক্রন্দন)।

সর। দিদি, জননীকে বিছানা ছাড়া করিয়া দাও, তাঁরে আমি শুশ্রূষা দ্বারা সুস্থ করি।

সৈরিন্ধ্রী। সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ! ঠাকুর পাগল হলেন!

সাবি। এমন চিঠিও লিখেছিলে ?—এত আহ্লাদের দিন বাজনা হলো না ?—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া সকলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সরলতার নিকটে গিয়া) তোমার পায়ে পড়ি, বিবি ঠাকুরন, আর একখান চিটি লিখে যমের বাড়ী থেকে কর্ত্তাকে ফিরে এনে দাও, সাহেবের বিবি, তা নইলে আমি তোমার পায়ে ধত্তাম।

সর। মাগো! তুমি আমাকে জননী অপেক্ষা স্নেহ কর, মা, তোমার মুখে এমন কথা শুনে আমি যমযন্ত্রণা হইতেও অধিক যন্ত্রণা পাইলাম! (দুই হস্তে সাবিত্রীকে ধরিয়া) মা, তোমার এ দশা দেখে আমার অন্তকরণে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে।

সাবি। খান্‌কি বিটি, পাজি বিটি, মেলোচ্ছো বিটি, আমাকে একাদশীর দিন ছুঁয়ে ফেল্লি,—(হস্ত ছাড়ান)।

সর। মাগো! আমি তোমার মুখে একথা শুনে আর পৃথিবীতে থাকিতে পারিনে। (সাবিত্রীর পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক ভূমিতে শয়ন করিয়া) মা! আমি তোমার পাদপদ্মে প্রাণত্যাগ করিব (ক্রন্দন)।

সাবি। খুব হয়েচে, গস্তানি বিটি মরে গিয়েচে ; কর্ত্তা আমার স্বর্গে গিয়েচে, তুই আবাগি নরকে যাবি, (হাস্য করিতে করিতে করতালি)।

সৈরিন্ধ্রী। (গাত্রোত্থান করিয়া) আহা! আহা! সরলতা আমার অতি সুশীলা, আমার শ্বাশুড়ির সাত আদরের বউ, জননীর মুখে কুবচন শুনে অতিশয় কাতর হয়েছে। (সাবিত্রীর প্রতি) মা, তুমি আমার কাছে এস।

সাবি। দাই বউ, ছেলে একা রেখে এলে বাছা, আমি যাই।

(দৌড়ে নবীনের নিকটে উপবেশন)

রেবতী। (সাবিত্রীর প্রতি) হাঁগা, মা, তুমি যে বলে থাক ছোট বউর মত বউ গাঁয় নেই, ছোট বউরি না খেবিয়ে তুমি যে খাও না, তুমি সেই ছোট বউরি খান্‌কি বলে গাল দিলে। হাঁগা মা, তুমি মোর কথা শোনচো না, মোরা যে তোমাগার খায়ে মানুষ, কত ষে খাত্তি দিয়েচো।

সাবি। আমার ছেলের আটকৌড়ির দিন আসিস্‌, তোরে জলপান দেব।

খুড়ি। বড় দিদি, নবীন তোমার বেঁচে উটবে,তুমি পাগল হইও না।

সাবি। তুমি জানলে কেমন করে ? ও নাম তো আর কেউ জানে না, আমার শ্বশুর বলেছিলেন, বউমার ছেলে হলে "নবীনমাধব" নাম রাখ্‌বো। আমি খোকা পেয়েচি, ঐ নাম রাখ্‌বো। কর্ত্তা বলতেন, কবে খোকা হবে, "নবীনমাধব" বলে ডাকবো (ক্রন্দন)। যদি বেঁচে থাক্‌তেন, আজ সে সাধ পুরতো। (নেপথ্যে শব্দ)

ঐ বাজনা এয়েচে,—(হাততালি)।

সৈরিন্ধ্রী। কবিরাজ আসিতেছেন, ছোট বউ উঠে ঘরে যাও।

(কবিরাজ ও সাধুচরণের প্রবেশ। সরলতা, রেবতী এবং প্রতিবাসিনীদের প্রস্থান, সৈরিন্ধ্রী অবগুণ্ঠানাবৃতা হইয়া একপাশে দণ্ডায়মান)।

সাধু। এই যে মাঠাকুরুণ উঠে বসিয়াছেন।

সাবি। (রোদন করিয়া) আমার কর্ত্তা নেই বলে কি তোমরা আমার এমন দিনে ঢোল বাড়ী রেখে এলে ?

আদুরী। ওনার ঘটে কি আর জ্ঞান আচে, উনি য়্যাকেবারে পাগল হয়েচেন। উনি ঐ মরা বড় হালদারের বলচেন "মোর কচি ছেলে" ছোট হালদানির বিবি বলে কত গালাগালি দেলেন, ছোট হালদানি কেঁদে ককাত্তি নেগ্যো। তোমাদের বলচেন বাজন্দেরে।

সাধু। এমন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

কবি। (নবীনের নিকট উপস্থিত হইয়া) একে পতিশোকে উপবাসিনী, তাহাতে নয়নানন্দ নন্দনের ঈদৃশী দশা ; সহসা এরূপ উন্মত্তা হওয়া সম্ভব, এবং নিদানসঙ্গত। নাড়ীর গতিকটা দেখা আবশ্যক—কর্ত্রী ঠাকুরুণ, হস্ত দেন—(হাত বাড়াইয়া)।

সাবি। তুই আঁটকুড়ির ব্যাটা কুটির নোক, তা নইলে ভাল মানুষের মায়ের হাত ধত্তি চাচ্চিস কেন ? (গাত্রোত্থান করিয়া) দাই বউ, ছেলে দেখিস মা, আমি জল খেয়ে আসি, তোরে একখান চেলির শাড়ী দেব। (প্রস্থান)

কবি। আহা! জ্ঞানপ্রদীপ আর প্রজ্জ্বলিত হইবে না ; আমি হিমসাগর তৈল প্রেরণ করিব, তাহাই সেবন করা এক্ষণকার বিধি। (নবীনের হস্ত ধরিয়া) ক্ষীণতাধিক্যমাত্র অপর কোন

বৈলক্ষণ্য দেখিতেছি না ; ডাক্তার ভায়ারা অন্য বিষয়ে গোবৈদ্য বটেন কিন্তু কাটাকুটির বিষয়ে ভাল ; ব্যয়বাহুল্য, কিন্তু একজন ডাক্তার আনা কর্ত্তব্য।

সাধু। ছোট বাবুকে ডাক্তার সহিত আসিতে লেখা হইয়াছে।

কবি। ভালই হইয়াছে।

(চারিজন জ্ঞাতির প্রবেশ)

প্রথম। এমন ঘটনা হইবে তাহা আমরা স্বপ্নেও জানি না। দুই প্রহরের সময়, কেহ আহার করিতেছে, কেহ স্নান করিতেছে, কেহ বা আহার করিয়া শয়ন করিতেছে। আমি এখন শুনিতে পাইলাম।

দ্বিতীয়। আহা! মস্তকের আঘাতটি সাংঘাতিক বোধ হইতেছে। কি দুর্দ্দৈব! অদ্য বিবাদ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, নচেৎ রাইয়তেরা সকলেই উপস্থিত থাকিত।

সাধু। দুইশত রাইয়ত লাঠি হস্তে করিয়া মার মার করিতেছে এবং "হাঁ বড় বাবু! হা বড় বাবু!" বলিয়া রোদন করিতেছে। আমি তাহাদিগের স্ব স্ব গৃহে যাইতে কহিলাম ; যেহেতু একটু পন্থা পাইলেই, সাহেব নাকের জ্বালায় গ্রাম জ্বালাইয়া দিবে।

কবি। মস্তকটা ধৌত করিয়া আপাততঃ টার্পিন তেল লেপন কর ; পশ্চাৎ সন্ধ্যাকালে আসিয়া অন্য ব্যবস্থা করিয়া যাইব। রোগীর গৃহে গোল করা ব্যাধ্যাধিক্যের মূল, কোনরূপ কথাবার্ত্তা এখানে না হয়।

(কবিরাজ,সাধুচরণ এবং জ্ঞাতিগণের একদিকে
এবং আদুরীর অন্যদিকে প্রস্থান, সৈরিন্ধ্রীর উপবেশন)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সাধুচরণের ঘর

ক্ষেত্রমণির শয্যাকণ্টকি—একদিকে সাধুচরণ অপরদিকে রেবতী উপবিষ্ট।

ক্ষেত্র। বিছানা ঝেড়ে পাত, ও মা বিছানা ঝেড়ে দে।

রেবতী। জাদু মোর, সোনারচাঁদ মোর, ওমনধারা কেন কচ্চো মা ? বিছানা ঝেড়ে দেইচি মা, বিছানায় তো কিছু নেইরে মা, মোদের ক্যাঁতার ওপরে তোমার কাকিমারা যে নেপ দিয়েচে তাই তো পেড়ে দিয়েচি মা।

ক্ষেত্র। সাঁকুর্লির কাঁটা ফোঁটচে, মরি গ্যালাম, আরে মলাম রে ; বাবার দিগি ফিরিয়ে দে।

সাধু। (আস্তে আস্তে ক্ষেত্রমণিকে ফিরায়ে, স্বগত) শয্যাকণ্টকি মরণের পূর্ব্বলক্ষণ। (প্রকাশ্যে) জননী আমার দরিদ্রের রতনমণি ; মা কিছু খাওনা, আমি যে ইন্দ্রাবাদ হইতে তোমার জন্য বেদানা কিনে এনেচি মা ; তোমার যে চুনুরি শাড়ীতে বড় সাধ মা, তাওতো আমি কিনে এনেচি মা, কাপড় দেখে তুমিতো আহ্লাদ করিলে না মা!

রেবতী। মার মোর কত সাধ, বলে সেমোস্তোনের সমে মোরে সাঁকতির মালা দিতে হবে। আহা হা! মার মোর কি রূপ হয়েচে ; করবো কি ; বাপোরে বাপোঃ! (ক্ষেত্রমণির মুখের উপর মুখ দিয়া) সোনার ক্ষেত্র মোর কয়লাপানা হয়ে গিয়েচে ; — দেখ, দেখ, মার চকির মণি কনে গ্যাল।

সাধু। ক্ষেত্রমণি! ক্ষেত্রমণি! ভাল করে চেয়ে দেখ না মা ?

ক্ষেত্র। খোত্তা, কুড়ুল মা! বাবা! আঃ! (পার্শ্ব পরিবর্ত্তন)

রেবতী। মুই কোলে তুলে নেই, মার বাছা মার কোলে ভাল থাক্‌বে—(অঙ্কে উত্তোলন করিতে উদ্যত)।

সাধু। কোলে তুলিসনে, টাল যাবে।

রেবতী। এমন কপাল করেলাম! আহা-হা! হারাণ যে মোর মউরচড়া কার্ত্তিক, মুই হারাণের রূপ ভোলবো ক্যামন করে! বাপো! বাপো!

সাধু। রেয়ে ছোঁড়া কখন গিয়েছে, এখনও এল না।

রেবতী। বড়বাবু মোরে বাঘের মুখে থেকে ফিরে এনে দিয়েলো। আঁটকুড়ির ব্যাটা এমন কিলও মেরিলি, বাছার পেট খসে গেল, তারপর বাছারে নিয়ে টানাটানি। আহা হা! সৌউত্র হয়েলো ; রক্তোর দলা, তবু সব গড়ন দেখা দিয়েলো। আঙ্গুলগুলো পর্য্যন্ত হয়েলো। ছোট সাহেব মোর ক্ষেত্ররে খালে, বড় সাহেব বড়বাবুরে খালে। আহা হা! কাঙ্গালেরে কেউ রক্কে করে না!

সাধু। এমন কি পুণ্য করিছি যে দৌহিত্রের মুখ দর্শন করিব।

ক্ষেত্র। গা কেটে গেল—মাজা—ট্যাংরা মাচ—হু—হু—হু—।

রেবতী। নমীর আৎ বুঝি পেয়লো, মোর সোনার পিত্তিমে জলে যায়, মোর উপায় হবে কি! মোরে মা বলে ডাক্‌বে কেডা! এই কত্তি নিয়ে এইলে— (সাধুর গলা ধরিয়া ক্রন্দন)

সাধু। চুপ কর, এখন কাঁদিসনে, টাল যাবে।

(রাইচরণ এবং কবিরাজের প্রবেশ)

কবি। এক্ষণকার উপসর্গ কি? ঔষধ খাওয়ান হইয়াছিল?

সাধু। ঔষধ উদরস্থ হয় নাই ; যাহা কিছু পেটের মধ্যে গিয়াছিল তাহাও তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া গিয়াছে। এখন একবার হাতটা দেখুন দিকি, বোধ হইতেছে, চরমকালের পূর্ব্বলক্ষণ।

রেবতী। কাটা কাটা কত্তি নেগেচে ; এত পুরু করে বিছানা করে দেলাম, তবু মা মোর চট্‌ফট্ কচ্চেন। আর একটু ভাল ওষুদ দিয়ে পরাণ দান দিয়ে যাও।—মোর বড় সাধের কুটুম্ব গো! (রোদন)।

সাধু। নাড়ী পাওয়া যায় না।

কবি। (হস্ত ধরিয়া) এ অবস্থায় নাড়ী ক্ষীণ থাকা মঙ্গল লক্ষণ

ক্ষীণে বলবতী নাড়ী না নাড়ী প্রাণঘাতিকা।"

সাধু। ঔষধ এ সময় খাওয়ান না খাওয়ান সমান ; পিতামাতার শেষ পর্যন্ত আশ্বাস; দেখুন যদি কোন পন্থা তাকে।

কবি। আতপ তণ্ডুলের জল আবশ্যক; পূর্ণমাত্রা সূচিকাভরণ সেবন করাই এক্ষণকার বিধি।

সাধু। রাইচরণ ওঘরে স্বস্ত্যয়নের জন্যে বড়রাণী যে আতপ চাল দিয়াছেন, তাহাই লইয়া আয়। (রাইচরণের প্রস্থান)

রেবতী। আহা! অন্নপুন্নো কি চেতন আছেন। তা আপনি আলোচাল হাতে করে মোর ক্ষেত্রমণির দেক্‌তি আসবেন ; মোর কপাল হতেই মাঠাকুরুণ পাগল হয়েছেন।

কবি। একে পতিশোকে ব্যাকুলা, তাহাতে পুত্র মৃতবৎ ; ক্ষিপ্ততার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে ; বোধ হয়, কর্ত্রী ঠাকুরুণের নবীনের অগ্রে পরলোক হইবে ; অতিশয় ক্ষীণা হইয়াছেন।

সাধু। বড়বাবুকে অদ্য কিরূপ দেখিলেন। আমার বোধ হয়, নীলকর নিশাচরের অত্যাচারাগ্নি বড় বাবু আপনার পবিত্র শোণিত দ্বারা নির্ব্বাপিত করিলেন। কমিসনে প্রজার উপকার সম্ভব বটে, কিন্তু তাহাতে ফল কি? চৈতনবিলের একশত কেউটে সর্প আমার অঙ্গময় একেবারে দংশন করে, তাহাও আমি সহ্য করিতে পারি ; ইটের গাঁথনি উনানে সুঁদরি কাঠের জ্বালে প্রকাণ্ড কড়ায় টগ্বগ করিয়া ফুটিতেছে যে গুড় তাহাতে অকস্মাৎ নিমগ্ন হইয়া খাবি খাওয়া সহ্য করিতে পারি ; অমাবস্যার রাত্রিতে হারে-রে-হৈ-হৈ শব্দে নির্দ্দয় দুষ্ট ডাকইতেরা সুশীল সুবিদ্বান একমাত্র পুত্রকে বধ করিয়া সম্মুখে পরমসুন্দরী পতিপ্রাণা দশমাস গর্ভবতী সহধর্ম্মিনীর

উদরে পদাঘাত দ্বারা গর্ভপাতন করিয়া সুপ্তপুরুষার্জ্জিত ধনসম্পত্তি অপহরণপূর্ব্বক আমার চক্ষু তলোয়ার ফলাকায় অন্ধ করিয়া দিয়া যায় ; তাহাও সহ্য করিতে পারি ; গ্রামের ভিতরে একটা ছাড়িয়া দশটা নীলকুটি স্থাপিত হয়, তাহাও সহ্য করিতে পারি ; কিন্তু এক মুহূর্ত্ত নিমিত্তেও প্রজাপালক বড়বাবুর বিরহ সহ্য করিতে পারি না।

কবি। যে আঘাতে মস্তকের মস্তিষ্ক বাহির হইয়াছে, ঐ সাজ্যাতিক সান্নিপাতিকের উপক্রম দেখিয়া আসিয়াছি, দুই প্রহর অথবা সন্ধ্যাকালে প্রাণ ত্যাগ হইবে। বিপিনের হস্ত দিয়া একটু গঙ্গাজল মুখে দেওয়া গেল, তাহা দুই কস বহিয়া পড়িল। নবীনের কায়স্থিনী পতিশোকে ব্যাকুলা, কিন্তু পতির সদ্গতির উপায়ানুরক্তা।

সাধু। আহা! আহা! মা ঠাকুরুণ যদি ক্ষিপ্ত না হইতেন, তবে এ অবস্থা দর্শন করিয়া বুক ফেটে মরিতেন।—ডাক্তার বাবুও মাথার ঘা সাজ্যাতিক বলিয়াছেন।

কবি। ডাক্তার বাবুটি অতি দয়াশীল ; বিন্দুবাবু টাকা দিতে উদ্যোগী হইলে বলিলেন, "বিন্দুবাবু, তোমরা যে বিব্রত, তোমার পিতার শ্রাদ্ধ সমাধা হওয়ার সম্ভব নাই, এখন আমি তোমার কাছে কিছু লইতে পারি না, আমি যে বেহারায় আসিয়াছি সে বেহারায় যাইব, তাহাদের তোমার কিছু দিতে হবে না।" দুঃশাসন ডাক্তার হলে, কর্ত্তার শ্রাদ্ধের টাকা লইয়া যাইত ; বেটাকে আমি দুইবার দেখিচি, বেটা যেমন দুর্ম্মোখো, তেমন অর্থপিশাচ।

সাধু। ছোট বাবুকে সঙ্গে করে ক্ষেত্রমণিকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ব্যবস্থা করিলেন না। আমার নীলকর-অত্যাচারে অন্নাভাব দেখে, ক্ষেত্রমণির নাম করে ডাক্তার বাবু আমাকে দুই টাকা দিয়ে গিয়েছেন।

কবি। দুঃশাসন ডাক্তার হলে, হাত না ধরে বল্‌তো বাঁচবে না ; আর তোমার গোরু বেচে টাকা লইয়া যাইত।

রেবতী। মুই সর্ব্বস্ব বেচে টাকা দিতি পারি, মোর ক্ষেত্রকে যদি কেউ বেঁচিয়ে দেয়।

(চাল লইয়া রাইচরণের প্রবেশ)

কবি। চালগুলি প্রস্তরের বাটিতে ধৌত করিয়া জল আনয়ন কর। (রেবতীর তণ্ডুল গ্রহণ) জল অধিক দিও না—এ বাটিটি তো অতি পরিপাটি দেখিতেছি।

রেবতী। মাঠাকুরুণ গয়ায় গিয়েলেন, অনেক বাটি এনেলেন, মোর ক্ষেত্রকে এই বাটিডে দিয়েলেন। আহা! সেই মাঠাকুরুণ মোর ক্ষেপে উঠেচেন! গাল চেপ্‌ড়ে মরেণ বলে হাত দুটো দড়ী দিয়ে বেঁদে একেচে।

কবি। সাধু, খল আনয়ন কর, আমি ঔষধ বাহির করি। (ঔষধের ডিবা খুলন)

সাধু। কবিরাজ মহাশয়, আর ঔষধ বাহির করিতে হইবে না, চক্ষের ভাব দেখুন দিকি—রাইচরণ, এদিকে আয়।

রেবতী। ওমা! মোর কপালে কি হলো! ওমা! হারাণের রূপ ভালেবো কেমন করে, বাপো! বাপো!—ও ক্ষেত্র, ক্ষেত্রমণি! মা আর কি কথা কবা না মা মোর, বাপো, বাপো বাপো!

(ক্রন্দন)

কবি। চরমকাল উপস্থিত।

সাধু। রাইচরণ ধর্ ধর্।

(সাধুচরণ ও রাইচরণ দ্বারা শয্যা-সহিত ক্ষেত্রকে বাহিরে লইয়া যাওন)

রেবতী। মুই সোনার নক্তি ভেসিয়ে দিতে পারবো না! মারে মুই কনে যাবরে! সাহেবের সঙ্গি থাকা যে মোর ছিল ভাল মারে! মুই মুখ দেখে জুড়োতাম মারে! হো, হো, হো!

কবি। মরি! মরি! মরি! জননীর কি পরিতাপ! সন্তান না হওয়াই ভাল। (প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলক বসুর বাটির দরদালান

নবীনমাধবের মৃত শরীর ক্রোড়ে করিয়া সাবিত্রী আসীন।

সাবি। আয়রে আমার যাদুমণির ঘুম আয়! গোপাল আমার বুক জুড়ানো ধন ; সোনার চাঁদের মুখ দেখলে আমার সেই মুখ মনে পড়ে—(মুখচুম্বন)। বাছা আমার ঘুমায়ে কাদা হয়েচে—(মস্তকে হস্তার্পণ) আহা! মরি! মরি! মশায় কামড়ে করচে কি ?—গর্মী হয় বলে কি করবো, আর মশারি না খাটিয়ে শোব না (বক্ষস্থলে হস্তামর্ষণ) মরে যাই, মার প্রাণে কি সয়, ছারপোকায় এমনি কামড়েচে, বাছার কচি গা দিয়ে রক্ত ফুটে বেরুচ্চে। বাছার বিছানাটা কেউ করে দেয় না ; গোপালেরে শোয়াই কেমন করে। আমার কি আর কেউ আচে, কর্ত্তার সঙ্গে সব গিয়েচে (রোদন)। ছেলে কোলে করে কাঁদিতেছি, হা পোড়াকপালি! (নবীনের মুখাবলোকন করে) দুখিনীর ধন আমার দেয়ালা করিতেছে। (মুখচুম্বন করিয়া) না বাবা, তোমারে দেখে আমি সব দুঃখ ভুলে গিয়েচি, আমি কাঁদিতেছি না। (মুখে স্তন দিয়া) মাই খাও গোপাল আমার, মাই খাও। গন্তানি বিটির পায় ধরলাম তবু কর্ত্তারে একবার এনে দিলে না, গোপালের দুধ যোগান করে দিয়ে আবার যেতেন ; বিটির সঙ্গে যে ভাব, বিটি খিললিই যমরাজা ছেড়ে দিত। (আপনার রজ্জু দেখিয়া) বিধবা হয়ে হাতে গহনা রাখিলে পতির গতি হয় না। চীৎকার করে কাঁদিতে লাগলাম, তবু আমারে শাঁকা পরিয়ে দিল। প্রদীপে পুড়িয়ে ফেলেচি, তবু আছে। (দন্ত দ্বারা হস্তের রজ্জুচ্ছেদন) বিধবা হয়ে গহনা পরা সাজেও না ; হাতে ফোস্কা হয়েচে। (রোদন) আমার শাঁকা পরা যে ঘুচিয়েছে তার হাতের শাঁকা যেন তেরাত্রের মধ্যে নাবে—(মাটিতে অঙ্গুলি মট্‌কান)। আপনি বিছানা করি—(মনে মনে বিছানাপাতন)। মাজুরটো কাচা হয় নাই। (হস্ত বাড়াইয়া) বালিসটে নাগাল পাইনে ; কাঁতাখানা ময়লা হয়েছে। (হস্ত দিয়া ঘরের মেজে ঝাড়ন) বাবারে শোয়াই। (আস্তে আস্তে নবীনের মৃতশরীর ভূমিতে রাখিয়া) মার কাছে তোমার ভয় কি বাবা ? স্বচ্ছন্দে শুয়ে থাক থুথকুড়ি দিয়ে যাই—(বুকে থুথু দেওন)। বিবি বিটি আজ যদি আসে, আমি তার গলা টিপে মেরে ফেলবো ; বাছারে চোক ছাড়া করবো না, আমি গণ্ডি দিয়ে যাই—(অঙ্গুলি দ্বারা নবীনের মৃতশরীর বেড়ে ঘরের মেজেয় দাগ দিতে দিতে মন্ত্রপঠন)।

সাপের ফনা বাঘের নাক।
ধুনোর আগুন চড়োকপাক॥
সাত সতীনের সাদা চুল।
ভাঁটির পাতা ধুতরো ফুল॥
নীলের বিচি মরিচ পোড়া।
মড়ার মাথা মাদার গোড়া॥
হন্নে কুকুর চোরের চণ্ডী।
যমের দাঁতে এই গণ্ডি॥

(সরলতার প্রবেশ)

সর। এঁরা সব কোথায় গেলেন। আহা! মৃতশরীর বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছেন!—বোধ করি, প্রাণকান্ত পথশ্রান্তে নিতান্ত ক্লান্তিবশতঃ ভূমিতে পতিত হইয়া শোকদুঃখবিনাশিনী নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হইয়াছেন। নিদ্রে, তোমার কি লোকাতীত মহিমা! তুমি বিধবাকে সধবা কর ; বিদেশীকে দেশে আন ; তোমার স্পর্শে কারাবাসীদের শৃঙ্খল ছেদ হয় ; তুমি রোগীর ধন্বন্তরি, তোমার রাজনিয়ম জাতি ভেদে ভিন্ন হয় না ; তুমি আমার প্রাণকান্তকে তোমার নিরপেক্ষ রাজ্যের প্রজা করিয়াছ, নচেৎ তাহার নিকট হইতে পাগলিনী জননী মৃতপুত্রকে কিরূপে

আনিলেন? জীবিতনাথ পিতা-ভ্রাতা বিরহে নিতান্ত অধীর হইয়াছেন। পূর্ণিমার শশধর যেমন কৃষ্ণপক্ষে ক্রমে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হয়, জীবিতনাথের মুখলাবণ্য সেইরূপ দিন দিন মলিন হইয়া একেবারে দূর হইয়াছে। —মাগো, তুমি কখন উঠিয়া আসিয়াছ ? আমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সতত তোমার সেবায় রত আছি ; আমি কি এত অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলাম ? তোমাকে সুস্থ করিবার জন্যে আমি তোমার পতিকে যমরাজার বাড়ী হইতে আনিয়া দিব স্বীকার করিয়াছি, তুমি কিঞ্চিৎ স্থির রহিয়াছিলে। এই ঘোর রজনী, সৃষ্টিসংহারে প্রবৃত্ত প্রলয়কালে ভীষণ অন্ধতামসে অবনী আবৃত, আকাশ মণ্ডল ঘনতর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন! বহির্বাণের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা প্রকাশিত ; প্রাণীমাত্রেই কালনিদ্রারূপ নিদ্রায় অভিভূত ; সকলি নীরব ; শব্দের মধ্যে অরণ্যাভ্যন্তরে অন্ধকারাকুল শৃগালকুলের কোলাহল এবং তস্কর নিকরের অমঙ্গলকর কুকুরগণের ভীষণ শব্দ। এমত ভয়াবহ নিশীথ সময়ে ; জননী, তুমি কিরূপে একাকিনী বহির্দ্বারে গমন করিয়া মৃতপুত্রকে আনয়ন করিলে ? (মৃত শরীরের নিকট গমন)

সাবি। আমি গণ্ডি দিইছি, গণ্ডির ভিতর এলি ?

সর। আহা! এমত দেশবিজয়ী জীবনাধিক সহোদর বিচ্ছেদে প্রাণনাথের প্রাণ থাকিবে না। (ক্রন্দন)

সাবি। তুই আমার ছেলে দেখে হিংসে কচ্চিস ? ও সর্বনাশী রাঁড়ি আঁটকুড়ির মেয়ে, তোর ভাতার মরুক। বার হ, এখান থেকে বার হ, নইলে এখনি গলায় পা দিয়ে জিব টেনে বার করবো।

সর। আহা! আমার শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর এমন সুবর্ণষাড়ানন জলের মধ্যে গেল।

সাবি। তুই আমার ছেলের দিকে চাসনে, তোরে বারণ কচ্চি, ভাতার খাগি। তোর মরণ ঘুনিয়ে এয়েচি দেখচি। (কিঞ্চিৎ অগ্রে গমন)

সর। আহা! কৃতান্তের করাল কর কি নিষ্ঠুর! আমার সরল শ্বাশুড়ীর মনে তুমি এমন দুঃখ দিলে, হা যম!

সাবি। আবার ডাকচিস, আবার ডাকচিস (দুই হস্তে সরলতার গলা টিপে ধরিয়া ভূমিতে ফেলিয়া) পাজি বিটি, যমসোহাগি, এই তোরে পেড়ে ফেলি—(গলায় পা দিয়া দণ্ডায়মান) আমার কর্তারে খেয়েচো, আবার আমার দুধের বাছাকে খাবার জন্যে তোমার উপপতিকে ডাকচো। মর্ মর্ মর্ মর্—গলার উপর নৃত্য)

সর। য়্যা—য়্যা—য়্যা— (সরলতার মৃত্যু)

(বিন্দুমাধবের প্রবেশ)

বিন্দু। এই যে এখানে পড়িয়া রহিয়াছে।—ওমা! ও কি! আমার সরলতাকে মেরে ফেলিলে, জননী! (সরলতার মস্তক হস্তে লইয়া) আমার প্রাণের সরলা যে এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন। (রোধনানন্তর সরলতার মুখচুম্বন)

সাবি। কামড়ে মেরে ফেল নচ্চার বিটিকে ; আমার কচি ছেলে খাবার জন্যে যমকে ডাকছিল, আমি তাই গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলেচি।

বিন্দু। হে মাতঃ! জননী যেমন যামিনীযোগে অঙ্গচালনা দ্বারা স্তনপানাসক্ত বক্ষঃস্থলস্থ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বধ করিয়া নিদ্রাভঙ্গে বিলাপে অধীর হইয়া আত্মঘাত বিধান করে ; আপনার যদি এক্ষণে শোক দুঃখ বিস্মারিকা ক্ষিপ্ততার অপগম হয়, তবে আপনিও আপনার জীবনাধিক সরলাবধজনিত মনস্তাপে প্রাণত্যাগ করেন। মা, তোমার জ্ঞানদীপের কি আর উন্মেষ হইবে না ? জ্ঞানসঞ্চার আর না হওয়াই ভাল। আহা। মৃতপতিপুত্রা নারীর ক্ষিপ্ততা কি সুখপ্রদ! মনোমৃগ ক্ষিপ্ততা-প্রস্তর-প্রাচীরে বেষ্টিত ; শোক-শার্দুল আক্রমণ করিতে অক্ষম। —মা, আমি তোমার বিন্দুমাধব।

সাবি। কি, কি বলো ?

বিন্দু। মা, আমি যে আর জীবন রাখিতে পারিনে, জননী! পিতার উদ্বন্ধনে এবং সহোদরের মৃত্যুতে আপনি পাগল হইয়া আমার সরলতাকে বধ করিয়া আমার ক্ষত হৃদয়ে লবণ প্রদান করিলেন।

সাবি। কি ? নবীন আমার নেই, নবীন আমার নেই ? মরি মরি, বাবা আমার, সোনার বিন্দুমাধব আমার। আমি তোমার সরলতাকে বধ করিয়াছি ?—ছোট বউমাকে আমি পাগল হয়ে মেরে ফেলেচি ? (সরলতার মৃত শরীর অঙ্গে ধারণ করিয়া আলিঙ্গন) আহা, হা। আমি পতি পুত্রবিহীন হয়েও জীবিত থাকিতে পারিতাম, কিন্তু তোমাকে স্বহস্তে বধ করে আমার বুক ফেটে গেল,—হো, ও, মা। (সরলতাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ভূতলে পতনানন্তর মৃত্যু)

বিন্দু। (সাবিত্রীর গাত্রে হস্ত দিয়া) যাহা বলিলাম তাহাই ঘটিল। মাতার জ্ঞানসঞ্চারে প্রাণনাশ হইল। কি বিড়ম্বনা। জননী আর ক্রোড়ে করে মুখচুম্বন করিবেন না। মা, আমার মা বলা কি শেষ হইল ? (রোদন)। জন্মের মত জননীর চরণধূলি মস্তকে দি—(চরণের ধূলি মস্তকে দেওন)। জন্মের মত জননীর চরণরেণু ভোজন করিয়া মানবদেহ পবিত্র করি—(চরণের ধূলি ভক্ষণ)।

(সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ)

সৈরিন্ধ্রী। ঠাকুরপো, আমি সহমরণে যাই, আমারে বাধা দিও না। সরলতার কাছে বিপিন আমার পরম সুখে থাক্‌বে।—এ কি, এ শ্বাশুড়ী ব'য়ে এরূপ পড়ে কেন ?

বিন্দু। বড় বউ, মাতাঠাকুরাণী সরলতাকে বধ করেছেন, তৎপরে সহসা জ্ঞানসঞ্চার হওয়াতে,আপনি সাতিশয় শোকসন্তপ্তা হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

সৈরিন্ধ্রী। এখন ? কেমন করে ? কি সর্ব্বনাশ! কি হলো, কি হলো! আহা, আহা! ও দিদি, আমার যে বড় সাধের চুলের দড়ী, তুমি যে আজো খোঁপায় দেওনি ; আহা আহা! আর তুমি দিদি বলে ডাকবে না (রোদন) ঠাকুরুণ, তোমার রামের কাছে তুমি গেলে, আর আমায় যেতে দিলে না। ও মা! তোমায় পেয়ে আমি মায়ের কথা একদিনও মনে করি নি।

(আদুরীর প্রবেশ)

আদুরী! বিপিন ডরিয়ে উটেচে, বড় হালদানী শীগ্‌গীর এস।

সৈরিন্ধ্রী। তুই সেইখান হতে ডাকতে পারিসনি, একা রেখে এইচিস ?

(আদুরীর সহিত বেগে প্রস্থান)

বিন্দু। বিপিন আমার বিপদসাগরে ধ্রুবনক্ষত্র। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) বিনশ্বর অবনীমণ্ডলে মানবলীলা, প্রবলপ্রবাহসমাকুলা গভীর স্রোতস্বতীর অত্যুচ্চকূলতুল্য ক্ষণভঙ্গুর তটের কি অপূর্ব শোভা! লোচনানন্দপ্রদ নবীন দুর্ব্বা দলাবৃত ক্ষেত্র ; অভিনব পল্লব সুশোভিত মহীরুহ ; কোথাও সন্তোষসঙ্কুলিত ধীবরের পর্ণকুটির বিরাজমান ; কোথাও নবদুর্ব্বাদললোলুপা সবৎসা ধেনু আহারে বিমুগ্ধা ; আহা! তথায় ভ্রমণ করিলে বিহঙ্গমদলের সুললিততানে এবং প্রস্ফুটিত-বনপ্রসূন সৌরভামোদিত মন্দমন্দ গন্ধবহে পূর্ণানন্দ আনন্দময়ের চিন্তায় চিত্ত অবগাহন করে। সহসা ক্ষেত্রে পরিরেখার স্বরূপ চিড়দর্শন। অচিরাৎ শোভাসহ কূল ভগ্ন হইয়া গভীর নীরে নিমগ্না। কি পরিতাপ, স্বরপুরনিবাসী বসুকুল নীল-কীর্ত্তিনাশায় বিলুপ্ত হইল।—আহা! নীলের কি করাল কর।

নীলকর-বিষধর বিষপোরা মুখ,
অনল শিখায় ফেরে নিল যত দুঃখ ?
অবিচারে কারাগারে পিতার নিধন,

নীলক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলেন পতন ;
পতিপুত্রশোকে মাতা হয় পাগলিনী ;
স্বহস্তে করেন বধ সুরলা কামিনী!
আমার বিলাপে মার জ্ঞানের সঞ্চার,
একেবারে উথলিল-দুঃখ-পারাবার।
শোকশূলে মাখা হলো বিষ বিড়ম্বনা,
তখনি মলেন মাতা,—কে শোনে সান্ত্বনা।
কোথা পিতা, কোথা পিতা, ডাকি অনিবার,
হাস্যমুখে আলিঙ্গন কর একবার।
জননী জননী বলে চারিদিকে চাই,
আনন্দময়ীর মূর্ত্তি দেখিতে না পাই।
মা বলে ডাকিলে মাতা অমনি আসিয়ে,
বাছা বলে কাছে লন মুখ মুছাইয়ে।
অপার জননী স্নেহে কে জানে মহিমা,
রণে বনে ভীতমনে বলি মা, মা, মা!
সুখাবহ সহোদর জীবনের ভাই ;
পৃথিবীতে হেন বন্ধু আর দুটি নাই!
নয়ন মেলিয়া দাদা, দেখ একবার—
বাড়ী আসিয়াছে বিন্দুমাধব তোমার।
আহা! আহা! মরি মরি বুক ফেটে যায়,
প্রাণের সরলা মম লুকালো কোথায় ?
রূপবতী, গুণবতী, পতিপরায়ণা,
মরালগমনা কান্তা কুরঙ্গনয়না!
সহাস-বদনে সতী, সুমধুর স্বরে,
বেতাল করিতে পাঠ মম করে ধরে ঃ
অমৃতপঠনে মম হতো বিমোহিত
বিজন বিপিনে বহু-বিহঙ্গ-সঙ্গীত।
সরলা সরোজকান্তি কিবা মনোহর!
আলো করেছিল মম দেহসরোবর।
কে হরিল সরোরুহ হইয়া নির্দ্দয়
শোভাহীন সরোবর অন্ধকারময়!
হেরি সব শর্বময় শ্মশান সংসার,
পিতা মাতা ভ্রাতা দারা মরেছে আমার।

আহা! এরা সব দাদার মৃতদেহ অন্বেষণ করিতে কোথায় গমন করিল ? তাহারা আইলে জাহ্নবীযাত্রার আয়োজন করা যায়।—আহা! পুরুষসিংহ নবীনমাধবের জীবন নাটকের শেষ অঙ্ক কি ভয়ঙ্কর!

(সাবিত্রীর চরণ ধরিয়া উপবেশন)

যবনিকার পতন